ঐতিহাসিক-নবন্যাস।

অঙ্গখণ্ড

মাধব মোহিনী

শ্রীগজপতি রায় দ্বারা সঙ্কলিত।

কলিকাতা।

গরাণহাটা ষ্ট্রীট, নং ৩১৬, শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস দ্বারা
সুচারু যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

অগ্রহায়ণ ১২৭৯

ভূমিকা।

অভাবই আবিষ্ক্রিয়ার হেতু-অভাব না হইলে কোন দ্রব্যেরি আদর নাই "সিংহ ক্ষুণ্ণ করীন্দ্রকুম্ভ পতিতং দৃষ্টৈব মুক্তা ফলং। কান্তারে বদরীধিয়া দ্রুতমগাদ্দুল্লীর পত্নীমুদা। পাণীভ্যা মুপগৃহ্যশুভ্র কঠিনং তদ্বীক্ষ্য দূরেজহৌ"—অগ্রে ধনাঢ্যলোকের এক২ জন করিয়া কথক (গল্পবক্তা) থাকিত, প্রতি দিবস সন্ধ্যার পর নগর ও গ্রাম ভেদে পল্লিস্থ ও গ্রামস্থ প্রায় সমস্ত লোকেরা স্ব স্ব দৈনিক কার্য্য সমাধা করিয়া ঐ ধনাঢ্য লোকের বৈটকখানায় মিলিত হইয়া বহুবিধ রঙ্গরস ঘটিত গল্প শ্লোকাদি শ্রবণ করিয়া উপজীবিকার শ্রম দূর করিত। এক্ষণে সে চাল আর নাই, এক্ষণে স্ব স্ব প্রধান "আপ্‌নি আর কপ্‌নি" কিন্তু উপজীবিকার্থ সেই প্রকার পরিশ্রম করিতে হয়, সন্ধ্যার পর বাটী আসিয়া শ্রম দূরার্থ ইচ্ছা সেই প্রকার বলবতী, কিন্তু উপায় অভাব, সেই অভাব পূরণার্থ "নবন্যাসাদির" উৎপত্তি। যখন শ্রীরামচন্দ্রের সীতা উদ্ধারার্থ লঙ্কায় যাইবার আবশ্যক হইল তখন দেখিলেন, পথ নাই, "অভাব" বড়২ বাঁদর হনুমান্ জাম্বুরান্ পড়িয়া তৎ-

ক্ষণাৎ পথ বাঁধিয়া ফেলিল—তাহার মধ্যে ক্ষুদ্রজীবি কাষ্ঠবিড়ালীও ছিল, এবং যদিও বড়২ বাঁদর হনুমান্ ও জাম্বুবানের মত বড়২ পাথর সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় নাই, তথাপি বালুকা দ্বারা প্রস্তর সংযোজন স্থানের ছিদ্র সকল রুদ্ধ করিয়াছিল। তদ্দর্শনে কপিদল ক্রুদ্ধ হইয়া এক চপেটাঘাতে তাহার প্রাণনাশ করিলে শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন যে তাঁহার প্রস্তর মধ্যস্থিত ফাঁক পূরণের লোক নাই,—"অভাব"—গাত্রে হস্ত বুলাইয়া পুনশ্চ সজীব করিলেন, সে আবার বালুকা সঞ্চয় করিয়া ফাঁক বুজাইতে লাগিল।

এ নূতন লেখক সেইরূপ ক্ষুদ্রপ্রাণী বড়২ বাঁদর হনুমান্ জাম্বুবান্ প্রভৃতির হস্তে প্রাণনাশ হইবার সেই প্রকার সম্ভাবনা, কিন্তু যদি অভাব পূরক বোধ হয় তবে ঐ মত হস্ত বুলাইয়া জীবিত করিলেই পুনশ্চ বালুকা সঞ্চয় করিবে তাহা না হইলে এই শেষ।

ঐতিহাসিক-নবন্যাস।

অঙ্গ খণ্ড।

যে ভাবিয়া, বসন দিয়া, হৃদয় কোরেছ আচ্ছন্ন।
তবু দেখা যায় যে ধনী, ভৃগু মুনির পদ চিহ্ন॥

দাশরথী।

"এদিকে মায়ী ছয়-কৌটা বিশ-কৌটা" এই বলিয়া মনোহর তাহার দোকানের সামগ্রী সাজাইতেছে ও ক্রেতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিৎকার করিতেছে। বিহার নগরবাসী মনোহর দাসের মনিহারির দোকানে যাহা চাহ তাহাই পাওয়া যায়, খেলানা, সিন্দুর-চুপড়ি ইত্যাদি। মনোহরের বয়স প্রায় ৪২ বৎসর, কৃষ্ণবর্ণ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুঠাম, যেন কষ্টি প্রস্তরে নির্ম্মিত, দেখিলে বিলক্ষণ বলিষ্ঠ বোধ হয়, মুখশ্রী উত্তম, মস্তকে উষ্ণীষ, গাত্রে চাদর, বাটীর সম্মুখে দোকান, ভিতরে দুইটী ঘর, তাহার পর একটু উঠান, মধ্য দিয়া এক প্রাচীর, তাহার পর অন্দর, অন্দরে তিনটী গৃহ, একটীতে পাকশাক হয়, আর একটীতে মনোহরের বৃদ্ধ মাতা শয়ন করেন, তাহার পর মনোহরের ভাগিনা ধামিধামের শয়ন গৃহ। মনোহরের ঐ বৃদ্ধ মাতা ও ভাগিনা ভিন্ন আর কেহই নাই।

সময়-বসন্ত কাল, প্রত্যুষে ছোট ছোট ছেলেরা বস্ত্রাবৃত হইয়া হাঁ করিয়া খেলানা দেখিতেছে—প্রাতঃস্নান সমাধা করিয়া পুরাঙ্গনাগণ স্বস্ব গৃহাভিমুখে প্রত্যাগম করিতেছে তাহারাও ঘোমটার ভিতর হইতে দেখিতে দেখিতে যাই-তেছে—কেহবা দুএকটী ক্রয় করিতেছে, মনোহর সহাস্য মুখে সুমিষ্ট বচনে ক্রেতাগণকে তুষ্ট করিতেছে, অক্রেতা-গণকেও লওয়াইতেছে, এমত সময় তিনটী স্ত্রীলোক তাহার নয়ন পথে পড়িল, অগ্র পশ্চাৎ অষ্ট জন রক্ষক চলিতেছে অলঙ্কার বস্ত্রাদিতে বোধ হইল তাঁহারা কোন বিশিষ্ট লো-কের কুলাঙ্গনা হইবে। মনোহর দণ্ডায়মান্ হইয়া কর জোড়ে উচ্চৈঃস্বরে কহিল "এ দিকে মায়ী" ইতমধ্যে স্ত্রীগণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মনোহর দোকান হইতে নামিয়া নমস্কার করিয়া দণ্ডায়মান্ হইল, "মায়ী এ দাসকে আজ ভুলিয়া যাচ্ছেন, আপনার জন্য একটী নূতন খেলানা আনিয়াছি একবার দেখে যান।"

তিনটী স্ত্রীলোকের মধ্যে একটী বৃদ্ধা, আর দুইটী যুবতী; তাহার মধ্যে যেটী নীল বর্ণ বস্ত্র পরিধানা তিনি অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া ঈষদ্ হাস্যের সহিত কহিলেন, "কৈ কি আনিয়াছ দেখি"—বোধ হইল যেন বাল অরুণ কিরণে সচ্ছ সরোবরে কমল প্রস্ফুটিত হইল—তাঁহার সখির প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "চঞ্চলা ইদিকে আয় না, মনোহর কি এনেছে দেখি" চঞ্চলা তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। মনোহর ত্রস্তে "ধানি২" বলিয়া ডাকিলে ধানিরাম (মনো-হরের কথিত ভাগিনা) মামার আহ্বানে শীঘ্র বাটীর

ভিতর হইতে বাহিরে আসিল, এই কয়েকটী স্ত্রীলোককে দেখিয়া নমস্কার করিল, মনোহর তাহাকে নূতন কৌটাটী বাহির করিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলে ধানিরাম ত্বরায় তাহা বাহির করিয়া তাহার মামার হস্তে প্রদান করিল। মনোহর সযত্নে ঐ কৌটাটীকে তাহার চাদর দিয়া পুঁছিয়া ঐ স্ত্রীলোকটীর হস্তে দিল, কৌটাটী অতি উৎকৃষ্ট—চারিদিকে মিনার কার্য্য—স্ত্রীলোকটী কৌটা পাইয়া অতি প্রীতা হইলেন, মনোহর "দিদীরাণি কৌটাটী খুলে দেখুন" বলাতে স্ত্রীলোকটী কৌটাটী খুলিয়া দেখিলেন ভিতরে আর একটী ঐ প্রকার কৌটা, সেটী খুলিলেন, কতক গুলিন টীপ—স্ত্রীলোকটী অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কেমন কোরে পেলে" মনোহর কহিল "দিদি আপনি যখন অনুমতি করিয়াছেন তখন কি আমার গাফিলি থাকিতে পারে, আমি তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে গিয়া অনেক অন্বেষণ করিয়া আনিয়াছি।"

স্ত্রীলোকটী জিজ্ঞাসা করিলেন কি দর? "মায়ী আপনার নিকট আর দর কি, আমি আপনার কেনা দাস যা দিবেন তাহা আমি শিরোধার্য্য করিয়া লইব" মনোহর উত্তর দিল।

"ভাল কাল্‌কে এখন দর চঞ্চলার হাতে দিয়া পাঠাইয়া দিব" বলিয়া স্ত্রীলোকটী ফিরিলেন ও চঞ্চলার বাহু টীপিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "কেমন পার্ব্বেতো দেখো ভুলে থেকনা, আজি যেতে হবে" চঞ্চলা "উঃ কি করেন" বলিয়া হস্ত ছাড়াইয়া লইল, স্ত্রীলোকটী হাসিতে২ স্বীয় অবগুণ্ঠন টানিয়া মুখাচ্ছাদন করিবার নিমিত্ত মুখোত্তোলন করিলেন,

সম্মুখে দৃষ্টিপাত হইল, দেখিলেন যে এক জন পুরুষ তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত বালাপোষাবৃত কেবল মুখের অল্পাংশ দেখা যাইতেছে, যে হস্ত দ্বারা দেহব্যাপী বালাপোষ ধৃত হইয়াছে সেই হস্তে এক খানি তরবার বোধ হইতেছে, কিন্তু কেবল বোধ মাত্র কিছুই দেখা যায় না, সমস্ত শরীর বালাপোষাবৃত।

এতদ্দৃষ্টে যুবতী স্ত্রীলোকটী বিরক্ত ভাবে শীঘ্র ঘোমটা টানিয়া যাইতে উপক্রম করিলেন, আবার কি ভাবিয়া ফিরিলেন, এক দৃষ্টে ঐ ব্যক্তির প্রতি চাহিয়া রহিলেন, এমন কি তাঁহার সঙ্গিনী তাঁহার অঙ্গে হস্তস্পর্শ করিয়া কহিল, "দিদীঠাকুরুণ বেলা হোল, কি দেখ্‌চেন, আসুন না" তদ্দৃষ্টে উক্ত পুরুষও কুঞ্চিত হইয়া মস্তকের বালাপোষ আরও টানিয়া দিলেন, ফিরিয়া গমন করিবার উপক্রম করিলেন, স্ত্রীলোকটীরও চমক হইল কি ভাবিয়া ঘাড় নাড়িলেন, "না কায নাই, কি করিতেছি" বলিয়া আরও ঘোমটা টানিয়া চলিয়া গেলেন।

পূর্ব্বোক্ত পুরুষও স্ত্রীগণকে গমন করিতে দেখিয়া স্বয়ং ফিরিয়া চলিলেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়া ফিরিয়া দেখিলেন যে, স্ত্রীগণ অদর্শন হইয়াছেন, পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া দ্রুত পদ সঞ্চারণে মনোহরের দোকান দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মনোহর কেও২ বলিয়া পশ্চাৎ২ গৃহে প্রবেশ করিল, মনোহরকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উক্ত ব্যক্তি মস্তকের বালাপোষ উন্মোচন করিয়া দাঁড়াইলেন, মনোহর তাহার

মুখ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আশ্চর্য্য হইল, তাড়াতাড়ি দ্বার রুদ্ধ করিল, 'দাদা বাবু একি, আপনার কি আজও কোন জ্ঞান হোল না! দিনের বেলা কেউ না কেউ চিনিতে পারিলে সর্ব্বনাশ হবে"—উক্ত ব্যক্তি "তায় এমত ভয় নাই" বলিয়া মনোহরের শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন, গাত্র হইতে বালা-পোষ মোচন করিয়া পালঙ্গে রাখিলেন, পৃষ্ঠ হইতে চর্ম্ম ও হস্ত হইতে অসি ও মস্তক হইতে উষ্ণীষ নামাইয়া রাখিলেন, মস্তকে ও বদনে হস্ত বুলাইয়া আলস্য ত্যাগান্তে পাদুকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পালঙ্গে বসিয়া মনোহরকে "কি সংবাদ" জিজ্ঞাসা করিলেন, মনোহর এতক্ষণ হস্ত যোড় করিয়া দাঁড়া-ইয়াছিল, অনুমতি পাইয়া কহিল, 'রাজকুমার কোন সুযোগ দেখিতে পাই না" ঐ ব্যক্তি কহিলেন, "তথাচ যা জান তাই বল আমি শুনিতে ইচ্ছা করি"। মনোহর "রাজ-কুমার তবে একটু অপেক্ষা করুন আমি দোকানে ধানিকে বসাইয়া আসি কি জানি কেউ যদি কি মনে করে" বলিয়া শীঘ্র দ্বার খুলিয়া ধানিকে ডাকিয়া দোকান দেখিতে কহিয়া পুনরায় দ্বার রোধান্তে ভিতরে আসিল, হস্ত যোড় করিয়া দাঁড়াইল, তদ্দৃষ্টে উক্ত ব্যক্তি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "আর হাত যোড় কেন, এখন বল দেখি সুমতী কেমন আছে?" "আজ্ঞা তিনি বেশ আছেন"—"কোথায় আছেন একবার দেখা হইতে পারে?"—আজ্ঞা পারে"—"কেমন করিয়া পারে বল দেখি? আমার তো আর বার হইবার জো নাই"—"আজ্ঞা" বলিয়া মনোহর ঘাড় চুলকাইতে লাগিল, উঁ আঁ করিয়া শেষে কহিল, তিনি এক্ষণে

জগন্নাথের বাটীতে আছেন, আপনি সেখানে গমন করি-লেই সাক্ষাৎ হইবেক।” উক্ত ব্যক্তি অত্যন্ত আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন “সে কি, জগন্নাথের বাটীতে সুমতী?” মনোহর উত্তর করিল “আজ্ঞা পাণ্ডাজীতে আর রাণীতে তাঁহাকে কামরূপের সহিত বিবাহ দিবেন স্থির করিয়া-ছিলেন, দিদী রাণী কি রকমে টের পাইয়া রাত্রে জগন্নাথের বাটীতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন সেই অবধি সেই খানে লুকাইয়া আছেন, আমি আর জগন্নাথ ভিন্ন আর কেহই জানে না।” “তবে সেই খানে যাইতে পারিলে তো সর্ব্বা পেক্ষা উত্তম হয়।” “আজ্ঞা আর ধানি লক্ষি ছাড়াও আছে, ছেলেমানুষ কি জানি যদি বলে ফেলে তো সর্ব্বনাশ হইবে” ইত্যাদি প্রকার কথোপকথনান্তে উক্ত পুরুষ “তবে তাই ভাল” বলিয়া পুনর্ব্বার অস্ত্র শস্ত্র তুলিয়া লইলেন, মনোহরও তাহার চর্ম্ম অসি লইল, দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া চতুষ্পার্শ্বে দেখিল ও আসিতে বলিয়া অগ্রসর হইল।

ধানিরাম উক্ত ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল তাহার মাতুল দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহাকে দোকান দেখিতে বলিলে, ব্যাপার কি, আর ব্যক্তিটাই কে, জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত অত্যন্ত লালসা জন্মিল, উভয়ের কথাবার্ত্তা অস্পষ্ট শ্রুতি-গোচর হইতেছে—কর্ণপাত করিল বুঝিতে পারিল না, অত্যন্ত লোলুপ হইল, দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহার মাতুল বাহির হইল, উক্ত ব্যক্তিও মুখাচ্ছাদন করিয়া পশ্চাৎ গমন করেন, আর সময় নাই জানিতে হয় তো এই সময় এই ভাবিয়া পদে পদ লিপ্ত করিল, উক্ত ব্যক্তি

হোঁচট খাইলেন ঐ অবকাশে ধানিরাম তাঁহার বালা-পোষ খুলিয়া মুখ দেখিল, চমকাইয়া বসন ছাড়িয়া দিল, উক্ত ব্যক্তি সামলাইয়া মনোহরের অনুবর্ত্তী হইলেন, ধানি-রাম পুনর্ব্বার দোকানে বসিয়া মনে মনে করিল—লালমাধব।

নটবর কেগো সে সখি,—
* * * * * * *

অমল কমল কাল, বরণ উজ্জ্বল
কিবা নিন্দি ইন্দীবর আঁখি লাবণ্য নির্ম্মল।
মুখে মধুর২ বাণি, আস্তে যেতে পথে শুনি,
চাইলে ফিরে, নয়ান ঠেরে, হাসে মুচকি২॥
রাশু নরসিংহ।

লালমাধব প্রসাদ কে?—মগধাধিপতি মহারাজা কর্ণ দেহারিয় দেবের অধীনে অনেক কর প্রদায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, তাহার মধ্যে বিহার এক প্রধান নগরী, রাজা শুক্র সেন তাহার অধিপতি ছিলেন। রাজা শান্ত দান্ত প্রকৃতি, পূজা আহ্লিক দেব ও ব্রাহ্মণ সেবায় সর্ব্বদা রত, রাজকার্য্য প্রজাপালনের সময় পাইতেন না, সুতরাং রাজ-কর্ম্মচারীগণ দ্বারা ঐ সকল নির্ব্বাহ হইত; প্রত্যহ ব্রাহ্মণ পদ পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। ঐ নগরীর দক্ষিণ দিকে অবলোকিতেশ্বর শিবের এক মন্দির ছিল, মন্দিরের দ্বার নগরের ভিতর ও তাহার সংলিপ্ত পরিচারক-

দিগের ও পাণ্ডাজীর থাকিবার গৃহাদি অর্থাৎ পুরীর দ্বার ও প্রাচীর নগর প্রাচীরের বহির্ভাগে ছিল।

ঐ শিবের প্রধান পাণ্ডার নাম চতুরজী পাণ্ডা, লোকে কহিত তিনি অতিশয় বিজ্ঞ ও পণ্ডিত—প্রত্যেক কথায় শ্লোক আওড়াতেন ও প্রত্যেক বিষয়ে শাস্ত্রীয় উপমা দিয়া কথা কহা হইত—বিশেষতঃ স্ত্রীগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হইলে এত সংস্কৃত প্রয়োগ করিতেন যে তাহারা সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তাক হইয়া থাকিত।

পাণ্ডাজীর মুখে সর্ব্বদা হাসি, বচন সুমিষ্ট ও গম্ভীর, বয়স প্রায় ৪০ বৎসর, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মুখখানি গোল, হাঁটী কিঞ্চিৎ বড়, আয়ত লোচন ও তাহাতে ঈষৎ কজ্জল রেখা, স্থূলাকার, এমন্ কি ছোট ছোট লোকে ছোঁড়ারা গণেশজী পাণ্ডা বলিয়া ডাকিত কিন্তু তাহাদের ভক্তির লেশমাত্র ছিল না। স্ত্রীগণেরা তাঁহাকে স্বয়ং কার্ত্তিকের মত সুন্দর ও কেহ২ তাঁহাকে যেন স্বয়ং মহাদেব বলিত, কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে তাঁহার মহাদেবের আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, আফিম খেকো পেটটী ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই।

প্রত্যহ প্রত্যূষে পাণ্ডাজী ভস্মের কৌটা করিয়া মন্দিরে বসিতেন, কাহাকে ফুল, কাহাকে বিল্বপত্র, কাহাকে চরণামৃত দিতেন ও কাহাকে শুদ্ধ "অবলোকিতেশ্বর ভাল রাখুন" বলিয়া তুষ্ট করিতেন। অল্প বয়স্কা স্ত্রীগণ হইলে মস্তকে হস্ত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। প্রাত্যহিক ভোগ সমাধা হইলে কিঞ্চিৎ ভোগ লইয়া রাজবাটীতে গমন করিতেন

পরিচারিকার দ্বারা অন্দরে প্রেরণ করিয়া রাজবাটীর বিগ্রহের পূজা সমাধানান্তর রাজ সভায় আশীর্ব্বাদ করিতে যাইতেন।

রাজার পুরোহিত এজন্য অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মানে কাল কাটাইতেন, কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম কিম্বা রাজকার্য্য উত্থাপন হইলে এক জন প্রধান পরামর্শদায়ী ছিলেন।

রাজার এক পুত্র ও এক কন্যা, পুত্রের নাম মাধবপ্রসাদ কন্যার নাম সুমতী। পুত্রের বয়স প্রাপ্তী হইলে পণ্ডিত রামজী স্বামীর নিকট বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন, রামজী স্বামীর সর্ব্ব শাস্ত্রেতে, বিশেষতঃ ন্যায়শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল, এমত কি পাণ্ডাজী কয়েক বার পরাস্থ হইয়া মনে মনে তাঁহার উপর অত্যান্ত আক্রোশ জন্মিয়া ছিল, কিন্তু ভয় বশতঃ কোন কথা বাহ্যিক বলিতে সক্ষম হইতেন না; লুকাইয়া লোকের নিকট নৈয়াইক নাস্তিক বলিয়া গ্লানী করিতেন। যদিচ রাজা পাণ্ডাজীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, যাহাই পরামর্শ দিতেন তাহাই করিতেন, গুরুর মত মান্য করিতেন, তথাচ পাণ্ডাজী রামজী স্বামীর নিকট রাজপুত্রের পাঠ নিবারণ করিতে পারেন নাই। পণ্ডিতজী পাণ্ডাজীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতেন, সুযোগ পাইলেই ভাঁউর ভাঙ্গিতেন, ছাত্রও সেই প্রকার হইয়া উঠিল পাণ্ডাজীর লালমাধব প্রসাদের নিকট ক্রমশঃ শ্লোক পড়া ভার হইয়া উঠিল, ফোচ্‌কে ছোঁড়া অন্বয় ব্যাকরণ জিজ্ঞাসা করে, দুএকটা ন্যায়ের ফাঁকি করে—সুচতুর পাণ্ডাজী ক্রমে আর শ্লোকের উল্লেখও করা বন্ধ করিলেন, কিন্তু মনে২ অত্যন্ত বিরক্ত রাজার ছেলে আবার লেখা পড়া শেখে

বড় অন্যায়। এক দিবস, মাধবের যখন প্রায় ১৮ অষ্টাদশ বৎসর বয়েস হইবে, তিনি তাঁহার পিতার বসিবার গৃহের নিকট বসিয়া আছেন এমত সময়ে তাঁহার পিতার সহিত পাণ্ডাজী কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল, পাণ্ডাজী কহিতেছিলেন "এক চক্ষু চক্ষু নহে, এক হস্ত হস্ত নহে, এক পুত্র পুত্র নহে, তাহার উপর বিশ্বাস নাই"—রাজা উত্তর করিলেন "আপনি যাহা বলিতে ছেন তাহা সত্য বটে" তাহার পর যাহা বলিলেন তাহা মাধবের কর্ণগোচর হইল না, পাণ্ডাজী উত্তর করিলেন "রাণী মায়ীর তো সঙ্কট পীড়া হইয়াছে তাহাতে তাঁর আর সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই, এ পীড়া হইতে প্রাণে রক্ষা পাই-লেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট" তাহার পর উভয়ের কথোপ-কথন এত মৃদুস্বরে হইতে লাগিল যে মাধবের বোধগম্য হইল না, শেষে তাঁহার পিতা কহিলেন, "আপনি আমার গুরু বলিলে গুরু, পুরোহিত বলিলে পুরোহিত; আপনি যদি এমত বিবেচনা করেন তাহা হইলে আমার করা কর্ত্তব্য তবে যে পর্য্যন্ত একর্ম্ম না সমাধা হয় সে পর্য্যন্ত এ কথা অতি গোপনে রাখিতে হইবে" ক্রমশঃ স্বর এত মৃদু হইল যে মাধব আর কিছু শুনিতে পাইলেন না কিবল পাণ্ডাজী "আজ্ঞা কন্যা স্থির আছে" এই কথা বলিলেন, শ্রবণ গোচর হইল।

মাধব এত অজ্ঞান হইয়া শ্রবণ করিতে ছিলেন যে, উভ-য়ের কথা সাঙ্গ হইয়া পাণ্ডাজী বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে একাগ্রমনে শ্রবণ করিতে দেখিয়া চমকাইয়া দাঁড়াইলেন,

মাধবও অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইলেন, পাণ্ডাজী সুচতুর সহজে অপ্রতিভ হন না, মাধবকে অন্তরে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভায়ার কি শ্রবণ করা হইতেছিল" মাধব তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া কহিলেন "মহাশয় কাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছিলেন" পাণ্ডাজী মাধবের ভাব বুঝিবার জন্য ক্ষণেক মুখাবলোকন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "কেন ভাই যাহার বিবাহের বয়স হইয়াছে তাহারি সম্বন্ধ করিতেছি, মনে করনা কেন তোমারি?" বয়েসের স্বধর্ম্ম বশতঃ বিবাহের কথায় মাধবের মনে২ এক প্রকার আনন্দ জন্মিল, আবার লজ্জা বোধ হইল মস্তক নত করিয়া মৃদু মন্দ হাসিলেন, হাস্য দেখিয়া পাণ্ডাজীর সচিন্তিত বদন প্রফুল্ল হইল, "কেমন ভাই কনেটী কেমন দেখ্‌তে শুনিবে? পরমা সুন্দরী যেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী, নাম শুনিবে, রাজগৃহের মহীপতি মহীপালের কন্যা শ্রীমতী জগৎমোহিনী দেবী" বলিয়া পাণ্ডাজী প্রস্থান করিলেন। মাধবলাল হাসিয়া পাণ্ডাজীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, পাণ্ডাজীর বিকৃত হাস্য দেখিয়া মনে সন্দেহ হইল, শুভ সংবাদের ঝুটাও ভাল হিসাবে এক প্রকার আহ্লাদ হইল।

কএক দিবস পরে এক দিবস সন্ধ্যার সময় তাঁহার পণ্ডিতের নিকট পাঠ সাঙ্গ করতঃ বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন যে বহির্বাটীতে প্রায় কেহই নাই দুই, এক জন যাহারা রহিয়াছে তাহাদের তাঁহার পিতা কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে উঁ আঁ মাথা চুল্‌কাইয়া "আজ্ঞা বুঝি রাজা লোক জন লইয়া বেড়াইতে গেছেন" বোলে পাশ কা-

টাইতে লাগিল, তাঁহার মনে বড় সন্দেহ জন্মিল, অন্দরে তাঁহার মাতার নিকট গেলেন, তাঁহার মাতা পীড়িতা শয্যায় শয়ন করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, তাঁহার ভগিনী বাস্পপূর্ণ লোচনে নিকটে বসিয়া গাত্রে হস্ত বুলাইতেছেন, সহচরীগণ ম্লান বদনে শুশ্রূষা করিতেছে দেখিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল, নিকটে আসিয়া রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না, বরং আরও ক্রন্দন বৃদ্ধি পাইল, তাঁহার ভগিনীকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ক্রন্দন করিতে২ অস্পষ্ট বচনে বলিল যে তাঁহার পিতা আবার বিবাহ করিতে গিয়াছেন।

মাধবলাল শ্রবণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাঁহার পিতার সহিত পাণ্ডাজীর কথোপকথন স্মরণ হইল, ক্ষণেক দাঁড়াইয়া বহির্বাটীতে আসিয়া পুনরায় রামজী স্বামীর নিকট গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন।

রামজী স্বামী শুনিয়া কহিলেন, "বাবা সংসারে সকলি সহিতে হয়, কি করিবে, কোন উপায় নাই— একর্ম্ম আমাদের দেশাচার বহির্ভূত কর্ম্ম হয় নাই, প্রায় সকল রাজারাই এই রূপ প্রকার করিয়া আসিতেছেন, তবে ইহার জন্য তোমার পিতাকে কোন দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু কর্ম্মটা ভাল নহে,—বাবা তুমি যেন ইহার নিমিত্ত কোন বিসম্বাদ কোর না, আর মাতাকেও বুঝাইয়া বলিয়ো যেন তিনি ইহার জন্য কোন বিসম্বাদ না করেন, আর পাণ্ডার বিষয় যাহা বলিলে তাহাতে যে তাহার অভিসন্ধি বড় ভাল এমত বোধ হয় না, আর তাহার ব্যাপার যাহা

আমি জ্ঞাত আছি তাহা শ্রবণ করিলে তুমি অদ্ভুত জ্ঞান করিবে” বলিয়া মাধবের কর্ণে২ কি কহিলেন, শুনিতে২ মাধবের চক্ষু আরও বিস্তীর্ণ হইল “বলেন কি” বলিয়া পণ্ডিতের প্রতি চাহিলেন, স্বামী উত্তর করিলেন “বাবা আমি এ সকল স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ঐ যে পুত্র কামনায় অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরে রাত্রে হত্যা দিলে পুত্র জন্মে তাহার কারণ এই—দেখ বাবা কাহাকে এ কথা বলো না, যেন কোন প্রকারে ব্যক্ত হয় না, তোমার সময় হইলে ইহার প্রতিকার করিও কিন্তু এক্ষণে পাণ্ডাজীর সহিত কোন বিসম্বাদ করিও না, পাপের ফল আপনি ফলিবে।” এই সকল পরামর্শ দিয়া স্বামী মাধবলালকে বিদায় করিলেন; সেই দিবস অবধি মাধবের স্বভাব পরিবর্ত্তন হইল, তাঁহার সদত সহাস্য আস্য রহস্যহীন হইল; বাল্যাবধি তিনি হাঁসকুড়ে দুরন্ত বালক ছিলেন, মল্ল-যুদ্ধ, অস্ত্র-বিদ্যা ও অশ্ব-বিদ্যায় বিশেষ সন্তোষ পাইতেন, এমন কি প্রাচীন লোকেরা মস্তক নাড়িয়া কহিত, “আর সব ভাল, তবে একটু ঠাণ্ডা হইলে হয়।”

মাধব নাগরীগণের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। যদিও সময়ে সময়ে কক্ষস্থ জল কলস ভাঙ্গিতেন, তথাচ তাহারা তাঁহার অলৌকিক সুন্দর আস্যের হাসি ও মিষ্ট বচনে মোহিত ছিল। কোন নূতন তামাসা, বাদ্য, সঙ্গীত কিম্বা ভোজের বাজী নগরে আসিলেই তিনি নিজ ব্যয়ে সকলকে দেখাইতেন, দীন দরিদ্রের সর্ব্বদা দুঃখ মোচন করিতেন, কখন বালস্বভাব বসতঃ যদি কাহার ক্ষতি করিতেন, তাহাকে তাহার

দ্বিগুণ দিয়া সন্তুষ্ট করিতেন, পীড়ার সংবাদ পাইলে আপনি যাইয়া তাহার তত্ত্বাবধারণ করিতেন। যেমন গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার সময় শীতল মন্দ বায়ু হটাৎ দক্ষিণে মেঘ উঠিলে একেবারে নিস্তব্ধ হয়, মাধবের স্বভাবও সেই রূপ হইল। স্বভাবজ্ঞ পাণ্ডাজী দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, যখন মুখে হাস্য নাই, স্থির ও গম্ভীর ভাবনাযুক্ত মুখমণ্ডল, কেবল পাঠে মন, আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই, তখন কেবল তাঁহারদিকে দৃষ্টি আছে, "জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে বাদ"—কিন্তু নৌকা আছে!!

মাধবের মাতা অত্যন্ত পীড়িতা ছিলেন, তাহার উপর এই মনস্তাপ ও উৎকণ্ঠায় পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সংবৎসরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল; মরণ কালে মাধবকে অনেক বুঝাইয়া তাঁহার বিমাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন।

কিছু দিন পরেই তাঁহার বিমাতার সহিত অমিল হইতে লাগিল—তাজ দুগ্ধ নাই—কাল-পেঁড়া নাই—শেষে জল খাবার নাই অবধি হইল, মাধব আপনার জন্য কোন ভাবনা করিতেন না, কিন্তু তাঁহার ছোট ভগিনী সুমতীর উপর পীড়ন তাঁহার সহ্য হইত না—এক দিন নূতন রাজ্ঞীর সহিত দুএক কথা হইল এবং রাজ্ঞী অভিমানে আহার ত্যাগ করিলেন, রাজা মাধবকে অনেক তিরস্কার করিয়া রাজ্ঞীকে শান্ত করিলেন।

এই সময়ে মাধবের পরম হিতৈষী রামজী স্বামীর মৃত্যু হইল, তাহাতে যে একটা সুপরামর্শ দেয় এমন কেহ

রহিল না। নূতন গিন্নীর রাগ—কাহার মাথার উপর মাথা যে একটা কথা কহে—একবার২ বাটী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র থাকিবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু তাঁহার ভগিনীর নিমিত্ত পারিতেন না, তিনি যত দিন আছেন তত দিন কাহার কিছু বলিবার সাধ্য হইবে না। মনোহর তাঁহাকে বাল্যাবধি ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিয়াছে, কেবল মায়া বশতঃ তাঁহাকে ছাড়িল না—সুখে দুঃখে পীড়ায় তাঁহার সেবায় বিশ বৎসর আছেন—তাঁহার কৃপায় যৎকিঞ্চিৎ পুঁজিও জমিয়াছে—যদি তাড়াইয়া দেয় খাবার ভাবনা নাই। কিন্তু সে ভৃত্য সুপরামর্শ কি দিবে।

এক দিবস কোষাধ্যক্ষের নিকট নিজ ব্যয়ের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ মুদ্রা প্রার্থনা করাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন "কুমার আমি ভৃত্য আমাকে মহারাজ যেমন আজ্ঞা করিবেন সেই মত করিতে হইবেক, রাজ বারণ হইয়াছে, রাজ অনুমতি হইলে এক্ষণেই দিতে পারি।"

মাধবের এতচ্ছ্রবণে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিল, পিতার সমীপে গমন করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা কোন কারণ না বলিয়া কেবল অত্যন্ত ভৎর্সনা ও তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "তোমার স্বভাব অত্যন্ত মন্দ হইয়াছে, ভাল চাহ তো পরিবর্ত্তন কর, তাহা না হইলে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিব।"

ইহার দুই দিবস পরে সন্ধ্যার পর মাধব মনোহরকে সমভিব্যাহারে লইয়া অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত

হইলেন, সেই স্থলে শ্রবণ করিলেন যে রাজ্ঞী পুত্র কামনায় অবলোকিতেশ্বরের নিকট হত্যা দিয়াছেন, অনেক সহচর ও সহচরী মন্দির পুরিয়া রহিয়াছে।

মাধব শিব দর্শনান্তে বাহিরে আসিয়া মনোহরকে সেই স্থলে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মনোহর দাঁড়াইয়া আছে, প্রায় এক প্রহর গত হইল মাধব আর প্রত্যাগমন করেন না, এমত সময়ে মন্দিরের ভিতর এক মহা গোল উঠিল, ধর২ মার২ শব্দ হইতে লাগিল। মনোহর আশ্চর্য্য হইয়া মন্দির দ্বারাভিমুখে গমন করিল, দ্বারে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল, দেখিতে পাইল যে, দুই জন ব্যক্তি মল্ল যুদ্ধ করিতেছে। প্রদীপের আলোক উভয়ের উপর পড়িয়াছে উহার মধ্যে এক জন্ "কেও রাজা বাবু" বলিয়া ছাড়িয়া দিল, পুত্তলির মতন হাঁ করে দাঁড়াইয়া রহিল, রাজা বাবু বোঁ করে চম্পট মারিলেন।

অনেক লোক মন্দিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, মনোহর সবিশেষ জ্ঞাত হইবার জন্য মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিল, গিয়া দেখে যে, যে গৃহে সকল স্ত্রীলোক রাত্রে হত্যা দেয় সেই গৃহে এক জন পূজারি ব্রাহ্মণের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, পাণ্ডাজীর দুই জনে বস্ত্র দ্বারা মস্তক হইতে রক্ত পুঁছাইতেছে, তিনি "খুন কোরেছে! বাবা খুন কোরেছে ব্রহ্ম হত্যা হোয়েছে" বোলে চিৎকার করিতেছেন। সকলেই লালমাধব প্রসাদের নাম

কাণা ঘোষা করিতেছে—সকলেই রাজার লোক তাহার মুখ দেখিলেই চিনিতে পারিবে, মুখে কাপড় দিয়া সত্বরে সরিয়া পড়িয়া মনোহর রাজ বাটীতে আসিল, মাধবের গৃহে গিয়া দেখে মাধব রহিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিল "দাদা বাবু কি সর্ব্বনাশ করে এসেছেন, আপনার হাতেতো তরবাল ছিল না মাথা কাটিলে কি কোরে ?" মাধব আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন "সে কি, কাহার মাথা কাটা গেছে ? আমিতো কাহার মাথা কাটিনি" মনোহরের সন্দেহ ভঞ্জন হইল না, পুনরায় কহিল "সে যা হোগ্ এখন রাজা শুনিলে কি বলিবেন, এমন কার্য্য করিতে হয় ? ব্রহ্ম হত্যা— পাণ্ডার মাথা ভাঙ্গা—তোমার বিমাতা আবার আজ মন্দিরে হত্যা দিতেছেন, আমারতো মাথা গেছে এখন আপনার জন্য ভাবনা" মাধব ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন "মনোহর তোমাকেতো কেহই দেখে নাই তোমার ভাবনা কি, আর আমি তো তোমার নাম কোর্ব্ব না তবে আর কি ? এক্ষণে তুমি গৃহে যাও কাল যা হব'র হবে" বলিয়া স্বয়ং শয়নাগারে গেলেন।

শয়নাগারে গিয়া দেখেন যে তাঁহার ভগিনী বসিয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিয়া কহিল "দাদা আপনি প্রায় অনেক রেতে আসেন সকলে আপনার নামে বাবার কাছে কত কি লাগায়, আপনি আর রাত্রে কোথাও যাবেন না।"

মাধব তাহার মস্তক হস্ত দ্বারা নাড়িয়া আদর করিয়া কহিলেন "মতী আজ থেকে আর হবে না এখন অনেক রাত হোয়েছে শয়ন করগে অসুখ করিবে।"

ভগিনীকে বিদায় করিয়া মাধব শয়ন করিলেন, নিদ্রা হইল না, ক্ষণেক পরে তাঁহার বিমাতার বাটী প্রত্যাগমন কোলাহল তাঁহার শ্রবণ গোচর হইল, ক্রমে. রাত্রি প্রভাত হইল।

রাজা পাত্র মিত্র বেষ্টিত হইয়া বার দিয়া বসিলেন. সকলেই রাত্রের ব্যাপার এক প্রকার জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু রাজাকে রাজ্ঞী কি বলিয়াছিলেন তাহা কেহই জ্ঞাত নহেন। রাজা মাধবকে রাজ সভায় আসিতে অনুমতি করিলেন। মাধব রাজ সমক্ষে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে পর, রাজা সমস্ত সভাস্থ লোককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যে পুত্র অধর্ম্মাচারী, নীচ প্রবৃত্ত, ব্রহ্ম হত্যাকারী, গুরু হত্যাকারী, যে নাস্তিক, এমন পুত্রকে কি করা উচিত।" কেহই কোন উত্তর দিলেন না, মাধবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

মাধব হাত যোড় করিয়া উত্তর করিলেন "মহারাজ! যদি এই সকল কটূক্তি আমার প্রতি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই অবধি বলিতে পারি যে. যে সকল লোক আপনাকে এই সকল কথা বলিয়াছে তাহারা স্বীয়২ অভিসন্ধি সাধন জন্য আমার অপবাদ দিয়াছে, আমি সর্ব্বসাধারণের নিকট কহিতেছি যে, তাহারা মিথ্যাবাদী।"

রাজা কহিলেন "তবে কি আমার পুরোহিত, পাত্র মিত্র, তোমার বিমাতা ও সমস্ত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী মিথ্যা কথা কহিতেছেন।"

ক্রমশঃ মাধবের রক্ত গরম হইয়া উঠিল, উত্তর করি-

লেন, "আজ্ঞা হাঁ তাঁহারা যদি এমন কথা বলেন তাঁহারা নিঃসন্দেহ আপনাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছেন, আর বিমাতা যদি বলিয়া থাকেন, তাহা ধর্ত্তব্য নহে, কারণ তিনি বি-মাতা, সপত্নী পুত্রকে কেহ কখন ভাল বলে না—মহারাজ! তাঁহার কথা শুনিয়া আমাকে এ অপমান করা যুক্তিসিদ্ধ উচিত হয় নাই।"

রাজা এতক্ষণ রাগ সম্বরণ করিয়াছিলেন, বাহ্যিক কিছুই প্রকাশ করেন নাই, মাধবের শেষ কথায় এক প্রকার স্ত্রৈণ্য বলা হইল, অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন, গর্জ্জন করিয়া কহি-লেন "কি বলিলে আমি স্ত্রীর বশতাপন্ন হইয়া তোমাকে এই সকল বলিতেছি। অহিতাচারী, পাষণ্ড, পামর, তো-মাকে অদ্যাবধি ত্যাগ করিলাম, তুমি আমার রাজ্যে কখন আর মুখ দেখাইও না, আমি আমার রাজ্য কুকুরকে দিয়া যাইব তথাচ তোমাকে দিব না" পরে সেনাপতির প্রতি চাহিয়া বলিলেন "কে আছে একে আমার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেহ, আর যিনি ওকে সাহায্য কিম্বা আ-হার দিবেন আমি তাহার মস্তক লইব।" সকলেই ত্রস্ত হইল। কিন্তু মাধবের রাগ আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, উচ্চৈঃ-স্বরে কহিলেন, "মহারাজ! আমার যা হবার তা হলো কিন্তু আপনি পিতা আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত কহিতেছি যদি মঙ্গল বাঞ্ছা করেন তবে অমন স্ত্রীকে হেঁটোয় কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলুন, পাণ্ডার মস্তক মুণ্ডন করিয়া উলটা গাধায় চড়াইয়া দেশান্তর করিয়া দিন, ঐ দুজনে তোমার সর্ব্বনাশ করিবে।"

"কি কোর্ব্বে কুলাঙ্গার?" বলিয়া লম্ফ দিয়া তরবাল কোষ হইতে নির্গত করিয়া রাজা মাধবের প্রতি ধাবমান হইলেন। সভাস্থ লোকেরা হাঁ হাঁ করিয়া রাজাকে ধরিল, মাধবকে জোর করিয়া বাহিরে লইল, অনেক কষ্টে রাজাকে শান্ত করিল।

সেই দিবস সন্ধ্যার সময়ে মাধবের ভগিনী সুমতী স্বীয় গৃহে বসিয়া তাঁহার সমবয়স্কা চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া একটী অনুঢ়া বালিকার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছেন, ও এক একবার অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুচিতেছেন, সঙ্গিনীর নাম জগৎমোহিনী—তিনি রাজগৃহ নগরীর রাজা মহীপাল দেবের কন্যা, বেহারে তাঁহার মাতুলালয়, উভয় নগরের রাজার পরস্পর অত্যন্ত সম্প্রীত ছিল, পরস্পরের আসা যাওয়া ছিল, সুতরাং জগৎমোহিনী বেহার নগরে আসিলে রাজ্ঞী অত্যন্ত সমাদর ও যত্ন সহকারে রাজ বাটীতে আনয়ন করিতেন। মেয়েটী পরমা সুন্দরী, কুলে মানে সমতুল্য, রাজ্ঞী মাধবের সহিত বিবাহের স্থির করিয়াছিলেন, বৌ বৌ বলিয়া ডাকিতেন, মোহিনী যখন মাতুলালয়ে আগমন করিতেন অধিকাংশ সময় রাজবাটীতেই কাটাইতেন, মাধবের সঙ্গে সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ হইত লোক জন থাকিলে খালি ঘোম্‌টা দিয়া হাসিতে হাসিতে অন্য ঘরে পলাইতেন, কিন্তু একলা দেখা হইলে পরস্পর হাস্য রহস্য চলিত। রাজবাটীস্থ সমস্ত লোকেই রাজবধূ স্বরূপ জ্ঞান করিত, তদ্রূপ ব্যবহারও করিত। মাধব বাবুকে অন্দরে আসিতে দেখিলে সকলে মোহিনীকে একলা রাখিয়া

জন্য গৃহে যাইত “চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া” মাধব এমত সুযোগ পাইলে কখনই ছাড়িতেন না, ক্রমে পরস্পরের স্বামী স্ত্রীত্ব ভাব হইয়াছিল, অত্যন্ত প্রণয় জন্মিয়াছিল, রাজ্ঞীর হটাৎ মৃত্যুর নিমিত্ত বিবাহ হয় নাই, তাহা না হইলে এতদিনে হইত, রাজ্ঞীর তাঁহাদের বিবাহ দেখিয়া যাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল।

আমি অগ্রে কহিয়াছি যে সুমতী অঞ্চল দিয়া এক এক বার চক্ষে জল নিবারণ করিতেছেন, এমত সময়ে মাধবলাল আসিয়া সে গৃহে প্রবেশ করিলেন, মোহিনী মাধবকে দেখিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া গৃহ হইতে উঠিয়া গেলেন, সুমতী সজল নয়নে তাঁহার দাদার হস্ত ধরিলেন, মাধব তাঁহার ললাট চুম্বন করিয়া কহিলেন “মতী তুমি আমার জন্য কোন ভাবনা করো না, আর পিতা যত দিন আছেন ততদিন তোমার কোন ভাবনা নাই, আর যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হয়, জগন্নাথকে বোলো সেই কেবল আমার সন্ধান জানিবে, আর বাটীর যে সংবাদ আমাকে জানাইতে চাহিবে তাহা তাহাকে বলিলেই হইবেক, আমি এখন আসি কেহ টের পাইলে বিভ্রাট হইবে” বলিয়া মস্তক চুম্বন করিয়া বিদায় হইলেন।

মাধবলাল গৃহ হইতে বাহির হইয়া চারিদিকে চাহিলেন কেহই দৃষ্টিগোচর হইল না, মনোদুঃখে মস্তক নত করিয়া শীঘ্র চলিয়া যাইতেছেন ও মনে২ এক জনকে দেখিতে পাই-বেন আশা ছিল তাহা বিফল জ্ঞান করিলেন। এমন সময় কে একজন স্তম্ভের পার্শ্ব হইতে আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিল,

চমৎকাইয়া দেখিলেন মোহিনী সজল নয়নে তাঁহার হস্ত ধরিয়া মুখাবলোকন করিতেছেন। সেই প্রেম পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া মাধবের নয়নে দর২ ধারা বহিতে লাগিল, হস্ত দিয়া মুখাচ্ছাদন করিলেন।

মোহিনী এক হস্ত দিয়া মুখ হইতে হস্ত সরাইলেন, অন্য হস্ত মাধবের গলদেশে দিয়া মস্তক পরিনত করাইয়া স্বস্কন্ধে রাখিলেন, কপোল স্পর্শে, যে প্রকার জ্বলিত ক্ষত তৈলদানে শীতল হয়, মাধবের দগ্ধ হৃদয় শীতল হইল, বাহু প্রসারি আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে টানিয়া লইলেন, যাহা অদ্যাবধি করেন নাই, মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "মোহিনী আমার বোধ হইয়াছিল যে সকলেই আমাকে ত্যাগ করিয়াছে।"

মোহিনী দুই হস্ত দিয়া গলা জড়াইয়া স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া ছিলেন, কর্ণে২ কহিলেন "স্বামীকে কখন স্ত্রী কি ত্যাগ করে?" এমন সময় সুমতী শীঘ্র আসিয়া কহিল "দাদা ওদিগে কে আস্‌চে" মাধবপ্রসাদ পুনর্ব্বার মুখচুম্বন করিয়া মোহিনীকে বক্ষ হইতে সরাইয়া প্রস্থান করিলেন।

কিছু দিবসের জন্য মাধবের আর কোন সংবাদ ছিল না, রাজা একে বৃদ্ধ তাহে যুবতী ভার্য্যা, তাহে পুত্র শোক ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন, পূজায় মন নাই, সর্ব্বদা অস্থির একালা বসিলে চক্ষে জল আসে।

মনোহর সেই দিবসাবধি রাজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক খানি মনিহারির দোকান খুলিয়া ছিল, এক দিবস বৈকালে রাজা ডাকাইয়া পাঠাইলেন, অনেক্ষণ কথাবাত্রা কহিয়া ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাধব

কোথা আছে জান?" মনোহর জ্ঞাত ছিলেন না উত্তর করিলেন "আজ্ঞা না।" রাজা অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন "কাহার নিকট প্রকাশ করিও না, গোপনে সন্ধান লইও আমার আবশ্যক আছে" এই কথা বলিয়া বিদায় করিলেন। তার পর দিবস বৈকালে নগরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল—মহারাজের মৃত্যু হইয়াছে, হঠাৎ পক্ষাঘাতে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, মৃত্যুকালীন তাঁহার ভাগিনা হনুমন্ত সিংহকে পোষ্য পুত্র লইয়া রাজ্য প্রদান করিয়া গেছেন, লাল মাধবপ্রসাদের কোন নাম উল্লেখ করেন নাই, নগরস্থ সমস্ত লোকই অসন্তুষ্ট হইল, কিন্তু কি করে ক্ষমতা নাই রাজা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাই হইবেক।

হনুমন্তের রাজ্যাভিষেক হইলে পর মাধবপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া সবলে রাজ্য লইব স্থির করিলেন, কিন্তু গ্রামস্থ লোক সাহায্য দিতে ভরসা করিল না, নলান্দর রাজা দুর্ব্বার সিংহের সাহায্য চাহিলেন, তাহা পাইলেন না, রাজগৃহের রাজা জগৎমোহিনীর পিতার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন তাহাও পাইলেন না।

ও দিকে হনুমন্ত তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, সুতরাং নিরাশ হইয়া পাটলীপুত্র মহানগরীতে পুনঃযাত্রা করিলেন, মহারাজ কর্ণ দেবের নিকট তাঁহার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া, তাঁহার সভায় বিচার প্রার্থনা করিতে চলিলেন, দুই বৎসর মাধবের কোন সংবাদ ছিল না, শেষে তিন মাস

গত হইলে দেশে প্রচার হইল যে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে।

দিবসে শ্রীকৃষ্ণ রূপ মনে ভাবিয়ে
ছিলাম নিকুঞ্জধামে নিদ্রিত হোয়ে ॥
আমি দেখলাম গো বৃন্দে সখী,
মৃদু সহাস্য বদন, রমণী রঞ্জন, কাল বরণ বাঁকা আঁখি ॥
কোরে আমার নিদ্রা ভঙ্গ, সে ত্রিভঙ্গ, এখন যে অদেখা হলো ॥
কাল স্বপনে মাধব আমার কুঞ্জে এসে ছিল ॥

রাসু নরসিংহ।

অগ্রে কথিত হইয়াছে, ধানিরাম দোকানে উঠিয়া বসিল, লালমাধবপ্রসাদের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, ক্রমে তিনি অদৃশ্য হইলেন, ধানিরাম ক্ষণেক মাথা চুল্কাইয়া বলিয়া উঠিল "হোয়েছে২ বোম মহাদেব! শিবশঙ্কর বাবুর মহিষের শৃঙ্গের ধনুক এই বারে নিয়েছি, বাহবারে ধানি" বলিয়া লম্ফ দিয়া উঠিল শীঘ্র বাটীর অভ্যন্তরে গমন করিল।

তাহার মাতামহী রন্ধন শালায় রন্ধন করিতেছিল, তাড়াতাড়ি ধানিরাম নিকটে গিয়া কহিল, "দিদি মা একবার দোকানে বোস, আমি শীগ্‌গির আশ্‌চি" আশ্‌চি বলিয়া ধানিরামের দেরি সহিল না, পাঁজা কোলা করিয়া তুলিয়া লইল।

ধানির দিদী ভাজি ভাজিতে ছিল "আরে ধানি! ভাজী পুড়ে যাবে নামাইয়া আসি" অনুরোধ করিল, ধানি তা-

হার কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া একেবারে দোকানে বসাইয়া "আমি নাবাচ্চি" বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল, উনন হইতে ভাজি নামাইয়া রাখিল, বিড়ালের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, চাদর ও তরবার লইয়া তাহার দিদিকে "আমি সব নামাইয়া রেখে দোর দিয়া আসিয়াছি" বলিয়া এক চম্পট দিল।

ধান্নির দিদি ধানিকে ভাল রূপ চিনিত, মৃদু হাসিয়া দোকান দেখিতে লাগিল, ক্ষণেক ধানির নিমিত্ত অপেক্ষা করিল, শেষে বেলা বৃদ্ধি দেখিয়া দোকান বন্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পাকশালায় গেল।

ধানিরাম এক দৌড়ে শিবশঙ্কর বাবুর বৈঠকে উপস্থিত হইল।

শিবশঙ্কর বাবু নলন্দার রাজা দুর্ব্বার সিংহের ভ্রাতষ্পুত্র, দুর্ব্বার সিংহ, নামে যেমন কার্য্যেও তেমন, যাহা একবার ধরেন তাহা কাহার সাধ্য ছাড়ায়, শিবশঙ্কর বাবু মাধবকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন; এবং যখন রাজগৃহের রাজা মহীপাল তাঁহার কন্যা জগৎমোহিনীর সহিত বিবাহ দিতে চাহিলেন তাহাতে শিবশঙ্কর বাবু পীড়িত আছি বলিয়া অস্বীকার করাতে নলন্দারাজ এত রাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, শিবশঙ্করকে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে হইয়াছিল— সেই অবধি তিনি বিহারে বাস করিতেন।

শিবশঙ্কর বাবু ধানিকে ঘনশ্বাসপাত করিতে দেখিয়া ত্রস্ত হইয়া কহিলেন "ব্যাপার কি ধানি হাপাচ্ছ যে"—

ধানিরাম। "আজ্ঞা একটা কথা আছে একবার এদিকে আসুন"।

শিবশঙ্কর বাবু। "এখানে হবে না?"

ধানিরাম। "আজ্ঞা না, বোধ হয় আপনার মহিষের শৃঙ্গের ধনুক আমাকে দিতে হইয়াছে"—

"বল কি, সত্য"? বলিয়া শিবশঙ্কর বাবু ব্যগ্র চিত্তে ধানিকে লইয়া গৃহান্তরে গেলেন, বাহুর দ্বারা ধান্নিরামের গলদেশ বেষ্ঠন কবিয়া মস্তক নত করতঃ কহিলেন "কি বল দেখি"।

ধানিরাম আস্তে২ কানের নিকট মুখ লইয়া কহিল যে লালমাধবপ্রসাদের সংবাদ পাইয়াছে।

শিবশঙ্কর কহিলেন "কোথায়"।

ধানি। "আজ্ঞা আমার মনে"—

শিবশঙ্কর বাবু উত্তর করিলেন, "তাতো আমি জানি এখন মন থেকে বাহির কর দেখি"।

ধানি কহিল "আপনি ধনুক বাহির করুন"।

শিবশঙ্কর কহিলেন "ধনুক তো এখানে নাই নলন্দায় রহিয়াছে"।

ধানি কহিল "আজ্ঞা তবে আনিতে পাটান, আমি ততক্ষণ বসিয়া থাকি"।

শিবশঙ্কর বাবু বিরক্ত হইয়া "আঃ বল না" বলিয়া ধানির মস্তক নাড়া দিলেন, ধানি অমনি মস্তক ছাড়াইয়া লইয়া দশহাত অন্তরে দাঁড়াইল "তবে আপনার শুনিবার ইচ্ছা নাই" বলিয়া গমনোদ্যোগ করিল।

শিবশঙ্কর বাবু "না না শোন্২" বলিয়া ধরিতে অগ্রসর হইলেন—ধানি ফটক পার—

শিবশঙ্কর বাবু বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন যে, তিন নগরে এমত্ কেহ নাই যে ধানিকে ছুটিয়া ধরিতে পারে, তাহার দ্বারে অনেক দ্বারবান্ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের ধরিতে বলা বৃথা এই ভাবিয়া ধানিকে অনেক স্তোক দিলেন ভয় দেখাইলেন, ধানি দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল—শেষে বলিলেন "ধানি আমি সত্য করিতেছি আর কিছু বলিব না, পায়ে ধরি আয়" ধানি এক অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া কহিলেন "ঠিক আর হবে না"।

শিবশঙ্কর বাবু হাসিতে২ কহিলেন, "হুঁ ঠিক আর হবে না এখন এস" ধানি কহিলেন "আজ্ঞা তবে ঘরের ভিতর চলুন"।

ধানিরাম ইতি পূর্ব্বে গ্রামের সমস্ত মেলায় ও উৎসবে নিজে রাধিকা সাজিত এক্ষণে বয়ঃপ্রযুক্ত আর রাধিকা সাজিতে পারে না কিঞ্চিৎ ধেড়ে রাধে হইয়া পড়ে, দূতী কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ সাজে; নৃত্য গীতে সুপণ্ডিত, স্বর মধুর, ধানিকে দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, হাড়ে মাসে জড়িত ছিপছিপে, বয়স্ ১৮ বৎসর, কিঞ্চিৎ খর্ব্ব, মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন হাস্য পরিহাসে পূর্ণ—মেলার সময় দূতী সাজিলে অনেকের তাহার হাব ভাব ছিনালি ও ভ্রূভঙ্গি সন্দর্শনে মনে সন্দেহ জন্মিত।

উভয়ে গৃহ প্রবেশ করিলে পর ধানিরাম মুচ্কি হাসিতে২ "দেহি পদ পল্লব মুদারং" এমন জানিলে আমি

দূতী সেজে আসিতাম, পায়ে ধরাটা এ বেসে ভাল হয় নাই”।

মোদ্দই বা কি হোয়েছে বলিয়া শিবশঙ্কর বাবু বাহু প্রসারণপূর্ব্বক ধানিকে ধরিলেন দাড়িতে হস্ত দিয়া কহিলেন “তবে দূতী রাধে কোথায় বল দেখি”।

“ছি ছি ছি দূতীর গালে হাত, রাধা শুনিলে কি বলি-বেন ?—ক্ষীর ফেলে কাপাসে হাত ? এখন ছাড় আপনাকে আর বিশ্বাস নাই, যখন কাপাসে হাত দিয়াছেন এক্ষণি মুখে দিবেন” ধানি হাসিয়া কহিল।

শিবশঙ্কর বাবু “এমত কাপাস পেলে রোজ মুখে দি” বলিয়া ধানির গণ্ডদেশ চুম্বন করিলেন।

ধানিরাম কহিয়া উঠিল “শেষ করুন২ মানের পালা সাঙ্গ হইল এক্ষণে মাথুর গান”—

শিবশঙ্কর বাবু ধানিকে ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, “আচ্ছা শেষ করিলাম এক্ষণ সব বল”।

ধা—সবতো বলিয়াছি আবার কি বলিব।

শি—সে কি! কৈ বলিলে, মাধব তো কোথায় বস নাই।

ধা—বাঃ আপনি বেস লোক আপনার বেলায় আঁটা আঁটী পরের বেলায় দাঁত কপাটি, আপনার সঙ্গে কি কথা ছিল, আমি সংবাদ দিব আপনি ধনুক দিবেন, আপনার ধনুক কোই ?

শি—ধনুক তো হেতা নাই, আমাকে কি বিশ্বাস নাই আমি যথার্থই আনিয়া দিব।

ধানিরাম মস্তক নাড়িয়া কহিল “জমিদারদের বিশ্বাস

নাই আমরা কারবারি লোক নগদানগদ ভিন্ন বুঝি না, ধারে দিলে লহনা ফেলিবে”।

শি—তবে যদি ধারে না দেও কিছু বন্ধক রাখ।

ধা—আজ্ঞা তা হলে পারি, কি রাখিবেন বলুন।

শি—আমার তরবার লহ।

“আচ্ছা দিন” বলিয়া ধানি শিবশঙ্কর বাবুর নিকট তরবার গ্রহণ করিল, “দেখিবেন, নিজের কোটে পেয়ে তো আবার তরবার কেড়ে লইবেন না” শিবশঙ্কর বাবু উত্তর করিলেন “না” চারিদিক দৃষ্টিপাত করিয়া আস্তে২ ধানিরাম “তবে ছাড়ুন” বলিয়া শিবশঙ্কর বাবুর হস্ত ছাড়াইয়া কহিল, “আজ আমাদের দোকানে এই মাত্র আসিয়াছিলেন, মামার সঙ্গে চলিয়া গেছেন, মামা এলে সব খবর জানা যাইতে পারে।” শিবশঙ্কর বাবু এতচ্ছ্রবণে ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, “তবে চল তোমার মামার কাছে চল।”

ধা—আজ্ঞা হাঁঃ বেশ পরামর্শ করিয়াছেন, আমাতে ও আপনাতে মামার কাছে যাই আর তিনি লাঠি মেরে আমার মাথা ভেঙ্গে দেন। আমাকে কি তিনি আপনাকে বলিতে বলিয়াছেন না আমাকে ও সংবাদ দিয়াছেন, আমি কৌশলে টের পেয়ে আপনাকে বলিতে আসিয়াছি, তিনি আমাকে দোকান দেখিতে বোলে গেছেন, আমি তো আপনার কাছে দোকান দেখিতেছি, টের পেলে এখন গাএর মতন হবে।

শি—তবে উপায় কি?

ধা—আজ্ঞা এর উপায় তো আর কিছু দেখি না,

তবে মামা ফিরে এলে যদি কিছু বাহির করিতে পারি তবেই হইতে পারে এক্ষণে আমি আসি, মামা এসে যদি দোকানে না দেখিতে পান তা হোলে আর আস্ত রাখিবেন না।

শি—আচ্ছা এস কিন্তু আর কোন সংবাদ পেলে অমনি আমাকে আসিয়া বোলো দেখ কোন দেরি কোরো না।

ধানি মাথা চুল্কাইতে২ কহিল "আজ্ঞা তা ভুলিব না। তবে কি না সুদু হাতটায় ফিরে যাবো কিছু দিলে চাদরের কোণে একটা গের দিতাম তা হোলে আর ভুলিতাম না শিবশঙ্কর কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "হাঁ তা হইলে বড় মন্দ হয় না তবে সুদের হিসাবে কিছু লও" বলিয়া পঞ্চটী দুআনী বাহির করিলেন ও একটী ধানির হস্তে দিলেন।

ধা—"আজ্ঞা হাঁ আপনি বেস বলিয়াছেন, সুদ অন্দরে হইল, কিন্তু তবে যদি সুদই দিলেন, তরবালের খরচা অন্দরে কিছু দিবেন না?

শি—তরবালের খরচা আবার কি?

ধা—আজ্ঞা মুটে ভাড়া ও গুদাম ভাড়া।

শি—আচ্ছা এই লহ বলিয়া আর একটী দিলেন।

ধানি গ্রহণ করিয়া কহিল "আজ্ঞা খাবার অন্দরে কি কিছু দিবেন না?"

শি—খাবার অন্দরে আবার কি, কিছু মিঠাই খাবে?

ধা—আজ্ঞা তা নহে আপনি যে চুমাটা খেলেন তার অন্দরে কিছু দিবেন না?

শিবশঙ্কর বাবু হাস্য করিয়া কহিলেন, "হাঁ হাঁ অবশ্য তার অন্দরে পাবে বৈ কি" আর একটী দিলেন।

ধা—আজ্ঞা এত একটীর দর দিলেন আর একটীর ?

শি—আর একটী আবার কি, ঐ হয়েছে সেটী ফাউ।

ধা—আজ্ঞা আমরা গরিব কারবারি লোক আগে ফাউ দিলে বাঁচিব না সেটীর দর দিন শেষে ফাউ দিয়ে যাবো।

শি—না তোমার আর ফাউ দিতে হবে না, সেটী ফাউ ওর জন্য আমি আর কিছু দিব না।

ধা—আজ্ঞা দিবেন না? আচ্ছা আমি এখন সুমতী দিদিকে বোলে দিব যে আপনি যার তার গালে ফাউয়ে চুম খান।

শিবশঙ্কর বাবু "কি বলিবি বাঁদর" বলিয়া এক চপেটা ঘাত করিয়া "এই নে" বলিয়া আর একটীও দিলেন; হস্তে আর একটী রহিল পরিহাস ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ধানি আর একটী আছে, আর কি অন্দরে বল দেখি "আজ্ঞা ওটী আর কি দিবেন দিন অন্দরে" বলিয়া হস্ত হইতে শেষ দুআনিটী লইয়া চম্পট দিল, শিবশঙ্কর বাবু "কৈ ধানি ফাউ দিলে না" ধানিরাম "আজ্ঞা সে শেষে দিব বলিয়া গমন করিল।

শিবশঙ্কর বাবু বসিতে যাইতেছেন এমত সময় আবার ধানিকে পুনরাগমন করিতে দেখিয়া দাঁড়াইলেন, ধানি নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি ধানি" "আজ্ঞা ফাউ ভুলে গিয়াছিলাম তাই দিতে এলাম" কৈ দেহ বলিয়া শিবশঙ্কর বাবু হস্ত প্রসারণ করিলেন, "আজ্ঞা ও নহে

বলিয়া সরিয়া গিয়া ধানি কহিল, "শুনুন, মাধবলাল আর মামা দুইজনে দিনের বেলায় আর কোথায় যাবেন, হয় জগন্নাথের বাটী নয় নগর বাহির, কিন্তু দিনের বেলায় নগর বার হন নাই জগন্নাথের বাটীতে গিয়াছেন আমার বেস বোধ হইতেছে"।

শিবশঙ্কর বাবু কহিলেন "ঠিক বোলেছ দিনের বেলায় ফটক পার হতে গেলে ধরা পড়িবার সম্ভব, মনোহর এমত অজ্ঞান নহে যে মাধবকে লইয়া দিনের বেলায় রাস্তায় চলিবে অবশ্য জগন্নাথ সিংহের বাটিতে সুমতীর নিকট দেখা করিতে গেছে বোধ হয় দিন থাকিবে তখন রাত্রে যা হয় করিবে, তবে চল আমরা সেই খানে যাই"।

"আজ্ঞা আপনি যান আমার যাওয়া হবে না, মামা টের পেলে আর আস্ত রাখিবেন না, আপনি একলা যান আর ভুলেও যেন আমার নাম করেন না, এখন আমি আসি বেলা হোল" বলিয়া ধানিরাম নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

শিবশঙ্কর বাবুও অসি চর্ম্ম লইয়া চাদরে মুখাবৃত করিয়া একক বাটীর বাহির হইলেন।

রাধার বঁধু তুমি হে, আমি চিনেছি তোমায় শ্যামরায়।
রাজার বেস ধোরেছ হে মথুরায়॥ * * * *
এত অন্বেষণ, করিয়া মোহন, দরশন পেলেম ভাগ্যোদয়।
* * *———

নিতাই দাস।*

প্রথমে কথিত হইয়াছে যে মনোহর ও মাধবপ্রসাদ মনোহরের দোকান হইতে বাহির হইলেন ও তাঁহারা কি করিলেন তাহা এক্ষণে বলা বিধেয়—

মনোহর অগ্রসর হইল—মাধবপ্রসাদ ২০০ দুই শত হস্ত পশ্চাতে চলিলেন। মনোহর জ্ঞাত ছিল যে মাধবপ্রসাদ জগন্নাথ সিংহের বাটীর পথ অবগত আছেন, সুতরাং কোন ভাবনা নাই—হন্২ করিয়া জগন্নাথের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া করাঘাত করিল। জগন্নাথ রাজার এক জন পুরাতন কর্ম্মচারি—রাজা শুক্রসেন জীবিত থাকিতে২ রাজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিল, নিঃসন্তান স্ত্রীপুরুষ ভিন্ন আর কেহই ছিল না, যৎকিঞ্চিৎ যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিল তাহাতেই সুখে কালযাপন হইত—বাটী দুমহল সম্মুখে একটী দালান ও তাহার শেষে একটী কামরা—অন্দর চক মিলান ছয়টী ঘর আছে কিছুরি অপ্রতুল নাই।

জগন্নাথ প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া দালানে বসিয়াছে এমত সময়ে দ্বারে করাঘাত শ্রবণ করিয়া "কেও" বলিয়া দ্বারের নিকট আসিল, মনোহরের শব্দ পাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল এবং মনোহর প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাটীতে আর কেহ আছে"?

"কৈ না আর কেহ নাই" জগন্নাথ উত্তর করিল—

"তবে দ্বার অনবরুদ্ধ রাখিয়া সরিয়া আইস" বলিয়া মনোহর জগন্নাথের হস্ত ধরিয়া অন্তরে আনিল, মাধবপ্রসাদ আসিয়া প্রবেশ করিলেন অমনি মনোহর দ্বার রুদ্ধ করিয়া কুটারির দিকে আহ্বান করিল।

জগন্নাথ "এ আবার কে" ভাবিতে২ তাহাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন সকলে গৃহে প্রবেশ করণানন্তর গাত্রের বস্ত্র ফেলিলেন—জগন্নাথ মাধব বাবুকে চিনিতে পারিয়া মনে২ ভাবিল "কোথায় সংসার ত্যাগ করিয়া কাশী বাসি হইব মনে করিয়াছিলাম তা না হোয়ে সুমতী দিদি—তার উপর লালমাধপ্রসাদ—গোদের উপর বিষ ফোড়া, অপঘাতটা কপালে আছে, কোতয়ালের হাত ছাড়াতে পারিলাম না" যা হবার হবে স্থির করিয়া মাধবলালকে প্রণাম করিল।

মাধবলাল উপবেশন করিয়া উভয়কে বসিতে কহিলেন উভয়ে উপবেশন করিলে পর মাধবলাল নগরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

মনোহর কহিল "আজ্ঞা নগরের বার্ত্তা যেমন হইয়া থাকে তেমনি "বামুন গেল ঘর তো নাঙ্গল তুলে ধর" আপনি হেতা হইতে প্রস্থান করিলে দু এক দিন লোকে কানা ঘুসা করিয়া স্ব২ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইল তাহার পর রাজা হনুমন্ত সিংহের রাজ্যাভিষেক নিমিত্ত মহারাজ পাটলীপুত্রেশ্বর আপন গুরুকে পাঠাইয়া দিলেন।"

"মহারাজ কাহাকে পাঠাইয়া দিলেন বলিলে?" মাধব আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আজ্ঞা মহারাজার গুরু পণ্ডিত রঘোনাথজীকে পাঠাইয়াছিলেন"

মাধব—"বল কি ঠিক জান"।

"আজ্ঞা আমরা তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি"।

মাধব ক্ষণেক স্তব্ধ রহিয়া কহিলেন "বটে তবে এত দিনে আমার শত্রুর নাগাল পাইয়াছি"।

মনোহর আশ্চর্য্য হইয়া মাধবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ্ঞা শত্রু কি"?

"এর পর বলিব এক্ষণে তোমার সংবাদ অগ্রে শুনি বল"—মনোহর পুনশ্চ আরম্ভ করিল "হনুমন্তের রাজ্যাভিষেকে বড় ধূম হইয়াছিল নগরবাসী সকলেই উৎসবে মত্ত হইয়াছিল, আপনাকে যেন একেবারে ভুলিয়া গেছে এমত বোধ হইল। তার পর তিন মাস হইল আপনকার মৃত্যু সংবাদ প্রচার হওয়া অবধি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া গেছে, বোধ করি আপনাকে দেখিলে চিনিতে পারে কি না সন্দেহ স্থল। কিন্তু একটী সুবিধা হইয়াছে হনুমন্ত এক্ষণে অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, নগরে একটী সুন্দরী স্ত্রী থাকা ভার হইয়াছে লোকে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে, এমত কি আমার বোধ হয় আপনি যদি কিঞ্চিৎ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আসিতে পারেন তাহা হইলে কি হয় বলা যায় না।

মা—"বটে কিন্তু নলন্দা আর রাজগৃহ কি চুপ করিয়া থাকিবেন?"

ম—"আজ্ঞা তার ভয় নাই তাঁহারাও এই সকল শুনিয়া

অত্যন্ত বিরক্ত আছেন বিশেষতঃ নলন্দা তো অত্যন্ত বিরক্ত আছেন। তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা যে শিবশঙ্কর বাবুর মোহিনী দিদির সহিত বিবাহ হয় কিন্তু পাণ্ডাজী ও রাজগৃহের পুরোহিতে একত্র হইয়া হনুমন্তের সহিত বিবাহ দিবার অত্যন্ত চেষ্টা পাইতেছেন।

মাধমলাল মোহিনীর নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর তার পর, এখন কি স্থির হইয়াছে?" "আজ্ঞা এখন তাহার কিছু স্থির হয় নাই রাজ্ঞী এ বিবাহে অত্যন্ত বিমুখ আর রাজারও তেমত ইচ্ছা নাই; তাঁর ইচ্ছা শিবশঙ্কর বাবুর সহিত দিবেন মনে ইচ্ছা কিন্তু শিবশঙ্করের ইচ্ছা নাই তিনি এদিগ ওদিগ করিয়া কাটাচ্ছেন।"

মা—"কারণ জান"।

ম—"আজ্ঞা তাঁহার ইচ্ছা যে আমাদের মতি দিদির সহিত বিবাহ হয় বোধ হয় তাই ওদিগে মন নাই"।

মা—"তবে তিনি মতিকে বিবাহ করেননি কেন, তা হোলে তো বেস হইত?"

মনোহর কহিল "আজ্ঞা তাহার অনেক কারণ আছে চতুরজী পাণ্ডা শিবশঙ্কর বাবুকে কহিয়াছিলেন যে তিনি সুমতী দিদির সহিত বিবাহ দিতে পারেন যদি তিনি জগৎমোহিনীর সহিত বিবাহ না করেন, কিন্তু শিবশঙ্কর বাবু তাহাতে অস্বীকার হইলেন তিনি কহিলেন যে তিনি দুই জনকে বিবাহ করিবেন সুতরাং পাণ্ডাজীর সহিত বিবাদ হইল, পাণ্ডাজী তাহার মন্দ করিবার মানসে সুমতী দিদিকে

কাম রূপের সহিত বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া সুমতী দিদী আমাদের বাটীতে পলাইয়া আসিয়া লুকাইয়া রহিয়াছেন—আমাদের সংবাদ শেষ হইল এক্ষণে আপনার সংবাদ শুনিতে ইচ্ছা করি—”

এমত সময় দ্বারে করাঘাত শব্দ তাহাদিগের কর্ণগোচর হইল সকলেই চমকাইয়া উঠিলেন স্ব২ অস্ত্রে হস্তার্পণ করিয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, মাধবলাল জগন্নাথকে গমন করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিতে কহিলেন—এমত সময় বহির্দ্দেশ হইতে দ্বার-ঘাতক কহিলেন “জগন্নাথ২ দ্বার খুল আমি শিবশঙ্কর” জগন্নাথ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাটীর দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। শিবশঙ্করবাবু বাটীতে প্রবেশ করিয়া কহিলেন “জগন্নাথ দ্বার রুদ্ধ কর তোমার সহিত আমার কিছু কথা আছে”। জগন্নাথ উত্তর করিলেন, “আজ্ঞা তবে চলুন আমি আপনার সহিত গমন করিতেছি”। শিবশঙ্কর মৃদু হাসিয়া জগন্নাথকে আস্তে২ কহিলেন “নাহে আমি এই খানে তোমার সহিত কথা কহিব, অপর এক জন ব্যক্তি তোমার নিকট আজ আসিয়াছেন তাঁহার সহিত আমার কিছু কথা আছে” বলিয়া জগন্নাথের মুখ প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, জগন্নাথ থতমত খাইয়া কহিলেন “আজ্ঞা আর কেহতো আজ হেথায় আসেন নাই, এমত সময় গৃহের অভ্যন্তর হইতে মাধব বাবু শিবশঙ্কর বাবুকে ডাকিলেন। শিবশঙ্কর বাবু জগন্নাথকে দ্বার রুদ্ধ করিতে কহিয়া গৃহের ভিতর আসিলে মাধবলাল আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ভাই চিনিতে পার ?”

"বলেন কি অগ্রের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়াছেন বলিয়া কি এত প্রভেদ হইয়াছে যে চিনিতে পারিব না" শিবশঙ্কর বাবু উত্তর করিলেন—উভয়ে উপবেশন করিলেন।

শিবশঙ্কর বাবু মাধবলালকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভাই তোমাকে দেখে আমি যে কত সুখী হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু যে দিন তোমাকে বিহারের সিংহাসনোপবিষ্ট দেখিব সে দিন কিবল ইহা অপেক্ষা সুখী হইব।"

মাধবপ্রসাদ মৃদু হাসিয়া কহিলেন "ভাই তোমাদের তো ইচ্ছার ক্রটি নাই তবে ঘটে কৈ—যদি শুদ্ধ ইচ্ছায় হইত তাহা হইলে ভাবনা ছিল কি? এখন হনুমন্ত যে শিকড় গেড়েছে তাহাকে তুলিতে শুদ্ধ ইচ্ছার কর্ম্ম নহে, আর যুদ্ধ করিলেও সহজে হইবার সম্ভব নাই, অনেক যুদ্ধ করিতে হইবেক, তত দূর আমার সামর্থ্য নাই ও উৎযোগও নাই।" সে যাহা হউক ভাই আমাতে আর তাহার জন্য দুঃখ নাই তবে সুমতীর একটা ঠিকানা হইলেই আমি স্থির হইয়া নাগা সন্ন্যাসীদের দলে যুটি—আর হো হো কোরে বেড়াইতে পারি না।"

"ভাই তবে যদি বলিলে তবে বলি, সুমতীর নিমিত্ত তোমার তো কোন ভাবনা নাই আমি এক জন পাত্র আছি, পাত্রস্থ করিলেই হয় আমি এত দিন সুমতী এখানে আছেন জানিয়াও আসি নাই। প্রদান করিবার লোক ছিল না, এক্ষণে আপনি শাস্ত্রমত অর্পণ করিতে পারেন,

তাহার আর কোন বাধা নাই কেবল তোমার অনুমতি অপেক্ষা।”

পরে মাধবলাল অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া কহিলেন “ভাই ইহার অপেক্ষা আর উত্তম কি আছে তবে কি না তোমার জেঠা মহাশয় কি বলিবেন, তাঁহার ইচ্ছা তো জগৎমোহিনী দেবীর সহিত বিবাহ দেন?”

শিবশঙ্কর বাবু আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “ভাই আমার সহিত এ গোপন ভাবতো আপনকার ভাল দেখায় না, জগৎমোহিনী দেবীর সহিত যদি বিবাহ হইতে পারিত তাহা হইলে এক দিনও বিলম্ব হইত না। আপনি মূল কারণ হইয়া ঘাড় নাড়িলে চলিবে না; সে সমস্ত কথা আমি জগৎমোহিনীর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি তাহা না হইলে ভাই তেমন কোনেতে অসম্মতি? ব্রহ্মার মন্দাগ্নি? আর যে আমার জেঠা মহাশয়ের কথা বলিতেছেন তাঁকে তো আপনি চিনেন, তাঁহার তো কিছুই স্থির নাই এই আমাকে কোলে করিতেছেন এই আমাকে তাড়াইয়া দিতেছেন কিন্তু কএক দিন হইল আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন, এই জরাসন্ধ মেলায় আমাকে রাজগৃহের অধ্যক্ষতা করিতে হইবে সুতরাং আমাকে না হইলে চলিবেক না; এক্ষণে যা বলিব তাহাতেই সম্মতি দিবেন তাহার কোন ভুল নাই—এক্ষণে আপনি দিন স্থির করিলেই হয়।” এই রূপ প্রকার কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল যে জরাসন্ধের মেলার পর দুর্দ্দান্ত সিংহের অনুমতি লইয়া মাধব বাবু তাঁহার ভগিনীকে শিবশঙ্কর বাবুকে সম্প্রদান করিবেন।

শিবশঙ্কর বাবু মাধবলালের সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার জন্য উৎসুক হওয়াতে লালমাধবপ্রসাদ কহিলেন তবে শুন—

“আমি প্রথমে রাজগৃহের মন্ত্রীর নিকট কিছু দিন লুকাইয়া থাকি, কিন্তু কর্ম্মবশতঃ তাহা প্রকাশ হইবার উৎযোগ হওয়াতে মন্ত্রী আমাকে ৺কাশীধামে পাঠাইয়া দিলেন” সেই স্থলে ফুলদাস ও মদনদাস নাগাদের সহিত দেখা হইয়াছিল।

শি—আর কিছু নহে।

মা—আবার কি ?

মনোহর জিজ্ঞাসা করিলেন “কোন্ নাগাদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল” মাধবলাল উত্তর করিলেন “কেন তুমি তো তাহাদের চেন, অদ্য প্রায় চার বৎসর গত হইল কয়েক জন নাগা সন্ন্যাসীদের বড় পীড়া হয় তোমাকে সঙ্গে লইয়া আমি দেখিতে যাই, কবিরাজকে দিয়া অনেক চিকিৎসা করাতে আরোগ্য হয় ইহারা তাহার মধ্যে দুই জন—”

ম—“আজ্ঞা এখন চিনিতে পারিয়াছি বলুন”—

“অনন্তর তাহারা আমাকে রাজ গুরু রঘুনাথজীর নিকট যাইতে পরামর্শ দেন আমি পাটলিপুত্রে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম আমার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত স্নেহ সহকারে রাজ সমীপে শুনাইবেন স্বীকার করিলেন, আমি প্রত্যহ গতায়াত করি, মিষ্ট বচনে সারেন, এমৎ সময় আমার পিতৃ বিয়োগের সংবাদ এক জন নাগার প্রমুখাৎ পাইলাম গুরুজীকে বলিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলাম তাহার পর যাহা হইয়াছিল

তোমরা সমস্ত অবগত আছ। এখান হইতে পুনরায় পাটলি পুত্র রাজ গুরুর নিকট গমন করিলাম তিনি আজ কাল কোরে ছয়মাস কাটাইলেন শেষে আমার সন্দেহ জন্মিল আমি তাঁহার নিকট আর না যাইয়া কৃপারাম রাজ মন্ত্রীর নিকট গতায়াত করিতে আরম্ভ করিলাম” “এক দিবস আজ ছয় মাস হইল আমি সন্ধ্যার সময় মন্ত্রীর বাটী হইতে ফিরিয়া আসিতেছি এমত সময় আমার পশ্চাৎ হইতে এক জন আমার মস্তকে যষ্ট্যাঘাত করিল, সেই আঘাতে জ্ঞান শূন্য হইলাম, যখন আমার পুনর্জ্ঞান হইল তখন দেখি যে আমার হস্ত নাড়িবার শক্তি নাই এক ভগ্ন মন্দিরে শুইয়া আছি ও কুলদাস নাগা আমার নিকট বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছে। ক্রমে আমি বল পাইলে স্বয়ং কুলদাসের ও অন্যান্য নাগাগণের প্রমুখাৎ শ্রুত হইলাম যে তাঁহারা যখন গ্রাম হইতে বাহির হইয়া আড্ডায় আসিতেছিল সেই সময় আমার গোঙ্গানি শব্দ শুনিয়া তাহারা নিকটে আসিয়া দেখাতে চিনিতে পারিয়াছিল ও তাহাদের আস্তানায় তুলিয়া আনিয়া ঔষধি লেপন করিয়াছিল। চারি দিবসের পর আমার জ্ঞান হয় ক্রমে তাহাদের শুশ্রূষায় আরোগ্য হইয়া পূর্ব্বমত বল পাইয়াছি কিন্তু কে যে আমাকে আঘাত করিয়া ঐ নগরের বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিল তাহার আমি কিছুই সন্ধান পাই নাই, এক্ষণে মনোহরের কথা শুনিয়া আমার রাজ গুরুর উপর সন্দেহ হইতেছে—আরও আমার মনে পড়িল, চতুরজী রাজগুরুর এক জন শিষ্য ও তিনি পিতাকে অনুরোধ

করিয়া তাহাকে পুরোহিত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন” এই কথা বলিয়া মস্তক হইতে উষ্ণীষ উত্তোলন করিয়া যষ্ট্যাঘাত চিহ্ন দেখাইলেন, সকলে দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন শিবশঙ্কর বাবু কহিলেন “এ চোট খেয়ে যে বেঁচে এসেছ এই ঢের বাবা! মাথার এধার ওধার সে যা হোগ ভাই আমার একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাস্য আছে যদি ইদিকে আইস বলি।” মনোহর ও জগন্নাথ ঐ কথা শুনিয়া কহিল, “আপনারা এই স্থলেই কথা কহুন্ আমরা অন্তরে যাইতেছি” বলিয়া গৃহ হইতে উঠিয়া গেল। তাহারা গেলে পর শিব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাই মন্দিরে যে ব্রহ্মহত্যা, হইয়াছিল সে ব্যাপার কি? আমার মনে অনেক দিবসাবধি অনুসন্ধিৎসা জন্মিয়াছে।” মাধবলাল অনেকক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া শেষে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “ভাই সে কথা বলিবার নহে তাই বলি নাই এক্ষণ আমার পিতা নাই যে তাঁহার মানের লাঘবতা জন্মিবে, এক্ষণে তোমাকে বলিতে দোষ নাই, তবে শুন। পণ্ডিত রামজী স্বামী আমাকে অবলোকিতেশ্বরের নিকট পুত্র কামনা করিয়া রাত্রে হত্যা দিলে কি প্রকারে পুত্র জন্মে তাহার বিষয় এক দিবস বলিয়াছিলেন, আমার শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান হইয়াছিল।”

শিব বাবু কহিলেন “সে কি তর”—

মাধবলাল উত্তর করিলেন, “ভাই সব শুন তাহা হইলেই জানিতে পারিবা, তার পর যে দিবস ঐ ব্যাপার ঘটে সেই রাত্রে আমি সন্ধ্যার আরতি দর্শন করিতে গিয়া-

ছিলাম, সেই স্থলে শ্রবণ করিলাম যে আমার বিমাতা সেই রাত্রে পুত্র কামনায় হত্যা দিবেন, "আমার মনে বড় সন্দেহ জন্মিল আমি মন্দির হইতে বাহির হইয়া মনোহরকে সেই স্থলে দাঁড়াইতে কহিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া পুনর্ব্বার বাহির দিয়া মন্দিরের চকে প্রবেশ করিলাম, মন্দিরের ভিতর কার গুপ্ত পথ সমস্ত জানি সুতরাং অক্লেশে ভিতরে প্রবেশ করিলাম রাম স্বামী আমাকে বলিয়াছিলেন যে পাণ্ডার বাস স্থান হইতে মন্দিরে যাইবার এক গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে তিনি সেং পথ বলিয়া দিয়াছিলেন আমি সেই অনুযায়ীক গমন করিয়া এক ক[illegible] নির্ম্মিত দালানে উপস্থিত হইলাম" আমি সমস্ত পাণ্ডার পুরী বেড়াইয়াছি কিন্তু ও দালান কখন দেখি নাই দালানের দুই পার্শ্বে দুইটী করিয়া প্রস্তর নির্ম্মিত ঘর আছে এমত বোধ হইল তাহার একটীর ভিতর যেন পাণ্ডাজী কথা কহিলেন।"

"আমি একটী স্তম্ভের পার্শ্বে লুকাইয়া রহিলাম কিয়ৎ-ক্ষণ পরে এক জন লোক গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল সে চলিয়া গেলে পর পাণ্ডাজী এক দীপ হস্তে করিয়া বাহির হইলেন চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া একটী গুপ্ত দ্বার খুলিলেন, প্রদীপ লইয়া তাহার অভ্যন্তরে গেলেন আমিও পশ্চাৎ২ গমন করিলাম স্বল্প দূর গিয়া এক সোপান, সেই সোপান দিয়া নিম্নে গমন করিলেন, আমিও চলিলাম ক্রমে পাণ্ডাজী এত শীঘ্র চলিয়া গেলেনযে আমি অন্ধকারে পড়িলাম হাতাড়িয়া চলিলাম হেতায় হাত দি হোতায় হাত দি কিছুই দেখিতে পাই নাই শেষে একটুকু আলোক

দেখিতে পাইলাম তাই লক্ষ করিয়া এক ঘরের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ঘরে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে চারিদিকে মুখষ, পাটের দাড়ি, জটা, ত্রিশূল, প্রভৃতি শিব সাজিবার জন্য আয়োজন রহিয়াছে আমি যেমন অগ্রসর হইব ত্রিশূল পদে ঠেকিয়া দিয়ালে পড়িলাম সে দিয়াল নহে গুপ্ত দ্বার, খোলা ছিল আমার ভার ধড়াশ করিয়া খুলিয়া পড়িল, অমনি একটী স্ত্রীলোকের ভীত কণ্ঠ ধ্বনি হইল, পাণ্ডাজী "কেরে ও" বোলে আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন আমিও দাঁড়াইলাম, গৃহ দেখিয়া অনুভব করিলাম, যে এই সে মন্দিরস্থ হত্যাদিবার গৃহ ; আমরা মন্দির দিয়া অনেকবার তাহার ভিতর ঢুকিয়াছি। বসনাবৃত একটী স্ত্রীলোকও নয়ন গোচর হইল মনে বড় রাগ জন্মিল ত্রিশূল আমার পদতলে পড়িয়াছিল, তুলিয়া পাণ্ডার মস্তকোপরি কিত্রিম জটে মারিলাম পাণ্ডা বাপ বলে ভূমে পড়িল, স্ত্রীলোকটী চিৎকার করিয়া উঠিল, বাহিরেও গোলযোগ শুনিতে পাইলাম অবসর বুঝিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া মন্দিরের ভিতর পড়িলাম, এমত সময় ঐ পূজারী ব্রাহ্মণ আমাকে ধরিল ইত্যবসরে পাণ্ডাজী উঠিয়া অসি হস্তে করিয়া দ্বার দিয়া বেগে নির্গত হইয়া আমাকে লক্ষ করিয়া আঘাত করিল, আমি তাহা দেখিতে পাইয়াছিলাম পূজারীকে ফিরাইয়া ধরিলাম, পূজারীর গল দেশে পড়িয়া মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল। আমি বাহির হইবার সময়ে ত্রিশূল হস্তে করিয়া বাহির হইয়াছিলাম আমি তাহা তুলিয়া পুনর্ব্বার পাণ্ডার মস্তকে আঘাত

করিলাম পাণ্ডাজী পুনর্ব্বার ভূতলে পতিত হইলেন, আমি ঐ অবসরে পালাইবার চেষ্টা পাইলাম প্রায় নিরুৎবিঘ্নে মন্দিরের দ্বার অবধি আসিয়াছিলাম এমত সময়ে আমার বিমাতার এক জন রক্ষক ধরিল, আমাকে চিনিতে পারিয়া ছাড়িয়া দিল। এই ব্রহ্ম হত্যার ব্যাপার আমি আপনাকে বাঁচাইতে কি পিতার অকলঙ্ক কুলে কালি দিব এই নিমিত্ত ও বিষয়ের কোন উল্লেখও করি নাই,—এক্ষণে আমার কথা সমাপ্ত হইল। কিন্তু ভাই জগৎমোহিনী তোমাকে কি বলিয়াছিলেন বল দেখি।”

শিব বাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন “যদি না রাগ কর তবে বলি আপনার গমনের পর আমার সহিত বিবাহ স্থির হইল, বলিতে কি ভাই আমার যে বড় অসম্মতি ছিল এমত নহে, তেমত সুন্দরী লাভ করিবার কার অনিচ্ছা তবে কপালে ঘটিলে হয়! সে যাহা হউক আমি তখন রাজগৃহে থাকিতাম এক দিন আমাকে এক জন দাসী আসিয়া বলিল যে মোহিনী দেবী ডাকিতেছেন আমি শুনিবা মাত্র এক তিল বিলম্ব না করিয়া তাহার সহিত চলিলাম। আমার রাজবাটীর কোন স্থলে যাইতে বারণ নাই মোহিনী দেবীর নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখি তিনি গাণ্ডে হস্ত দিয়া স্থিরভাবে বসিয়া আছেন, আমাকে দেখিয়া বসিতে বলিলেন, দাসীকে অন্য ঘরে যাইতে কহিলেন, দাসী অন্য ঘরে গেলে তিনি মস্তক নত করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন, কি বলিবেন২ এমত ইচ্ছা কিন্তু লজ্জায় বলিতে পারিতেছেন না দেখিয়া আমি কহিলাম আমার অন্য

শুভাদৃষ্ট বশতঃ আপনকার দেখা পাইলাম। মোহিনী আ- শ্চর্য্য হইয়া আমার মুখ প্রতি চাহিলেন, হটাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,"আমাকে ভাল বাস?"—আমি চমকিয়া উঠিলাম, স্ত্রীলোকে এমন কথা কখন জিজ্ঞাসা করে না, ব্যাপার কি— সে যাহা হউক এক্ষণে উপযুক্ত উত্তর দিতে হইবে ভাবিয়া যত ময়ূর চকোর বৃষ্টি মেঘ পদ্ম ভ্রমর মনে ছিল চক্ষু বুজিয়া বলিয়া চলিলাম মোহিনী আমার প্রতি ক্ষণেক ফ্যালং করিয়া চাহিয়া হস্ত ঈঙ্গিত দ্বারা আমাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন "আমি তাহা বলিতেছি না"—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তবে কি বলিতেছেন" তিনি কহিলেন, "আমাকে বিবাহ করিও না, আমাকে যে বিবাহ করিবে সে আমার মৃত্যু দেহের সহিত বিবাহ করিবে।"

আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি উত্তর করিলেন "আমি অন্য এক জনের পরিণীতা আর এক জনকে কি প্র- কারে বিবাহ করিব। আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম সে কি তবে আপনকার পরিণয় চিহ্নত কিছুই নাই সিন্দূর নাই,—আর কাহার সহিত বা পরিণয় হইল'—তিনি উত্তর করিলেন, "যদি পরিণয়ের চিহ্ন পরিতে পারিতাম তাহা হইলে আর আপনাকে লজ্জা খাইয়া এসব কথা বলিতাম না আর পিতা মাতাকে যদি বলিতে পারিতাম তাহা হইলে এ বিবাহের আর স্থির হইত না, যা আমার কপালে লেখা আছে তাহাই হইবেক এক্ষণে আমার আপনকার নিকট এই ভিক্ষা যে তুমি কোন উপায় করিয়া আমাকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর তাহা

না হইলে আমাকে আত্মঘাতিনী হইতে হইবেক” বলিয়া, হাত জোড় করিতে আরম্ভ করিলেন দেখে আমার মনে বড় দুঃখ হইল, অমন কোনের আশা ছাড়িলাম জিজ্ঞাসা করিলাম, “মোহিনী কার সহিত পরিণীতা হইয়াছ আমাকে বল আমি প্রাণপণে আপনকার কার্য্য করিতে চেষ্টা পাইব আর আমি যেমন কোরে পারি এ বিবাহ রদ করিব তোমার কোন ভাবনা নাই আমাকে বল।”

মোহিনী অনেক্ষণ পরে নম্রমুখী হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন “লালমাধবপ্রসাদ”—এখন ভাই সব তো শুনিলে এক্ষণে এমন করে ডুব দিয়া জল খাইয়া সন্ন্যাসী হইতে চাহ,—সে যাহা হউক, ভাই তোমার জন্য আমার একটী কোনে গেছে এক্ষণে আমাকে একটী জুটিয়ে দেহ—তাহাতে না বলিলে শুনিব না—”

মাধবলাল হাস্য করিয়া কহেলেন, “আচ্ছা শিব বাবু সুমতীর সহিত তো তোমার বিবাহ স্থির ছিল, তাহার পর মোহিনীর সহিত বিবাহ করিতে গিয়াছিলে, দুই জনকে কি বিবাহ করিতে?” “তাকি ছাড়িতাম আপনার বোধ হইতেছে? আমাকে এত দিন চিনিয়া কি এই জ্ঞান হইয়াছে অমন এক শতটী পাইলে একশটীই বিবাহ করিতাম” শিব বাবু উত্তর করিলেন—

তবে ভাই তোমার সহিত সুমতীর বিবাহ দেওয়া যুক্তি সিদ্ধ নহে।

“আজ্ঞা না না এমন ভাবিবেন না, এক্ষণে আমি বহু

বিবাহের বিপক্ষ” তবে কি না অমন সুন্দরী কোনে দেখিলে কোন্ ভেড়ার নোলা না সক২ করে” ?

এমত সময় মনোহর আসিয়া কহিলেন “অনেক বেলা হইয়াছে অনুমতি হয় তো বিদায় হই শিব বাবু এই কথা শুনিয়া তিনিও বিদায় লইয়া কহিলেন “আমি কল্য নলন্দয়া যাত্রা করিতেছি আমার নিকট থাকিলে কোন ভাবনা থাকিবে না, আমার মতে হেথায় অনেক বিঘ্নের সম্ভাবনা, আর দুজনের থাকা উচিত হয় না, সুমতী অন্দরে অক্লেশে থাকিতে পারিবেন, কিন্তু আপনিত অন্দরে সমস্ত দিন থাকিতে পারিবেন না, আমার একান্ত ইচ্ছা যে আপনি আমার সহিত নলন্দায় অবস্থিতি করেন”।

মাধবলাল ক্ষণেক ভাবিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন, শিবশঙ্কর বাবু ও মনোহর দুজনে বিদায় লইয়া গমন করিলেন, মাধবলাল অন্দরে সুমতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

মনোহর পথে যাইতে২ শিবশঙ্কর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল “মহাশয় মাধব বাবুর সম্বাদ আপনাকে কে দিল” শিব বাবু হাস্য করিয়া কহিলেন যে দিগ না কেন তোমার তাতে আবশ্যক কি, কিন্তু ঘরে গিয়া গোলমাল কোর না” মনোহর উত্তর শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিল, কিন্তু ধানি যে কি প্রকারে চিনিতে পারিল তাহা স্থির করিতে পারিল না, তেমাথা পথে আসিয়া মনোহর নমস্কার করিয়া স্বীয় ভবনে গমন করিল, মনোহর বাটীতে আসিয়া ধানিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"ধানি তুমি দোকান ছেড়ে কোথায় গিয়াছিলে"।

এইকথা বলিতে না বলিতে ধানি বুঝিতে পারিয়া মাথা চুল্কাইতে২ জিজ্ঞাসা করিল "কেন কি হইয়াছে"।

"তোমার মাথা হইয়াছে বাঁদর শিব বাবুকে কে খবর দিলে" বলিয়া ধানির চুল ধরিয়া মনোহর টানিল।

ধানিরামের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কখনই যায় না, তৎক্ষণাৎ কহিল "আজ্ঞা শিবশঙ্কর বাবু কি তা আমি কিছুই জানি না, কেবল চঞ্চলা রাজকুমারীর দর দিতে এসেছিল। আর তার জন্য তেমনি কয়েকটী টীপ চাহিয়াছে"। মনোহর চঞ্চলার নাম শুনিয়া গদ২ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে২ চঞ্চলা এসেছিল তা তুই টীপ দিলিনি কেন ঐ যে ঐ খানে ঐ কৌটার ভিতর টীপ ছিল" বলিয়া ধানিকে দেখাইবার নিমিত্ত ঘাড় ফিরাইলেন, ধানি কথাটা উড়াইয়াছি ভাবিয়া অঙ্গ ভঙ্গ করিয়া মুখ বিকৃতি করিল, দুর্ভাগ্য বশতঃ মনোহর দেখিতে পাইল, "তবেরে লক্ষ্মীছাড়া আমার সঙ্গে ঠাট্টা" বলিয়া এক লম্ফ দিয়া ধানিকে ধরিতে গেল, ধানি বাগাইয়াছিল চকিতের মধ্যে দুই লম্ফ প্রদান করিয়া উঠানের প্রাচীরের উপর গিয়া বসিল।

"নাব লক্ষ্মীছাড়া তোকে আজ মেরেই ফেলিব" বলিয়া মনোহর উঠানে দাঁড়াইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল, কে শ্রবণ করে, ধানি প্রাচীর দিয়া গমন করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যোগ করিল, মনোহর ভাল চিনিত, হাত জোড় করিলে ধানির নিকট কথা পাওয়া যায়, জোরের কেহ নহে, মিষ্টতাতে বস, রাগ সম্বরণ করিয়া কহিল,

আয় বাঁদোর আর পালাতে হবে না, কিছু বলিব না নেবে আয়।

ধানিরাম প্রাচীরের উপর হইতে উত্তর করিল "না আমি যাব না আপনি মারিবেন"।

"না না আমি মারিব না, বেলা হইয়াছে আয় খেতে যাই" "আজ্ঞা তবে মারিবেন না"—"না আয়" বলিয়া মনোহর গৃহ প্রবেশ করিল, ধানিরাম গুড়২ করিয়া নিকটে গেল, মনোহর অতি গম্ভীরস্বরে কহিল, "ধানি তোর কি আর কোন বুদ্ধি হইল না, তুই যে বাঁদর শিব বাবুকে মাধবলালের সংবাদ দিয়ে এলি সে যদি শত্রু হইত তবে যে আমাদেরও মাথা থাকা ভার হইত—এমত কার্য্য আর কখন কোর না, দেখ,—এখন এস আহার করিগে" বলিয়া উভয়েই আহার করিতে গেল,

---

আমার অন্তরেতে বিরস বিষাদ।
মুখে হেসে কথায় কত কোর্ব্ব রে আহ্লাদ॥
আমি মনে করি হাসি সই, বোবের হাসি হেসে রোই,
মুখে হোতে মুখের হাসি বেরয় না—

রাম বসু।

রাজগৃহ কুশাগ্রপুর কিম্বা গিরিব্রজরাজা মহারূহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র স্থাপন করেন, রাজা জরাসন্ধ বৃহদ্রথ বংশীয় শেষ রাজা। শ্রীকৃষ্ণ ভীম সহকারে জরাসন্ধকে বধ করিয়া নগর ভস্ম রাশি করিয়া যান—মহারাজ অজাতশত্রু যাহার রাজ্য কালীন বুদ্ধদেব আবির্ভূত হয়েন, তাঁহার পিতা শ্রীনিক ঐ নগরের এক ক্রোশান্তরে উক্ত নগরের মাল মসলা লইয়া আর একটী নগর নির্ম্মাণ করেন তাহার নামও রাজ-গৃহ রাখেন।

ঐ নগর মহারাজ কান্যকুব্জাধিপতি জয়পাল দেবের করপ্রদ মগধ রাজের অধীনস্থ নগর—রাজা মহিপাল দেব. নগর পঞ্চ কোণ গড় ও প্রাচীরে বেষ্টিত—দক্ষিণদিগে রাজ ভবন (সে কালীন ভূস্বামী অর্থাৎ জমিদারদের রাজা বলা হইত) উত্তরদিগে নগর—দুই পরিক্রমণের অভ্যন্তরে রাজ বাটী প্রথম পরিক্রমণের চারিদিগে গড়খাই। উত্তর আর দক্ষিণে দুই ফটকা অর্থাৎ দ্বার—একটী দ্বার গ্রামের মধ্যে আর একটী গ্রামের দক্ষিণের প্রাচীরে—দক্ষিণদিগে আম্র প্রভৃতি ফল বাগান। উত্তরদিগে রাজ কর্ম্মচারী প্রভৃতির বাস গৃহ সমুদয়—তাহার অভ্যন্তরে আর একটী গড়বন্দি পরিক্রমণ, উত্তরে সিংহদ্বার তাহাতে সংলিপ্ত রাজ বাটী

দক্ষিণে অন্তঃপুর ও পুষ্প উদ্যান, পুষ্প উদ্যানের একটী গুপ্ত দ্বার ছিল তাহা সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকিত—নগরের পশ্চিমে সরস্বতী নদী প্রবাহিতা।

রাত্রে অন্তঃপুরের একটী গবাক্ষ অনাবরুদ্ধ রহিয়াছে গৃহস্থিত প্রদীপের আলোক পুষ্প উদ্যানের পুষ্প চৌকায় পতিত হইয়াছে, দুইটী স্ত্রীলোকের ছায়া দৃষ্টি গোচর হইতেছে।

এমত সময় দুইটী লোক সেই স্থলে উপস্থিত হইল একটী যুবা আর একটী ছোকরা, আলোক দেখিয়া উভয়েই সঙ্কুচিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

যুবক মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "ধানি এই ঘরে দুই জনের ছায়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে কে কে একবার দেখিতে পার।"

ধানি উত্তর করিল, "আজ্ঞা পারি কিন্তু বোধ হই-তেছে এইদিগে মুখ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন টের পা-বেন।"

মা—"তবে উপায়"—"আজ্ঞা একটু সরিয়া দাঁড়ান দেখি, একবার বেএ চেএ দেখি" বলিয়া ধানিরাম দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গবাক্ষের নিম্নে উপস্থিত হইল, মাধব-লাল একটী বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া রহিলেন, ধানিরাম নিম্ন হইতে কিছুই শুনিতে পাইল না, চারিদিগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, কেহই কোথায় নাই, কোন প্রহরীকে দেখা যায় না, আস্তে২ হস্তপদ সহকারে প্রস্তর নির্ম্মিত ভিত্তিকা বাহিয়া গবাক্ষের মঞ্চে উঠিয়া বসিল, অতি

সাবধানে গৃহের অভ্যন্তরে যাহা হইতেছে দেখিতে লাগিল।

জগৎমোহিনী ম্লান বদনে গণ্ডদেশ হস্তে রাখিয়া পালঙ্কোপরি বসিয়া কি ভাবিতেছেন, এমৎ সময়ে তাহার প্রিয় সখী চঞ্চলা, নিকটে আগমন করিয়া ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণেক তাঁহার প্রতি চাহিয়া কহিল, "দিদীঠাকরুণ আপনি বেস মজার মানুষ, অন্য কেহ হইলে তাহার আজ মুখে হাঁসি ধরিত না; বিয়ের নামেই যদি এত ভাবনা, হোলে কি না হবে? ছি ওর নাম কি দিদি, গালের হাত নামাও" এই বলিয়া হস্ত গণ্ডদেশ হইতে নামাইয়া দিতে চেষ্টা পাইল; মোহিনী বিরক্ত ভাবে হস্ত ছাড়াইয়া চঞ্চলারদিগে পিছন করিয়া বসিলেন, মস্তকের বসন টানিয়া মুখাবৃত করিলেন।

চঞ্চলা এই ভাব ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি শশুরবাড়ির ঘোমটা অভ্যাস কোচ্ছ নাকি, সে এখন আপনি হবে তার জন্য এত কষ্ট করিতে হইবে না" বলিয়া নিকটে বসিয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া ফেলিল, মোহিনী দ্বিহস্ত দ্বারা মুখাবৃত করিয়া একটা পদ তুলিয়া তাহার উপর মস্তক রাখিলেন, চঞ্চলা হস্ত ধরিয়া কহিল "একি দিদীঠাকুরুন আজ তুমি এমন কোচ্ছ কেন, তোমাকে মা কি কিছু বলেছেন?" কোন উত্তর পাইল না, "কেহ কিছু বোলেছে?" কোন উত্তর নাই, "কাহার উপর রাগ হয়েছে" কোন উত্তর নাই, "কথা কনা দিদি আমার উপর কি তোমার বিশ্বাস নাই, কি হয়েছে কেন বল না"—

এমত সময় চঞ্চলার বোধ হইল মোহিনী কাঁদিতেছেন, "ও কি দিদি কাঁদ কেন, আমার মাথা খাও যদি না বল ?।"

মোহিনী মৃদুস্বরে কহিলেন চঞ্চলা তুইও জ্বালাবি আমি কি একটু কাঁদিতেও পাব না ?"১—"তোমার কি হইয়াছে বলিতে হইবে, সে কি রাজকুমারী আমাদের বলিবেন না তো কাকে বলিবেন, আমরা তোমার মুখ চাওয়া, তুমি কাঁদিলে কাঁদি তুমি হাসিলে হাসি, তোমাকে কাঁদিতে দেখিলে কি আমরা স্থির হয়ে থাকিতে পারি এখন সে কথা থাক্ কি হোয়েছে বলুন।"

মো—"কি বলিব।"

চ—"কাঁদছ কেন" মোহিনী একথায় তাঁহার চন্দ্রাস্য জানুসন্ধি হইতে উত্তোলন করিয়া চঞ্চলার নিকটে মনোগত ভাব প্রকাশ করিবেন মন করিলেন, কিন্তু লজ্জায় বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, পুনর্ব্বার বদন হস্তাবৃত করিয়া জানুসন্ধিতে রাখিলেন, চঞ্চলা তাঁহার ভাব বুঝিতে পারিয়া মস্তকে হস্ত দিয়া মস্তক উত্তোলন করিল "একবার ফিরে কোনে মুখ খানি তোল দেখি, মুখ খানি দেখি"—বলিয়া মোহিনীর পদ নম্র করিয়া ধরিল, নিকটে বসিয়া কহিল "দিদি কি বলিতেছিলে বলো না"—

মোহিনী—"কি বলিব।"

চ—"মা যে বর স্থির করিয়াছেন তোমার কি মনে ধরেনি ?" মোহিনী চঞ্চলার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় নম্র মুখী হইলেন চঞ্চলা একান্ত জেদ করাতে কহিলেন,

"না"—চঞ্চলা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল "তবে তাঁকে বল না কেন ?" মোহিনী ঘাড় নাড়িলেন।

চ—"কেন বলিতে লজ্জা করেন, আমি বলিব ?" মোহিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, "না, কিছু হবে না, তিনি এক প্রকার জানেন।"

চ—"যদি জানেন তো তোমার যার সঙ্গে মন নাই এমন সম্বন্ধ করিলেন কেন, যার সঙ্গে তোমার মন যায় তাহার সঙ্গে করিলে তো হইত, আমাকে বল আমি বোলিয়া দেখি।"

মো—"হবার যো নাই" বলিয়া মোহিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

চঞ্চলা আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়া কহিল, "সে কি গা দিদীঠাকুরুণ এমন কাকে মন দিয়েছ যে তার সঙ্গে বিবাহ হবার যো নাই, লোকটা কে"—

মো—"ভেবে নে না আমি বকিতে পারি না।"

চ—"শিবশঙ্কর বাবু।"—

মো—"না"—

চ—"আমাদের গ্রামের কেহ।"

মো—"না"—"তবেই তো দিদি গোলে ফেল্লে এখন কোথায় খুজি?" অনেক ভাবিয়া কোন স্থির না করিতে পারিয়া চঞ্চলা কহিল—"একটা ইসারা না দিলে তো পারি না, একটা ইসারা দিন্"—

মো—আচ্ছা "রাজার ছেলে"—

মো—"বিহার"।

চ—"এইবার হোয়েছে" বলিয়া উঠিল, কিন্তু মনস্তু হইল না, "বাঁদরের গলায় সোনার হার দিলে দিদি ?" বলিয়া ঘাড় নাড়িল শেষে মোহিনীর মুখ প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কহিল "হনুমন্ত" "দুর্ বাঁদরী" বলিয়া মোহিনী তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া ফিরিয়া বসিলেন—চঞ্চলার মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছিল, কিন্তু ভরসা করিয়া বলিতে পারিল না, মাধবলালের তিন মাস হইল মৃত্যু সংবাদ আসিয়াছে, কি কোরেই বা তার নাম করে, কিন্তু একান্ত জানিতে হবে তাহার সন্দেহ নাই এই স্থির করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "রাজার ছেলে বিহার গ্রাম, আচ্ছা এই অবধি ইসারা দিয়াছেন" আচ্ছা নামটী কি বলুন দেখি"—

মো—"আর নামে কাজ নাই অমনি বল।"

চ—"না দিদি, তা হবে না নামটী একান্তই বলিতে হবে।"

মো—"নাম কোত্তে নাই।"

চ—"আঃ দিদি একবার কোত্তে আছে" বলিয়া চঞ্চলা মোহিনীর চিবুক ধরিয়া কহিল "লক্ষ্মী দিদি" বলত একবার, পেঁড়া দিব, গুড় পাটালি দিব, হাতে শাঁকা দিব, মাথায় সিন্দূর দিব, বল, একবার বল।"

"আঃ হাভ নে আর তোর বাচালপনা কোত্তে হবে না" বলিয়া মোহিনী চিবুকের হস্ত সরাইয়া দিলেন।

চ—"আচ্ছা দিদি নাম কোত্তে হবে না, এখন যাঁদবের

বদলে মাধব তো বলিতে দোষ নাই তাতো বলিতে পার।”

মোহিনীর মন ক্রমে চঞ্চলার কথা চাতুর্য্যে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছিল কৌতুকাবিষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন, “যাদবের বদলে মাধব বলিলে তো হবে”—চঞ্চলা হুঁ দিল—“আচ্ছা তবে মাধব।”

চঞ্চলা মোহিনীর প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া এক একটী বর্ণ, স্পষ্ট করিয়া কহিল “কুমারমাধবপ্রসাদ।”

মোহিণীর মুখ পূর্ব্ববৎ ম্লান হইল, লোচন বারি পূর্ণ হইল, চঞ্চলার ভ্রম দূর হইল, কথা পাল্টাইবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিল “রাজকুমারী আজ সকালে রাণী মাকে “না মা সে সব মিছে কথা” কি বলিতেছিলে।”

মোহিনী দুঃখ সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “আজ সকালে ?”—চঞ্চলা হুঁ দিল “মা বলিতেছিলেন তিনি অনুদ্দেশ আর তিন মাস হইল তাঁহার মন্দ সংবাদ আসিয়াছে।”

চ—“তাঁহার কি কোন মন্দ হয় নাই ?”

মো—“না”

চ—“আপনি কেমন কোরে জানিলেন ?”

মো—“পরশ্ব তাঁহাকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।”

চ—“কোথায় ?”

মো—“তোমার মনোহরের দোকানের সম্মুখে।”

চঞ্চলা এতৎ শ্রবণে কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া কহিল, “ধানিদের দোকানের সম্মুখে, বটে ? তবে, বালাপোষ মুড়ি দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।”

মোহিনী কাঁদিলেন—“আপনাকে দেখে ফিরে গেলেন,

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম দিদি কি দেখিতেছ তুমি ঘোমটা টেনে ফিরে এলে।”

মোহিনী উত্তর করিলেন “হুঁ সেই তুমিত দেখেচ।”

চঞ্চলা কহিল “সেই হোতে পারে কিন্তু দিদি আমি তাঁর কিছুই দেখিতে পাই নাই কিবল বালাপোষ—আর দেখিতে পেলেই বা কি হোত আমি তাঁকে তো কখন দেখি নাই, কেবল নামই শুনিছি।”

মো—“উঁহুঁ একবার দেখেচ।”

চ-“আমি দেখেছি কৈ দিদি না।”

মো—“হুঁ সেই যখন পাতালেশ্বরী দর্শন করিতে যাই মন্দিরের ভিতর বড় ভিড় হয়, পাণ্ডা আমাদের দেখাবার নিমিত্ত ভিড় সরাতে গেলেন আমরা এক পার্শ্বে দাঁড়াইলাম সেই খানে দেখা হইয়াছিল ; তুমি এসে পড়িলে তিনি সরে গেলেন, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে কার সঙ্গে কথা কহিতেছিলে আমি কিছু বলিলাম না তুমি গিয়ে উঁকি মেরে আসিলে।”

চ—“সেই তিনি, আহা কি সুন্দর রূপ, কি নাক কি মুখ কি টানা চোক কি যোড়া ভুরূ, কি বুকের পাটা যেন কামদেব, আমার চোকে এখন লেগে আছে”—মোহিনী প্রিয়জনের প্রশংসায় তুষ্ট হইয়া ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, “ইস্ গোলে গেলি যে” চঞ্চলা উত্তর করিল “গোল্‌বো না দিদি আমার জিনি দিদীঠাকুরুণ তিনি সে রূপ দেখে গোলে গেছেন আমি দাসী কি ছার”—এমত সময় গবাক্ষ হইতে এই শব্দ হইল—“ও বাবা এ আবার কি”—

দুই জনেই চমকিয়া উঠিলেন এক জন পুরুষ বাতায়নে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখিয়া ভাঁউ মাঁউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ঐ শব্দের কারণ এই যে মাধবলাল ধানিরামকে গবাক্ষে অনেকক্ষণ বসিতে দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন, ধানিকে অনেক প্রকার ইঙ্গীত করিলেন, কিন্তু তাহার বোধ সূচক হইল না, অজ্ঞান হইয়া শুনিতেছে, শেষে মাধবলাল আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গবাক্ষের নিম্নে আসিলেন, তিনিও ভিত্তিকা বাহিয়া কিয়দ্দূর উঠিলেন, আর উঠিবার উপায় নাই, হস্ত চারিদিগে বুলাইলেন কোন প্রস্তরের ফাটাল কিম্বা যা কিছু সহকারে উঠিতে পারেন এমত বস্তু কিছু হস্তে ঠেকিল না, ধানিরাম গবাক্ষ মঞ্চে বসিয়া এক পদ ঝুলাইয়া দিয়াছিল, সেই পদ কিবল মাধবলালের হস্তে ঠেকিল, মাধবলাল সাপুটিয়া ধরিলেন, অকস্মাৎ কে চরণ ধারণ করিল ভ্রমে ধানিরাম "ও বাবা এ আবার কি" বলিয়া বলে বাতায়ন ধরিয়া দণ্ডায়মান্ হইল, স্ত্রীগণে চীৎকার ধ্বনি করিয়া উঠিল, মাধবলাল এই সকল শব্দ শ্রবণমাত্র ধানির পদত্যক্ত করিয়া শীঘ্র নামিতে চেষ্টা পাইলেন পদ ভঙ্গ হইয়া হুড়মুড় করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

ধানিরাম এই সকল দেখিয়া ভাবিলেন যে মহা বিপদ্, স্ত্রীগণের চীৎকার ও মাধব বাবুর পতন শব্দ যদি শুদ্ধান্তপালকদিগের কর্ণ গোচর হয় তাহা হইলে এক্ষণে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইবে, ধরা পড়িবার অত্যন্ত সম্ভাবনা,

স্ত্রীগণকে যদি না এক্ষণে স্থির করিতে পারি তবে বিষম সঙ্কট, এই ভাবিয়া ধানিরাম “ও চঞ্চলা চুপকর২ ভয় নাই আমি ধানিরাম” “ও দিদীরাণি আমি ধানিরাম চুপ করুন” বারম্বার এই প্রকার বলাতে চঞ্চলা চিনিতে পারিল, শীঘ্র গবাক্ষের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেও ধানি এত রাত্রে তুই হেতা কেন, কি হোয়েছে” বলিয়া গবাক্ষ দিয়া বহির্দ্দেশে দৃষ্টিপাত করিল, কএক জন রক্ষক সেই দিগে আসিতেছে তাহার নয়ন গোচর হইল, সর্ব্বনাশ এক্ষণে ধানিকে ধরিবে উপায় কি চঞ্চলা ধানির হস্ত ধারণ করিয়া “ঘরের ভিতর আয় ঘরের ভিতর আয়” বলিয়া গৃহাভিমুখে আকর্ষণ করিতে লাগিল ধানিরামও রক্ষকগণকে দেখিয়াছিল, “না না আমি পলাই তুমি শীঘ্র গবাক্ষ বন্ধ কর যেন আলো আসে না” বলিয়া হস্ত মোচন করিয়া এক লম্ফে নিম্নেনামিল, চঞ্চলা গবাক্ষ ধরিয়া অর্দ্ধ শরীর ঝুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল— “লাগেনিত” ছোট দোরের নিকট যেয়ো তাহার দক্ষিণে দেওয়াল ভাঙ্গা আছে সেই দিগ দিয়া পালাও”—

ধানিরাম “ভয় নাই গবাক্ষ বন্ধ কর” বলিয়া ছুটিয়া সম্মুখস্থ বৃক্ষমণ্ডলি মধ্যে প্রবেশ করিল, চঞ্চলা গবাক্ষ রুদ্ধ করিলে পুষ্প উদ্যান তিমিরাবৃত হইল—প্রায় আর কিছু মাত্র দেখা যায় না, ধানিরাম বৃক্ষচয় অভ্যন্তর হইতে মুখ বন্ধ করিয়া হুঁহুঁ স্বর করিল, ইঙ্গীত পাইয়া মাধবলাল ধানির নিকট উপস্থিত হইলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন, “উপায় কি ধানি রক্ষকেরা তো এসে পড়িল।”

ধানি কহিল "আজ্ঞা কিছু ভয় নাই ছোট দোরের দক্ষিণের প্রাচীর ভাঙ্গা আছে সেই দিক্ দিয়া আপনি পলায়ন করুন, এদের আমি ঘুরাইয়া উত্তরদিকে লইয়া যাইতেছি দেখিবেন যেন ছোট দ্বারের নিকট যান না।"

সেতো আমি পলালেম তোমার উপায় কি, শেষেত ধরা পড়িবে না ?

ধানিরাম "আজ্ঞা তার কোন ভয় নাই, দিন হউক বা রাত হউক আমাকে ছুটিয়া ধরে এভিন গ্রামে এমন কেহ নাই"—বলিয়া মাধবলালকে ত্যাগ করিয়া দ্রুত গমনে রক্ষকগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান্ হইল—রক্ষকগণ তাহাকে দেখিতে পাইয়া "ঐ যে—কেও—ধর্২ বলিয়া ধরিতে অগ্রসর হইল—ধানিরাম হিহি শব্দে হাসিয়া এক দৌড়ে তাহাদের পশ্চাতে পুনশ্চ হিহি করিয়া অট্ট হাস হাসিল, সকলে ফিরিয়া উত্তরদিকে ধাবমান্ হইল, মাধবলাল ক্ষণেক ধানিরামের লুকাচুরি দেখিলেন, আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল, দশ জন রক্ষকে তাহাকে ধরিতে পারিতেছে না, কখন অগ্রে কখন পশ্চাতে কখন ঝোপে কখন ফাঁকায় তড়িতের ন্যায় বেড়াইতেছে, এক জন রক্ষক "তীর মার বর্চ্ছা মার, ব্যাটাকে যেমন কোরে পার ধর বেটা বড় বজ্জাৎ" বলিয়া উঠিল, আর সকলে রাত্রে অস্ত্রক্ষেপণ নিষেধ করিল আপনা আপনি কাটা কাটী হইবার সম্ভাবনা।

মাধবলালের এই সকল দেখিয়াও শ্রবণ করিয়া ভরসা হইল যে ধানিরাম পালাইতে পারিবেক, আপনার পথ দেখিলেন যথার্থই দক্ষিণের প্রাচীর ভগ্ন হইয়াছে, সম্মুখে

গড়ে একটী প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে জল নাই, পার হইয়া আম্রবাগান দিয়া দ্বারের নিকট ধানির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ধানিরাম ক্ষণেক লুকাচুরি করিয়া দেখিল যে নিজে ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে, রক্ষকগণের দল বৃদ্ধি হইতেছে আর থাকা উচিত হয় না, এতক্ষণে মাধবপ্রসাদ নিশ্চয় পলাইয়াছেন এই স্থির করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণদিকে ধাবমান হইল, প্রায় প্রাচীরের নিকট পৌঁছিয়াছে এমৎ সময় দুই জন লুক্কায়িত রক্ষক সহসা আসিয়া ধর বোলে বেগে সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে পড়িল, ধানিরাম তিলেক বিলম্ব কিম্বা শঙ্কা না করিয়া এক শূন্যে লম্ফ দিয়া সম্মুখের রক্ষককে উল্লঙ্ঘন করিল, রক্ষকগণ বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না, পরস্পরে ধাক্কা লাগিল পরস্পরে সাপটিয়া ধরিল যে উহার মধ্যে ক্ষীণ চিৎপাত হইয়া পড়িল, তাহার উপরস্থ রক্ষক ধরেছি ধরেছি বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল দুই একটা মুষ্টাঘাত চলিল, শেষে নিম্ন পতিত ব্যক্তির কণ্ঠ স্বর শুনিয়া আপনা আপনি হইতেছে জ্ঞানে লজ্জিত হইয়া ছাড়িয়া দিল, ইত্যবসরে ধানিরাম পুষ্পবনে প্রবেশ করিল, সে স্থলেও নিস্তার নাই সম্মুখে আবার দুই জন রক্ষক, উপায় কি, পশ্চাতেও কএক জন আসিতেছে, সম্মুখে একটী বিশাল কিংশুক বৃক্ষ, সড়২ করিয়া বৃক্ষারোহণ করিল, একটী শাখায় পদন্যস্ত করিয়া নিম্নে লম্বমান হইল, এক জন রক্ষক তাহার নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইল, ধাঁ কোঁৎে এক চপে-

টাঁযাতে তাহার উষ্ণীষ ফেলিয়া তাহার টিকি টানিয়া ধরিল, রক্ষক "ওরে বাবা ভূতং বলিয়া সটানে চম্পট দিল, এই শঙ্কাজনক শব্দে সকলের মনে আতঙ্ক হইল ভূতং বলিয়া সকলে পলায়ন করিল অবসর পাইয়া ধানিরাম পগারপার হইল!

ওদিকে চঞ্চলা গবাক্ষের অভ্যন্তর হইতে দেখিতেছিল, নয়ন গোচর হইল যে ধানিরাম আরও এক জন ব্যক্তির সহিত মিলিত হইল, চঞ্চলা পুনশ্চ গবাক্ষ উৎঘাটন করিয়া ধানিকে ডাকিবার উৎযোগ করিতে ছিল এমত সময়ে এক জন রক্ষক ঐ দিকে আসিয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে চঞ্চলা কহিল "এমন কিছু নহে একটা হুড়মুড় শব্দ শুনে আমরা ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছি, রক্ষক "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া গেল—কিন্তু "ধর২" শব্দ বন্ধ হইল না, মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কি হইতেছে জানিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া রাজকুমারীর অনুমতি লইয়া বহির্দ্দেশে গমন করিল।

কি কর কি কর, শ্যাম নটবর, যাই সব নিজ কাজে।
আমরা গোকুলের কুল ললনা, জেনেও হরি তুমি জাননা,
ছলনা ছাড়না ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ছিছি মরি হরি লাজে॥
চপল নয়ন, ঘন বরিষণ, কোর না হৃদে খাজে।
মিনতি করি, করে ধরি হরি, ক্ষমাকর পথ মাঝে॥
ওহে চতুর কালা ত্রিভঙ্গ, কখন করনি নারীর সঙ্গ,
সব সব বাজে অঙ্গে অঙ্গ, হেন কি তোমায় সাজে॥

৺দয়ালচাঁদ মিত্র।

চঞ্চলা অন্তঃপুর হইতে বহির্দ্দেশে আসিয়া সিংহদ্বারে উপস্থিত হইল, দ্বারে প্রধান দ্বারপালক বাঁকেসিংহ বসিয়া আছে—তিনি যেমন দীর্ঘে তেমনি প্রস্থে, কৃষ্ণবর্ণ—গোঁফ শ্মশ্রুতে মিশ্রিত হইয়া আকর্ণ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে বক্ষঃস্থল লোমাবৃত, বয়স্ প্রায় পঞ্চাশৎ, মস্তকের এক ধারে সুবর্ণ হার জড়িত এক রক্তবর্ণ পাগড়ী বক্রভাবে শোভা করিতেছে—গলায় স্বর্ণ কণ্ঠি—ভুজ যুগে স্বর্ণ তাগা;—একখানা রঙ্গিন বালাপোষ পৃষ্ঠদেশাবৃত করতঃ বক্ষঃস্ফিত করিয়া বঙ্কিম ভাবে বসিয়া আছে, চঞ্চলাকে দেখিয়া সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিল, "কিগো চঞ্চলা এস২ এত রাত্রে যে"—চঞ্চলা মুচ্কি হাসিয়া উত্তর করিল "কেন রাত্রে কি আসিতে নাই।"

বাঁ—"কেন থাকিবে না তুমি রোজ২ এস, তবে কি না আমার কি এমন কপাল হবে যে তোমাকে দুবেলা দেখিতে পাব।"

চঞ্চলা ঈষৎ অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া কহিল "তা বলা যায় কি পুরুষের পাতা চাপা কপাল হবার আশ্চর্য্য কি ?"

বাঁ—"তবে কি আমার কাছে এসেছ"—

চ—"হুঁ এমতি তো বোধ হোচ্ছে।"

বাঁ—"কি মনে কোরে।"

চ—"রাজকুমারী বলিলেন যে মণির মার রোজ২ পুরাণ জ্বর হোচ্ছে তা তোমার গোটা কতক লোম এনে একটা মাদুলি কোরে দিতে"—

বাঁ—"হো হো করিয়া হাস্য করিতে২ কহিল আমি কি ভল্লুক।

চ—"তা আমি জানি কি এখন মুখ বোজ, আর এত রাত্রে মূলা খেতে হবে না।

তোমাকে কথায় পারা ভার বলিয়া। বাঁকে—সিংহ খাটিয়া হইতে গাত্রোত্থান করিয়া চঞ্চলার নিকট গেল।

চ—"যদি এত ভার বোধ হয় তবে আবার আমার নিকট আস্‌ছ কেন।

বাঁ—"কি করি" বলিয়া বাঁকে সিংহ সুর করিয়া চঞ্চলার সম্মুখে কক্ষ ও হস্ত নাড়িয়া গাইতে আরম্ভ করিলেন, "খেলত গেঁদা পড়ে যমুনা মে, বলে মেরা গেঁদা চোরাই, হাত ডারি আঙ্গিয়া বিছে ঢোরি, এক গেই দুই পাই, শ্যাম মোরে চোর বনাই।"

চঞ্চলা কি করে মুখে বস্ত্র দিয়া হাসিতে লাগিল, স্বকার্য্য সাধন করিতে হইবে, বাঁকে সিংহের অনুমতি ভিন্ন যাইবার যো নাই, সব সহ্য করিতে হইল। কএক জন দ্বারবান্

যাহারা সেই স্থলে ছিল বাঁকে সিংহের উৎসাহ দেখিয়া তাহারাও লেগে গেল, বাহবা জমাদার সাহেব, বাহবা বুড়া জোয়ান, তবে নাকি রস নাই, এই তো মোর দাদা, চঞ্চলা দিদি এই বারে তোমার রসিকতা বোঝা যাবে এই মত উৎসাহ দিতে লাগিল, বাঁকে সিংহ মেতে উঠিল, চঞ্চলা বেগোছ ভাবিয়া সরিয়া পড়িল; সকলে "বাহবা মার লিয়া "ভয় কি।" রাম দোবে বাঁকে সিংহের প্রিয় সঙ্গী উঠিয়া বাঁকের পৃষ্ঠে দুইটী করাঘাত করিয়া—"এই তো মোর দাদা হবে না কেন" বলিয়া হস্ত ধরিয়া টানিয়া বসাইল, বাঁকে সিংহ চঞ্চলার প্রস্থান দৃষ্টে থতমত খাইয়া ছিল, মনে করিল চঞ্চলা বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার প্রধান পরামর্শ দায়ক বন্ধুর এই সকল উৎসাহ-কর বাক্য শুনিয়া মনে ভরসা জন্মিল—"কেমন হে কেমন হে জিজ্ঞাসা করিল"।

"এতেও আবার কেমন হে—রসিকতায় গোলে গেছে, আমরা ছিলাম বোলে গাএ পড়েনি তা না হইলে কি করিত" রাম উত্তর করিল।

বাঁকে বলিল সত্যি সত্যি তবে চোলে গেল কেন ?'

'চোলে যাবে না, এত লোকের সম্মুখে তোমার গায়ে পড়িবে তার লজ্জা নাই।'

বাঁকে মহা প্রফুল্লচিত্ত হইয়া কহিল; "বটে২ ঠিক বোলেছ এবারে যখন আসিবে তোমরা সকলে সোরে যেও।

'সর্ব্বনাশ, তা হবে না দাদা,' চঞ্চলা একে ছেলে মানুষ তাতে ভাল মানুষের মেয়ে তায় আবার রাজকুমারীর'

প্রিয় সখী একটা কারখানা কোরে বসিবে জাত টাত খেয়ে বোস্‌বে।'

বাঁকে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া "রাম রাম তাকি হয়" বলিল।

রা—কি জানি দাদা আজকাল তোমার যে পড়্‌তা—

"না না তা নয়, অনেক দিন চাকরি করিয়া কিছু জমাইয়াছি এক্ষণ রাজার অনুমতি লইয়া বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি"—এমন সময় কয়েক জন দ্বারপালক কোলাহল শব্দে দ্বারে উপস্থিত হইল, কেহ বলে ভূত, কেহ বলে তা নহে চোর আর কেহ বলে ভাই সে যা হবার তাই সে কথায় আর এত রেতে কাজ নাই, রাম২।

চঞ্চলা অন্তঃপুরের দ্বার অবধি গমন করিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষণ অন্তরালে দণ্ডায়মানা ছিল এই সকল কথা তাহার কর্ণগোচর হইল, ফিরিয়া দেখিল যে আর কয়েক জন দ্বারবান্‌ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, মনে ভাবিল যে এত লোকের সম্মুখে আর অজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না, ধীরে২ ফিরিয়া আসিল।

বাঁকে সিংহ চঞ্চলার প্রত্যাগমন সন্দর্শনে আহ্লাদে পার্শ্বস্থ রামদোবের উরুদেশ এমত টিপিয়া কহিল, "দেখ২ আবার আস্‌ছে, গেঁথেছি বঁড়িসে মাছ আর কোথা যায়" যে তাহার এক প্রকার উরুভঙ্গ হইল যাতনায় চিৎকার করিয়া উঠিল, "আহে দেখেছি, হাঁটু ছেড়ে দেও হাঁটু ভাঙ্গিলে যে, আমার কি চোখ নাই, দুই হস্তদ্বারা উরুর হস্ত সরাইয়া দিয়া হস্ত মর্দ্দন করিতে লাগিল।"

বাঁকে সিংহ চঞ্চলা দর্শনে হতজ্ঞান, তাঁ লেগেছে২,

আঃ এখন হাত বুলান রাখ; কি করিব বল না চঞ্চলা যে এসে পড়িল।

তোর মাথা কোর্ব্বি বলিয়া বিরক্ত ভাবে রামদোবে সরিয়া বসিল।

বাঁকে—আঃ রাগ করিস্ কেন, কি কোর্ব্ব বোলে দেনা ছুটা রসিকতা কর্ব্বো, তাহাই করি বলিয়া পালঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিল।

"আরে না না করিস্ কি এত লোকের মাঝে"।—বলিয়া রামদোবে কাছা ধরিয়া বসাইল।

বাঁকে সিংহ রামের কর্ণেং জিজ্ঞাসা করিল, "একটাও করিব না।"

রা—না না একটাও করিতে হইবেক না এখন বোস— বাঁকে সিংহ মস্তকের কেশ চুল্কাইতে লাগিল।

চঞ্চলা নিকটে আসিয়া দ্বারবান্‌দের জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ কি হোল" দ্বারবানেরা উত্তর করিল "আর দিদি কি হোল, গিছিলাম আর কি, একটা ভূত"—চঞ্চলা 'ওমা ভূত কিগা' বলিয়া আর নিকটে আসিল।

বাঁকে সিংহ আর স্থির হইয়া রহিতে পারিল না, সেও ভূত কি, জিজ্ঞাসা করিতেং চঞ্চলার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

দ্বারবান্ কহিল,—'দিদি যে মাত্র তোমরা চেঁচিয়ে উঠৈচ আমরা অমনি গিয়ে পড়িছি দেখি যে একটা লোক রাজকুমারীর ঘরের দিক্ হইতে বেরিয়ে এল, আমরা অমনি ধরং কোরে চারিদিক্ থেকে ঘিরে ফেল্লিলাম, একবার

এদিক্ একবার ওদিক্ কোরে আমাদের দম বার করে ফেল্লে, তার পর আমি আর বিশে ফুলবাগানের ভিতর গিয়া দাঁড়ালুম, দেখি আমাদের নিকট দৌড়ে আস্চে, বিশেকে বলিলাম সাম্‌লে, যেমন নিকটে এসেচে অমনি সাপ্‌টে ধোরেছি, দেখি যে বিশেকে ধরিছি আমি অমনি তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলাম—

বিশে—হুঁ বাবা ঐ বুঝি তোমার তাড়াতাড়ি ছাড়া।

আরে না হে না সে কি আর জেনে মেরেছি—তার পর বিশেকে ছেড়ে দেখি যে ফুলবাগানের ভিতর দিয়া পালাচ্ছে, বলিতে কি ভাই আমার মনে ভয় হোল আমি আস্তে২ তফাত্ থেকে চলিলাম, তার পর সেই বড় কিংশুক গাছটা আছে জান, প্রায় আমরা তার তলায় এসছি ও বাবা এক পা ভুঁয়ে আর এক পা আগ ডালে দিয়া উঠে বসিল আমি তো অমনি রাম২ বোলে দাঁড়ালুম, পেঁচো বোধ হয় দেখিতে পাইনি সেই গাছের তলায় এল, ও বাবা যেই এসেছে অমনি আগ ডাল থেকে হাত [redacted]কারে তার টিকী ধরিল পেঁচো না অমনি ও বাবা বোলে এক দৌড় আমরা না অমনি ফিরে রাম২ বলিতে২ দৌড়—বাবা আমিত আর রাত্রে ওদিকে যাব না।

চঞ্চলা বুঝিতে পারিল যে ধানি প্রস্থান করিয়াছে কিন্তু কি নিমিত্ত আসিয়াছিল তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য আরও উৎসুক হইল প্রকাশ্যে কহিল 'ও মা আমিও রাত্রে বাগানে আর যাব না'। ধাঁকে তৎশ্রবণে বক্ষে চপেটাঘাত করিয়া

কহিল 'ভয় কি আমি নিয়ে যাব'—চঞ্চলা নিশ্চয় জানিত যে বাঁকে সিংহের অনুমতি ভিন্ন বাহিরে যাইবার যো নাই সুতরাং তাহার তোষামদ না করিলে সিদ্ধ হইবেক না বাঁকে সিংহের উত্তর শুনিয়া মুচ্কি হাসিয়া গা পাতলা করিয়া কহিল, "জমাদার সাহেব রাজকুমারীর একটী বরাত আছে, আমাকে একবার বাহিরে ছেড়ে দেহ"—বাঁকে সিংহ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এত রাত্রে।—হাঁ এত রাত্রেই আবশ্যক,কাল সকালে মেলায় যেতে হবে আনিবার সময় পাব না" চঞ্চলা উত্তর করিল।

আচ্ছা তবে চল একলা যেতে দিব না, আমি সঙ্গে যাচ্চি।

চ—তুমি গিয়ে কি করিবে আমি একলা গেলেই হইবে, আমার যে লজ্জা করে।

বাঁ—তবে হবে না তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

কি কথা এখানে বল না, রাত হোল যে তোমার পায়ে পড়ি আমায় শীঘ্র ছে[redacted]দও বলি চঞ্চলা হাত জোড় করিয়া কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল।

বাঁকে সিংহ গম্ভীরভাবে মস্তক নাড়িয়া কহিল সে কথা এখানে বলা হবে না।

চঞ্চলা—তবে আমি রাজকুমারীকে বলি গে, যে তুমি যেতে দিলে না বলিয়া রাগ প্রকাশ করিয়া ফিরিয়া চলিল।

বাঁকে সিংহও মতগর্ব্বে কহিল তা তুমি বল গে আমি ছাড়িব না—চঞ্চলা দেখিল যে সময় বহিয়া যায় শীঘ্র

যাইতে পারিলে ধানিরাম নগর হইতে গমন করিবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে শ্রম বৃথা হইবে, যাহা হউক যাই, পথে বাঁকেকে তাড়াবার চেষ্টা দেখিব এখন এই স্থির করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, দিদীর কাল বড় আবশ্যক তোমার আস্‌তে হয় এস বলিয়া হনং করিয়া চলিল, বাঁকে সিংহ অমনি তরবার কক্ষদেশে লইয়া দ্রুত গমনে চঞ্চলার সঙ্গে যুটিল, চঞ্চলা হনং করিয়া দ্রুত পদসঞ্চারে চলিতে লাগিল, বাঁকে সিংহ স্থূলকায় বয়স্‌বশতঃ এত দ্রুতগমনে কষ্ট বোধ হইল হোশ ফোশ করিয়া চঞ্চলাকে জিজ্ঞাসা করিল "চঞ্চলা রাগ কোরেছ, একটু দাঁড়াও না একটা কথা বলি"—চঞ্চলা তাহার ঘনশ্বাস শুনিতে পাইয়াছিল কহিল, "না না এখন না রাত হবে আগে আমি আমার কাজ সেরে আসি তার পর এখন শুনিব এখন তুমি আমার সঙ্গে এস বলিয়া আর দ্রুত পদসঞ্চারণ করিতে লাগিল; বাঁকে আর সহগমন দুষ্কর দেখিয়া ছুটিয়া চঞ্চলার হস্ত ধরিয়া চঞ্চলাকে দাঁড়করাইল ক্ষণেক চঞ্চলার মুখ প্রতি ডবডব চাহিয়া কহিল—রামদোবে থাকিলে বেস হোত,—চঞ্চলা ভাল বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে থাকিলে ভাল হোত? বাঁকে সিংহ থতমত খাইয়া কহিল না না তা নয় রাজাকে কি বলিব?

কি বলিবে চঞ্চলা চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাঁকে সিংহ মস্তক চুল্‌কাইতেং কহিল ভাঁং এমন কিছু নয় এইং আমাদের বিয়ে।—চঞ্চলা অল্প বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল কাদের বিয়ে।—বাঁকে

সিংহ "এই তোমার আমার বিয়ে" বলিয়া চঞ্চলার হস্ত ধরিল, "গেথেছে বড়িসে মীন আর কোথা যায়, কেমন চঞ্চলা।" এতচ্ছ্রবণে চঞ্চলার পেট হাসিতে গুলাইয়া উঠিল পাছে বাঁকে রাগ করে ভাবিয়া মুখ বস্ত্র দিয়া টিপিয়া কহিল এই বৈত নয় তা সেখানেই বলিলেইতো হইত এত দূর আমার সঙ্গে আসিবার কি আবশ্যক ছিল।

বাঁ—না না রাম দোবে বল্লে এসব কথা একলা পেলে বলিতে হয় সকলের সাম্নে বলিতে নাই।

চঞ্চলা ঈষৎহাস্য করিয়া কহিল রাম দোবে কি একথা তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে!

বাঁ—হাঁ এমত কথা সে আর আমার কাছ্থেকে এমন কথা কত শিখেগেছে।

চ—"আচ্ছা এখনতো বলা হয়েছে আমার হাত ছেড়ে দেও আমি যাই তুমি ফিরে যাও লোকে দেখিলে কি মনে করবে" বাঁকে সিংহ হস্ত চাড়িয়া কহিল, "আঁ সত্যি লোকে কি মোনে করবে, তবে আমি যাঁই তুমি শীঘ্র এস, আমি কাল সকালে রাজাকে এখন বলিব।"

না না কাল বোল না, মেলার পর বোল, এত গোলে বলিলে হবে না বলিয়া দ্রুত গতিতে চঞ্চলা চলিয়া গেল।

বাঁকে সিংহ আহ্লাদে আটখানা, যেস্থলে চঞ্চলা তাঁহাকে ছাড়িয়া ছিল সেই স্থলে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে চঞ্চলাকে দেখিতে লাগিল তাহার ঠাট ঠমকযুক্তা গতিতে মোহিত হইয়া পড়িল, তরবারের কোষ বাজাইয়া কুন্থ কোরে গাহিতে লাগিল, "আরে" নাই রে ম—ন্যায় রে না

নায়েরে২ নায়েরে না, আরে নায়েরে না, আহা কি চলন যেন নায়েরে না, কি হাসি নায়েরে না”—এমত সময় আপদ্ বিদায় হইয়াছে কি না ভাবিয়া চঞ্চলা ফিরিয়া দেখিল “আহা কি ফিরে চাওন যেন নায়েরে নাইরে নায়েরে না”— এই রূপ গদ২ ভাবে যতক্ষণ চঞ্চলা দৃষ্টি-গোচর ছিল ততক্ষণ গাইয়া দৃষ্টির অগোচর হইলে রাজদ্বারে প্রত্যা-গমন করিয়া দেখেন যে রামদোবে খট্বাঙ্গে শয়ন করিয়াছে তাড়াতাড়ি তাহার নিকট গমন করিয়া এক হস্ত তাহার দাড়িতে দিয়া অন্য হস্ত তাহার মুখের নিকট নাড়িয়া “আরে নায়েরে না” গাইতে আরম্ভ করিল,—রামদোবে অবাক্ হইয়া খট্বাঙ্গে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল “ওহে ব্যা-পার কি ?”

বাঁ—আরে তায়েরে না, নায়েরে না।

রা—আহে তাতো শুন্তে পাচ্ছি এখন ব্যাপারটা কি?

বাঁ—আরে হোয়েছে হোয়েছে নায়রে না।

রা—কি হোয়েছে ?

বাঁ—চঞ্চলাকে বলা হোয়েছে তায়রে না।

রা—তার পর সে কি বোল্লে? -

বাঁ—সে বোল্লে হুঁ রাজাকে বোলো নায়েরে না—

রামদোবে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল সত্যি তবে “আর তোকে কে পায়রে তায়রে না” বলিয়া পৃষ্ঠদেশে দুইটা মুষ্টা-ঘাত করিয়া কহিল, কাল সকালেই মেলায় যেতে হবে রাত হোয়েছে এক্ষণে শোওগে।

বাঁকে সিংহ আচ্ছা২ বলিয়া খট্বাঙ্গে শয়ন করিল আ-

হ্লাদে আর নিদ্রা হইল না খট্বাঙ্গ বাজাইয়া নায়রে না গাইতে লাগিল।

রামদোবে বিরক্ত হইয়া কহিল, আহে কি কর তোমার কি নায়রে না আর শেষ হবে না, আমাদের একটু ঘুমাতে দেও, নিদেন একটু আস্তে২ গাও।

বাঁকে সিংহ আচ্ছা আচ্ছা বলিয়া গুণ গুণ করিয়া গাইতে লাগিল।

মামী বোলে নাহি লাজ আঃ আরে ভাগিনে।

ভারতচন্দ্র।

চঞ্চলা কিয়ৎদূর গমন করিয়া পুনশ্চ ফিরিয়া দেখিল, যে বাঁকেকে আর দেখা যায় না, ফিরিয়া দক্ষিণদ্বারাভিমুখে দ্রুতবেগে চলিল, কিয়ৎদূর গমন করিয়াছে, এমত সময় "কেও চঞ্চলা এত রাত্রে যে" বলিয়া এক জন পুরুষ তাহার স্কন্ধ দেশে হস্তার্পণ করিল চঞ্চলা ফিরিয়া দেখিল যে মনোহর।

মনোহর সন্ধ্যার সময় নালন্দে আগমন করিয়া শ্রবণ করিল যে, ধানিরাম আর মাধবলাল রাজগৃহাভিমুখে গমন করিয়াছেন, মনে বড় সন্দেহ জন্মিল, কাহাকে কিছু না কহিয়া রাজগৃহে উপস্থিত হইল, রাজ বাটীর দ্বারে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে লোকেরা উত্তর করিল হাঁ ধানিরাম ও আর একটী লোক চৌকির ভিতর প্রবেশ করিয়াছে—

মনোহরের সন্দেহ দূর হইল স্থির জ্ঞান হইল যে মাধবলাল মোহিনী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, কর্ম্ম অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে, ধরা পড়িলে আর রক্ষা নাই, যাহা হউক, শেষ দেখিয়া যাইতে হবে এই স্থির করিয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল, শেষে ভাবিল যে তাহাদের অচ্ছ রাত্রে নালন্দায় যাইতে এদ্বার দিয়া বাহির হইলে অনেক ঘোর হইবে, সুতরাং দক্ষিণদ্বার দিয়া গমন করিবে, তজ্জন্য সেই দ্বারে গমন করা উচিত এই সিদ্ধান্ত করিয়া কিয়ৎদূর আসিয়া দেখেন যে চঞ্চলার মতন কে এক জন স্ত্রীলোক দ্রুতপদ সঞ্চারণে গমন করিতেছে নিজেও দ্রুত গমন করতঃ নিকটে আসিয়া দেখিল চঞ্চলাই বটে, স্কন্ধে হস্ত দিয়া দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "চঞ্চলা যে, এত রাত্রে কোথায়।"

চঞ্চলা মনোহরকে দেখিয়া লজ্জায় গাত্র মস্তক বস্ত্রে উত্তম রূপে আচ্ছাদন করিয়া নম্রমুখী হওত জড়সড় হইয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "আপনাকে খুজিতে আসিয়াছি" মনোহর চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে খুজিতে আসিয়াছ কি?"—চঞ্চলা সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া কহিল, মনোহর শ্রবণ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "বাঁচলুম ধরা পড়েনি যে এই ঢের"— এই সকল কথা কহিতেং তাহারা দক্ষিণের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে মাধবলাল ও ধানিরাম দ্বারাভিমুখে আসিতেছেন।

ধানি মনোহরকে দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠিল, মাধব-লালও মনোহরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, সঙ্গে স্ত্রীলোক-

টীকে দেখিয়া ধানিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধানি ও স্ত্রীলোক-কটী কে” ধানি মুচ্কি হাসিয়া কহিল, “হবু মামী।”—

মনোহর নিকটে আসিয়া ধানিকে ডাকিয়া চঞ্চলাকে রাজদ্বার পর্য্যন্ত পোঁছিয়া আসিতে কহিল ও মাধবলালকে কহিল, “রাজকুমার সর্ব্ব প্রকার অখ্যাতি হইয়াছে কেবল এইটী বাকী ছিল, তাহাও কি পূরণ করিতে চাহেন।”

মাধবলাল লজ্জায় আম্‌তা২ করিতে লাগিলেন, “এক্ষণে আসুন যা হবার তাতো হইয়াছে” বলিয়া গমন করিল, পথে মাধবলালকে অনেক বুঝাইল, মাধব মনোহরের নিকট অঙ্গীকার করিলেন যে, সেই দিবসাবধি মোহিনীর আশা ত্যাগ করিলেন।

চঞ্চলা কিয়দ্দূরে দাঁড়াইয়াছিল, ধানিরাম নিকটে আসিয়া ধীরে২ কর্ণে২ কহিল,—“মামী এস মামার গন্ধ কোত্থেকে পেলে? এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে আর গাঁয়ে মাথা নড়ে।

“দূর্ বানর—এখন চল আর হেঁয়ালি বলিতে হবে না” বলিয়া চঞ্চলা ধানির সমভিব্যাহারে গমন করিল।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া চঞ্চলা ফিরিয়া দেখিল যে মনোহর দ্বার দিয়া বহির্গমন করিয়াছে, ধানিরামকে কহিল, “ধানি শোন একটা কথা বলি।”

ধানিরাম—“এত রাত্রে আর কথায় কাজ নাই, ঘরে চল, আমাকে এখন আর তিন ক্রোশ পথ চলিতে হবে।”

চঞ্চলা “না না শোন্ না বলিয়া ধানির হস্ত ধারণ

পূর্ব্বক রাজপথ হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরালে লইল, ধানিরাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলিবে শীঘ্র বল রাত হোল।"

চ—অন্দরের ভিতর গিয়াছিলে কেন?

ধা—মামী কেমন আছেন দেখিতে।

চ—তাই বটে, আর সঙ্গিটী কি দেখিতে এসেছিলেন।

ধা—আমার আবার সঙ্গি কে এসেছিল?

চ—যিনি তোমার মামার সঙ্গে চলিয়া গেলেন?

ধা—মামার সঙ্গে যিনি চলিয়া গেলেন তিনি মামার ইয়ার।

চ—তাঁর নাম কি?

ধা—মামার ইয়ারের নাম মামা জানেন, তুমি কোন্ তাঁকে জিজ্ঞাসা করিনে?

চঞ্চলা "তামাসা করিস্ কেন ধানি, বল্ না" বলিয়া অন্য মনে ব্যগ্রতা বশতঃ ধানির এত নিকটে আসিল যে উভয়ের বস্ত্র সম্মিলিত হইল দুই হস্ত দিয়া ধানিরামের বক্ষঃ স্থিত হস্ত ধারণ করিয়া পুনরায় ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কৈ বল্ না ধানি।

চঞ্চলা ব্যগ্রতা বশতঃ এত নিকটে আসিয়াছিল যে, ধানি স্পর্শণাশঙ্কা ভাবেই হউক, বা স্বভাবতই হউক, হস্ত চঞ্চলার স্কন্ধে রাখিল, মস্তক নত্র করিয়া ধানিরাম উত্তর করিল, "মামার সঙ্গে এতক্ষণ কথোপকথন করিতেছিলে একথাটা কি জিজ্ঞাসা করিতে পার নাই।"

চ—তাঁকে জিজ্ঞাসা করিতে আমার কেমন ভয় হয়, কি মনে বন!

ধা—হাঁ তাঁর বেলা ভয়—কি মনে করিবেন আর আমার বেলা টবং কোরে পেটে ডুবুরি নামাতে বুঝি একটু ভয় হয় না।

চ—আঃ বল না কেন।

ধা—কেমন কোরে বোল্‌ব।

চ—বোল্‌বে না, বোল্‌বে না, আমি জানি কে এসেছিল।

ধানি অন্তরে শিহরিয়া উঠিল, বাহ্যিক অম্লান মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "যদি জান, তো আমার পেটে এতক্ষণ ডুবুরি নামাচ্ছেলে কেন, আচ্ছা কে বল দেখি" বলিয়া মস্তক নত করিল।

চঞ্চলা ধানিরামের কর্ণেং কহনেচ্ছায় সম্মুখে নত হইল, তাহার কেশ পাশ ধানির গণ্ডদেশ স্পর্শন করিল, নিশ্বাস কর্ণে পতিত হইল, মুখসৌরভ নাসিকায় প্রবেশ করিল, ধানিরামের বয়োদোষ বশতঃ শরীরে লোমাঞ্চ হইল, দন্তে ওষ্ঠ চাপিতে হইল।

চঞ্চলা মৃদুস্বরে কর্ণেং কহিল "কুমার মাধবপ্রসাদ" এতদ্‌শ্রবণে ধানিরামের মনে মহা শঙ্কার উদয় হইল, চঞ্চলা কি প্রকারে জানিল, জিজ্ঞাসা করিল "তোমাকে কে বোল্লে"—চঞ্চলা এক পদ পশ্চাদ্গমন করিয়া কহিল, "বোল্‌ব কেন" ধানিরাম, "বল আর নাই বল, একথা নিঃসন্দেহ মামার কাছ থেকে বার কোরেছ।"

চ—"সত্যি না, মাইরি না, তোমার মামার কাছ থেকে

আমি একথা শুনি নে” ধানিরাম ঘাড় নাড়িয়া “নিঃসন্দেহ ডুবুরি নামাইয়াছিলে” বলিল।

“সত্যি দিব্বি কোচ্ছি তাঁর কাছ থেকে শুনিনে আমার কথা তোমার কি বিশ্বাস হয় না” বলিয়া চঞ্চলা পুনরায় ধানির হস্ত ধারণ করিল।

ধা—বিশ্বাস অবিশ্বাসের তো কথা নয়, আমরা কএক জন ভিন্ন আর কেহত জানে না, তার মধ্যে আমরা তিন জন হেতায় এসেছি।

চ—“কেন জানিবে না আর এক জন জানেন তাঁর কাছ থেকে শুনেছি”—ধানিরাম্ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “সত্যি, বল কি? তা হোলে তো সর্ব্বনাশ, কে বল দেখিন্।”

আমাকে যে আগে বল নি আমি কেন বলিব বলিয়া চঞ্চলা অল্প সরিয়া দাঁড়াইল।

“আঃ আর নেকাপনা কর কেন, অনেক রাত হোল যে বল না” বলিয়া ধানিরাম চঞ্চলার স্কন্ধে হস্ত দিয়া নিকটে টানিল, চঞ্চলা বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া একেবারে ধানির বক্ষঃস্থলে আসিয়া পড়িল, “আঃ কি করিস্ ধানি” “অত টানিস্ কেন, তোমার কি একটু দেরি সহে না।”

ধানিরাম অপ্রতিভ হইয়া “রাত হলো যে বল না” বলিয়া আপন কর্ণ চঞ্চলার ওষ্ঠের নিকট নত করিল, চঞ্চলা কর্ণে২ বলিতে গেল—গণ্ডে গণ্ডস্পর্শ হইয়া ধানির শরীরে লোমাঞ্চ হইল—চঞ্চলা বলিল “রাজকুমারীর নিকট হইতে শুনিয়াছি”।

"তিনি কেমন কোরে জানিতে পারিলেন" ধানিরাম চঞ্চলার কর্ণেং বলিতে তাহার ওষ্ঠ কর্ণে ঠেকিল—চঞ্চলা শিহরিয়া মস্তক নত করিল, কপোল দেশ স্কন্ধে ঠেকিল—মৃদুস্বরে বলিল" সে দিন সকালে রাজকুমারী যখন তোমাদের দোকানে যান তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন দেখিয়া আসিয়াছেন"।

ধানি উত্তর করিল, "কি আশ্চর্য্য, আমরা এত জন দেখিয়া ছিলাম কেহই চিনিতে পারি নাই, তিনি একবার দেখিবা মাত্র চিনিয়াছেন,"।

চ—"তিনি কি চিনিয়াছিলেন তাঁহার মন চিনিয়াছিল—যে যাকে ভাল বাসে সে তাকে সহস্র লোকের মধ্য হইতে চিনিয়া লইতে পারে।" চঞ্চলা এ কথা বলিতে পুনর্ব্বার ধানির গণ্ডে গণ্ডস্পর্শন হইল ধানির সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল—পরস্পরে কর্ণেং এই সকল কথা হইতে ছিল, ক্রমে উভয়েরি মস্তক এত সন্নিকট হইয়াছিল যে পরস্পরের কেশ মিশ্রিত হইল—ধানির সমস্ত অঙ্গ অবশ হইয়া উঠিল, সহসা গ্রীবা ভঙ্গ হইল, চঞ্চলা ধানির কর্ণেং বলিতে ছিল, ধানির আননের ভার চঞ্চলার গণ্ডে পড়িল—চঞ্চলা মস্তক ভার ধারণে অক্ষম, ধানির স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত করিল। ধানির আনন গণ্ড হইতে উঠিল না, আরও চাপিয়া রহিল। চঞ্চলার সমস্ত অঙ্গ শিহরিল, যে হস্ত দিয়া ধানির হস্ত ধরিয়াছিল; কাঁপিয়া দৃঢ় বন্ধন করিল—ধানির অঙ্গ অবশ, জ্ঞান শূন্য হইল, স্কন্ধের হস্ত কক্ষে গেল, হৃদয়োপরি টানিয়া একটী গাড় মুখ চুম্বন করিল।

ঢং২ করিয়া রাজদ্বার রুদ্ধ সূচক ঘণ্টারধ্বনি হইল—তাহাদের বজ্রপাত বোধ হইল—চমকাইয়া উঠিল—চঞ্চলা বাহুবন্ধন মুক্ত করিয়া "ছিঃ২ কি করিস্ ধানি" বলিয়া অন্তর দাঁড়াইল ধানিরামের চেতন হইল, চেতন সহ ভয়, লজ্জা অনুতাপের উদয় হইল—পাছে মামাকে বলিয়া দেয়, এই ভয়—পাছে প্রকাশ হয় এই লজ্জা। আর যদিচ মনোহরের সহিত অদ্যাবধি বিবাহ হয় নাই তথাচ চঞ্চলা বাক্‌দত্তা মামী, এই সকল ভাব ধানির মনে চকিতের ন্যায় প্রকাশ পাইল, ক্ষমা আশে চঞ্চলার পদদ্বয় ধারণ করিল, কাতর স্বরে কহিল, চঞ্চলা আমাকে ক্ষমা কর আমি হটাৎ করিয়াছি, মামাকে বোল না। চঞ্চলা পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল, শিহরিয়া হস্তে হস্ত মর্দ্দন করিয়া কহিল, ধানি আমায় ছেড়ে দে, আমি ঘরে যাই, তোর পায়ে ধরি ছেড়ে দে—কিন্তু কি স্বর! কোন মতেই চঞ্চলার কণ্ঠ স্বর জ্ঞান হইল না, হৃদয় বিদীর্ণ কর, ধানিরাম চমকিয়া পদদ্বয় ত্যাগ করিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, চঞ্চলার প্রতি আশ্চর্য্য হইয়া দৃষ্টিপাত করিল, চঞ্চলা উন্মাদিনীর ন্যায় অঙ্গুলিতে অঙ্গুলি বদ্ধ করিয়া মর্দ্দন করিতেছে, আর এক২ বার হৃদয় চাপিয়া ধরিতেছে, ধানির মনে ভয়ের উদয় হইল "চঞ্চলা মামী২, একি অমন কোচ্চ কেন" জিজ্ঞাসা করিল, চঞ্চলার বোধ গত হইল না, শেষে হস্ত ধরিল, চঞ্চলা বলপূর্ব্বক হস্ত আকর্ষণ করিয়া "তুমি যাও আমি ঘরে যাই", বলিয়া দ্রুতবেগে গমন করিল, ধানিরাম অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল চঞ্চলা কিয়দ্দূর গমন করিয়া

এক বাটীর ভিত্তিতে মস্তক রাখিয়া প্রচুর অশ্রুপাত করিল, কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া পুনর্ব্বার গমন করিল।

বাঁকে সিংহ খট্বাঙ্গে শয়ন করতঃ এক হস্তে খট্বাঙ্গের কাষ্ঠ বাদ্য করিয়া নায়রে না গাইতেছিল অন্য হস্তে মস্তক উত্তোলন করিয়া চঞ্চলার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল; চঞ্চলা নয়নগোচর হইবা মাত্র ধড়মড় করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া তাহার বন্ধু রামদোবেকে ডাকিল, রামদোবে নিদ্রিত ছিল, কোন উত্তর পাইল না, তাড়াতাড়ী তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিল, "আরে কে আস্‌চে উঠে দেখ, কি চলন আরে নায়রে না, কি ঠমক্ আরে তায়রে না" বলিয়া তাহাকে খট্বাঙ্গে উঠাইয়া বসাইল। রামদোবে অপক্ক নিদ্রা ভঙ্গে বিরক্ত হইয়া "আঃ কি" জিজ্ঞাসা করিল—"আরে কে আস্‌চে দেখ।"—"দেখেছি২ তুমি আজ কাউকে ঘুমাইতে দেবে না, কি আপদ্—আস্‌চি" বলিয়া রাম অন্যত্রে গমন করিয়া শয়ন করিল, বাঁকে সিংহ ওহে শোন২ বলিতে বলিতে চঞ্চলা আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি তাহার সম্মুখে আসিয়া "কেমন চঞ্চলা কাল তায়রে না?" চঞ্চলা হুঁ২ বলিতে২ বাঁকের পার্শ্ব্য কাটাইয়া অন্দরে প্রবেশ করিল।

বাঁকে পুনর্ব্বার খট্বাঙ্গে শয়ন করিয়া নায়রে না, গাইতে লাগিল, আহ্লাদে নিদ্রা হইল না।

বুঝেছি এভাবেরি ভাব, নবীনে এভাব সম্ভবে,
এত কহে অসম্ভব ॥

নিধু বাবু।

মোহিনী শয্যায় বসিয়া চঞ্চলার আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন এমত সময় চঞ্চলা আসিয়া স্বীয় শয্যোপরি বসিল—মোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চঞ্চলা কি জেনে এলে"—

মোহিনীর কথা শুনিয়া চঞ্চলার চমক্ ভাঙ্গিল, ত্রস্ত হইয়া মোহিনীর নিকট গমন করিয়া কর্ণেং বলিল, "লালমাধবপ্রসাদই বটে" আপনি ঠিক চাউরেছেন,।

মোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কে"—

আর ধানিরাম "আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ছিলেন" বলিয়া চঞ্চলা ক্ষণেক চুপ করিয়া আবার বলিল, "আমাদের চেঁচামেচিতেই সবনষ্ট হইল।" মোহিনী ক্ষণেক স্থিরভাবে রহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি টের পেলে কোত্থেকে।

"কেন আমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখে এলাম"।

"কোথায়"

"দক্ষিণ দ্বারে"

"কে কে"

তিনি ধানিরাম আর এক জন, বলিয়া চঞ্চলা হাঁসিয়া ফেলিল, মোহিনী মৃদুমন্দ হাসিয়া বলিলেন, "ইস্ গাছে না উঠতে এক কাঁদি, এখনতো হয় নাই, এর মধ্যে নাম

কত্তে মুখে আট্‌কায় লো। সে যাহোগ এখন তাঁকে কেমন দেখে এলি বল দেখি।”

চ—আপনার বেলা আঁটিশ্যাটি পরের বেলা দাঁতকপাটি আপনার বেলা বুঝি তাঁকে, নাম আর এল না।

মোহিনী হাস্য করিয়া কহিলেন, “নানা তা নয়, এখন কেমন আছেন দেখে এলি বল দেখি” বলিয়া অঞ্চল ধরিয়া টানিলেন, চঞ্চলা উত্তর করিল, “তা আমি ঠিক বলিতে পারি না তিনি যে মুড়িসুড়ি দিয়া ছিলেন, তাঁহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না।”

মো—“তা আর দেখ্‌তে পাবি কেন তোর কি সে দিগে চক্ষু ছিল।” চঞ্চলা মুখ ভঙ্গী করিয়া কহিল, “আমার চক্ষু আবার কোন দিকে ছিল—কথা শুনে আর বাঁচিনে”

মোহিনী মুচ্‌কি হাসিয়া অন্য দিকে চাহিয়া কহিলেন, “মনোহরের দুএকটা চুল পেকেছে”।

চ—তা আমার কি—

মো—এমন কিছু নয় “তোর কপালে বুড়োবর তো আমি কোর্ব্ব কি”।

চ—আচ্ছা২ সে এখন যা হবার হবে, এখন আপনার কপালে কি বর হয় তাই দেখুন, আমার বর যোটাতে হবে না; আমি যদি আগে টের পেতেম তাহা হোলে কে কার বর-যোটায় দেখতেম।

মো—কার মতন বর যোটাতে, হিরে মালেনী কি বৃন্দাদূতী।

চ—হিরে মালেনীর মতন;

মো—"আচ্ছা তুমি হিরের মতন যুটিও আমি এখন বিন্দের মতন ভাগিনা যুটাইয়া দিব" বলিয়া মোহিনী চঞ্চলার দুই হাত ধরিলেন।

চঞ্চলার আঁতে লাগিল "ছিঃ কি বলেন আপনার মুখে কিছু আটকায় না" বলিয়া হস্ত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল।

মোহিনী আরও সবলে ধারণ করিয়া কহিল, "আচ্ছা চঞ্চলা সে কথায় আর কায নাই, এখন একটি কথা জিজ্ঞাসি সত্য করি বল দেখিন।"

চ—আমার জিজ্ঞাসা কোত্তে হবে না, আমি কিছু বলিব না।

মো—না আমার মাথা খাস যদি না বলিস, তোকে বলিতেই হবে" চঞ্চলা মোহিনীর অত্যন্ত যেদ বুঝিয়া, হাস্য করিয়া কহিল, আচ্ছা আর দিব্য দিতে হইবে না, কি বলিবেন বলুন।

মো—আচ্ছা মনোহরকে ভাল বাস না ধানিরামকে ভাল বাস?

চ—ছি ছি আপনার মুখে কিছু আট্‌কায় না, এখন ছেড়ে দিন আমি শুই গিয়ে।

মো—আর ছি ছি কোত্তে হবে না, আমরা বুঝ্‌তে পারি আর ঢাকলে কি হবে।

চঞ্চলা মুখভঙ্গি করিয়া বলিল "ইস্ যেন প্রেমের জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এলেন, অমনি বুঝে ফেলেছেন, না বিইয়ে কানায়ের মা! যেন দশ বিশটা প্রেম কোরেছেন অমনি টাওরে বুঝে ফেলেছেন।"

মো—আঃ রাগ করিস কেন আমি তোকে তামাসা কোচ্ছি।

"অমন তামাসা ভাল লাগেনা, আজ আপনি কোল্লেন কাল আর এক জন কোল্লে, ক্রমে তাঁর কাণে গিয়ে উঠ্‌বে তিনি শুনে কি মনে কোর্ব্বেন বলুন দেখি, বলিতে বলিতে চঞ্চলার মনে ক্ষোভ জন্মিল, অঞ্চল তুলিয়া চক্ষে দিয়া কহিলেন, তাঁর সমান আমার আর এ পৃথিবীতে কে আছে, আমার জ্ঞাতি শত্রুরা তো আমাকে দাসী কোরে বিক্রি কোত্তে বোসেছিল, তিনিই তো আমাকে উদ্ধার কোরে তোমার নিকট রেখে দিলেন, তিনি যদি আমাকে দাসী কোরে রাখ্‌তেন তো আমাকে কে রাখ্‌তো, আমার ধর্ম্ম মান সবতো তিনিই রেখেছেন, এ শরীরে যত দিন প্রাণ থাক্‌বে ততদিন, ধর্ম্ম চান ধর্ম্ম দিব, মান চান মান দিব, প্রাণ চান প্রাণ দিব—মন চান" বলিয়া চঞ্চলা আর চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিল না ক্রন্দন করিতে লাগিল।

মোহিনী এবংপ্রকার পরিহাস অনেকবার করিয়াছেন কিন্তু চঞ্চলার এ প্রকার ভাব কখনই দেখেন নাই, কিছু আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল, মনে সন্দেহ জন্মিল চঞ্চলার হস্ত ত্যাগ করিয়া গলদেশ আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "চঞ্চলা, রাগ করিস নি আমি অন্য মনস্কায় বোলেছি আজ আমার মনের কোন স্থিরতা নাই, আমাকে মাপ কর তুই কাঁদিসনে" বলিয়া অনেক প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে চঞ্চলাকে সান্ত্ব করিয়া উভয়েই শয়ন করিলেন।

ওদিগে ধানিরাম, চঞ্চলা বলপূর্ব্বক হস্ত মোচন করিয়া

গমন করিলে পর হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল দৃষ্টির অগোচর হইলে আস্তেং ফিরিল তাঁহার মনে কত ভাবের উদয় হইতে লাগিল।

চঞ্চলা রাগের ভরে চোলে গেছেন যদি মামাকে বোলে দেন তবেই প্রতুল, কি উত্তর দিবেন—নিরুত্তর, আবার মনে হইল, বোধ হয় বলিবেন না, হটাৎ করিয়া ফেলিয়াছি আমাকে চঞ্চলা একপ্রকার ভালবাসে বলিবে না, এই ভাবিতে তাহার মনে পূর্ব্বের কথা স্মরণ হইল, চঞ্চলার ও ধানির এক গ্রামের এক পাড়ায় জন্ম, বাল্যকালে একত্রে কত বাল্যক্রীড়া করিয়াছে, তাহার পর তিনি পিতৃহীন হইলেন, মামার নিকট অবস্থিতি হইল, কখন পিতৃগ্রামে গমন করিলে চঞ্চলা তাহাকে দেখিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিত, চঞ্চলার মাতা কখন কখন বাৎসল্যভাবে দুই জনকে একত্রে দাঁড করাইয়া জোঁকা দিতেন—তাহার পর চঞ্চলা ও পিতৃ মাতৃ হীনা হইলেন, তাহার জ্ঞাতিরা সমস্ত বিষয় দখল করিয়া বসিল চঞ্চলাকে বিক্রয় করিতে বিহার নগরীতে আসিল, তিনিই সেই সন্ধান পাইয়া মামাকে বলেন, চঞ্চলার পিতা মনোহরের একজন পরম বন্ধু এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি চঞ্চলার উদ্ধারের চেষ্টা পাইলেন, রাত্রে ধানি প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া চঞ্চলাকে লইয়া নির্গত হলেন—তচ্ছ্রবণে চতুরঙ্গী পাণ্ডার কৌশল—সুমতীর সুপারিশে জগৎমোহিনীর নিকট চঞ্চলার অবস্থিতি—তাহার মাতুলের চঞ্চলার সহিত বিবাহ স্থির, সকলই তাহার মনে উদয় হইল; মনদুঃখে ও অনুতাপে তাহার চক্ষে জল আসিল। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু,

একত্রে থাকিলে লোভ হইবার সম্ভাবনা গ্রাম ত্যাগ করাই উচিত, মাধবপ্রসাদ এই মেলার পর বিদেশে গমন করিবেন তাহার সঙ্গে গমন করাই শ্রেয়ঃ স্থির করিল।

ঢং২ করিয়া দ্বিপ্রহর রাত্র সূচক ঘণ্টা ধ্বনি তাহার কর্ণ-গোচর হইল, ধানিরাম চমকিয়া উঠিলেন অর্দ্ধেক পথ বৈ অতিক্রম করা হয় নাই এক্ষণে আর এক ক্রোশ যাইতে হইবেক বিলম্ব জন্য মামা কি মনে করিতেছেন ভাবিয়া, ধানিরাম ছুটিতে আরম্ভ করিলেন।

মনোহর ধানির অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, ক্রমে রাত্র বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এখন ধানি আসিল না—কি করিতেছে? চঞ্চলাকে রাখিয়া আসিতে কি এত দেরি হইতে পারে, তাহার ত কোন সম্ভাবনা নাই, তবে এত দেরি কেন হইতেছে? বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা অত্যন্ত সন্দেহ বর্দ্ধক—চঞ্চলার সহিত কি কোন কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এত কি কথা—তাহাদের পূর্ব্বের কথা স্মরণ হইল। ইহার অগ্রে চঞ্চলা ধানিকে চিনিত—ধানির সহিত একত্রে ধুলা খেলা করিয়াছে, কথাটা ভাল নয়, কিন্তু ধানি এদিকে যাহউক ও দিকে নজর টজর নাই, তবে এত রাত হচ্চে কেন, পথে ত কোন বিপদ ঘটে নাই, দুই প্রহর গত হইল মনোহর আর স্থির হইয়া বসিয়া রহিতে পারিলেন না, অসি চর্ম্ম লইয়া বাহির হইলেন কিছুদূর গিয়া দেখেন যে ধানি-রাম শ্রম শ্বাস ত্যাগ করিতে২ আসিতেছে মনোহর জিজ্ঞাসা করিল, এত দেরি হেল কেন, কিছু ত হয় নাই?

ধানিরাম উত্তর করিল, আস্তেং আন্‌তে দেরি হয়ে গেল আমি রাত চাওর পাই নাই।

রাত চাওর পাস্ নি, বানর, এখন শুসে বলিয়া মনোহর ডেরায় আসিয়া শয়ন করিল ধানিরামও শয়ন করিল। ধানি হাঁপাইতেছে, মনোহরের কর্ণগোচর হইল যদি আস্তেং আসিয়াছে তবে হাপাচ্চে কেন ধানি প্রবঞ্চনা করিয়াছে, অবশ্যই আর কিছুতে দেরি হইয়াছে—কিসে বিলম্ব হইল ইহার তর্ক বিতর্কে মনোহরের আর ঘুম হইল না—ধানিরও মনের উৎকণ্ঠা বশতঃ ও ঘুম হইল না এই বিষয়ে যে কএক জন ছিলেন কাহারও সে রাত্রে নিদ্রা হইল না।

পিরিতীর এই জ্বালা, সুখে নিদ্রা যাইবার যো নাই কি আপদ, পদ্মের মৃণালে কাঁটা, পেটের পীড়া হইবার সম্ভব।

হরি তুমি অন্তর্যামী জান সমুদয়।
এই রূপসী, দেখ্‌ছি বিদেশী, বৃন্দাবন বাসী, বোধ হয়॥
মনে মনে করি কতই বিতর্ক, হয় কুতর্ক।
মায়াবী কোন মায়া ধোরে, এসেছে প্রভাসের তীরে,
তোমার সঙ্গে থাক্‌তে পারে, পূর্ব্বের সম্পর্ক॥
তুমিতো সেই চোরা হরি, ভাল বাস পরের নারী, স্বভাব
দোষ কি বংশীধারী, ভূল্‌তে পেরেও পার না॥

কৃষ্ণদাস বৈরাগী।

অদ্য জরাসন্ধুর মেলায় নলন্দায় মহা সমারোহ, (নগরের পূর্ব্বদিগে এক বড় দিঘী ছিল তাহার নাম নাগ দিঘী তাহার দক্ষিণে জরাদেবীর মন্দির। সেই মন্দিরের নিকট ঐ মেলা হইত) দেশ দেশান্তরের লোক উৎসব দর্শন করিতে আসিয়াছে, দোকান হাট বসিয়াছে বড়২ লোক-দিগের কানাত পড়িয়াছে।

রাজা হনুমন্তের এক দিগে এক বৃহৎ কানাত পড়িয়াছে আর দিগে মহীপাল রাজার কানাত পড়িয়াছে এবারে রাজ গুরু রঘুনাথজী মেলা দর্শন করিতে আসিয়াছেন চতুরজী পাণ্ডার নিকট আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন।

প্রথম দিবসের প্রাতঃকালে সকলে একত্র হইয়া দেবী দর্শন করা হয়, অপরাহ্ণে বিহার ও রাজগৃহের সং বাহির হইয়া গীত রঙ্গ তামাসা দ্বারা দর্শকদিগের মনোরঞ্জন করা হয়, দর্শকচয় যে গ্রামের সং দর্শন করিয়া উত্তম বলিতেন সেই গ্রামেরি জয় হইত, সুতরাং দুই গ্রামের সং অতি উৎকৃষ্ট হইত ও নানা প্রকার রহস্য ও হাস্যজনক বাকযুদ্ধ-

তেই জয় পরাজয় স্থির হইত—কোন মতামতি হইলে রাজা দুর্ব্বার সিংহ নলন্দার অধিপতি সর্ব্ববাদী সম্মতিতে মীমাংসা করিয়া দিতেন, দ্বিতীয় দিবসে দ্বিপ্রহরের পর বিহার ও রাজগৃহের দলে অস্ত্রবিদ্যা, মল্লবিদ্যা, অশ্ববিদ্যা, ধনুর্ব্বিদ্যার পরীক্ষা হয়।—রাজা দুর্ব্বার সিংহের এলেকায় ঐ মন্দির সুতরাং তাহাকেই এই মেলার বন্দোবস্তের ভার লইতে হইত, যাহাতে এই মেলা নিরুদ্বিঘ্নে সমাধা হয় তিনি সর্ব্বদাই এই চেষ্টা করিতেন।

চতুরজী পাণ্ডা বিহারের অধ্যক্ষ—লাল শিবশঙ্কর রাজ গৃহের অধ্যক্ষ—সুতরাং ইহারা দুর্ব্বার সিংহের সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন।

প্রভাতে লালমাধবপ্রসাদ মনোহর ধানিরার প্রভৃতি যে কএক জন নলন্দা নগরের অভ্যন্তরে শিবশঙ্কর বাবুর বাটীতে ছিলেন একত্র মিলিয়া দেবী দর্শনে বাহির হই-লেন, মাধবলাল চন্দন রুলী গেরিমাটী হরিদ্রাগুঁড়া ভস্ম প্রভৃতি মুখে লেপন ও পরচুলে দাড়ি করিয়া তাহাদের সমভিব্যাহারে চলিলেন, কাহার সাধ্য যে তাহাকে চিনে নগর বাহির হইয়া গোলেতে মিলিলেন, মনোহর ও ধানি-রাম স্বদলের কানাতে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডাজী বড় ব্যাস্ত, ধানিরামকে দেখিয়া কহিলেন, "কেমন ধানি এবার তো আরবারের মতন নাচিতে পারিবে, দেখ বাবা যেন হার হয় না, শিবশঙ্কব যেন মুচ্কে হাঁসে না, তোমরা সকলে প্রস্তুত থেকো।" মনোহর ও ধানি উভয়ে "যে আজ্ঞা-তার ভাবনা নাই" বলিয়া প্রণাম করিল।

মঘদেশ্বরের গুরু পণ্ডিত রোঘোনাথ শাণ্ডেল্য, তুরী, ভেরী, দামামা, দগড়া লোক লস্কর সঙ্গে লইয়া দেবী দর্শনে বাহির হইয়াছেন অগ্রেং ভিড় ঠেলিয়া একাদশ অস্ত্রধারী পথ করিয়া যাইতেছে সকলেই রাজ গুরুর নাম শুনিয়া পথ ছাড়িয়া দণ্ডায়মান হইতেছে, লোকদিগের দেবী দর্শনে যে রূপ আগ্রহতা, গুরুজী দর্শনে তাহার ন্যূন নহে। গদ্গদ ভাবে প্রণাম্ করিতেছে।

গুরুজী হাস্য বদনে আশীস্ করিতেং অগ্রসর হইতেছেন দুই পার্শ্বে দুই প্রধান চেলা তাহার দক্ষিণে রাজা হনুমন্ত বামে চতুরজী পাণ্ডা তাহাদিগের পশ্চাতে হনুমন্তের অমাত্য সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভৃতি যাইতেছে।

মন্দিরের দ্বারে দুর্ব্বার সিংহ শিবশঙ্কর বাবু প্রভৃতি অভ্যর্থনার্থ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাহাদের পশ্চাতে নগরবাসিনীচয় দেবী দর্শন করিয়া রাজ গুরু দর্শনাভিপ্রায়ে রহিয়াছেন, তাহার মধ্যে চুনারী সাটী পরিধানা একটী যুবতী স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠন সরিয়া পড়িল, রাজগুরু দর্শনোল্লাসে ঠাওর হইল না। রাজ গুরুর নেত্রপাত হইল, বাহ্যিক ভাবের কোন বৈলক্ষণ্য হইল না, কিন্তু অন্তরে চমৎকৃত হইলেন, তিনি অনেক সুন্দরী দেখিয়াছেন কিন্তু এমন কখন দেখেন নাই, পার্শ্বস্থ চেলার অঙ্গ স্পর্শন করিয়া আস্তেং বলিলেন "দেখেচ। সেও অনুদৃশ্যবর্ত্তী হইয়া কহিল" "হুঁ কি আজ্ঞা" "সন্ধান লহ" বলিয়া অগ্রসর হইলেন, চেলা পশ্চাতে পড়িয়া এক জন রক্ষকের হস্ত স্পর্শ করিয়া ভিড়ে মিসিলেন, রক্ষক ঈঙ্গীত পাইবামাত্র তাহার পশ্চাৎ-

বর্ত্তী হইল, ভিড়ের বাহির হইয়া কহিলেন, রাম ঐ চুনারী সাটী পরিধানা যুবতীটীর সংবাদ আনিবা, দেখ যেন কোন অন্যথা হয় না, রাম "যে আজ্ঞা" বলিয়া কহিল, "এক বার মুখটী দেখিতে পাইলে হয়"—তবে এস বলিয়া চেলা তাহাকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

যে সময়ে গুরুজী তাঁহার চেলার গাত্র স্পর্শ করেন, হনুমন্তের সৈন্যাধ্যক্ষ হরিবোল পাঁড়ের দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল, সেও ঐ যুবতী স্ত্রীটিকে দেখিয়াছিল মনে সন্দেহের উদয় হইবাতে চেলার পশ্চাৎ লইয়াছিল, চেলা যাহা বলিল সে সমস্তই শ্রবণ করিয়া, "খুটে এমন ব্যাপার এত দেখিতে হইবেক" বলিয়া তাহার দুই জন যোধকে ডাকিয়া বলিল, গুরুজীর দ্বারবান রামের উপর নয়ন রাখিও আর ঐ চুনারীশাটী পোরে রহিয়াছে ও মেয়েমানুষটী কে ও কোথায় থাকে সংবাদ আনিও, বলিয়া সেও মন্দিরে প্রবেশ করিল।

দেবী দর্শনে প্রায় দুই প্রহর বেলা অতীত হইল সকলেই ভোজন করিতে গেলেন, রাজগুরু তাম্বুতে আসিয়া তাহার প্রধান শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন সমস্ত প্রস্তুত" শিষ্য আজ্ঞা হাঁ বলিল।

অমনি গুরুজী বস্ত্র ত্যাগ করিয়া তসলা নামাইলেন, এক সুবর্ণ পাত্রে খেচড়ান্ন ঢালিলেন। উপবেশন করিয়া নাম মাত্র আহার করিলেন, পাণ্ডাজী "আর কিছু আহার করুন অনুরোধ করাতে শিষ্য কহিল "উনি উহার অপেক্ষা আহার কখনই করেন না।"—দর্শকেরা তাক হইয়া রহিল,

রাজগুরু একাহারী আর আহার করিবেন না। এত স্বল্পাহারে এমত কান্তি পুষ্টি শরীর? হবে না কেন রাজগুরু ঋষি বিশেষ আহার না করিলেও চলে সিদ্ধ শরীর। আহারান্তে আলস্য ত্যাগ করিতে গেলেন—

বৈকালে পূর্ণ মেলা দর্শকেরা তামাসা দেখিবার জন্য ভাল২ স্থান দেখিয়া, বসিতেছে মন্দিরের দুইদিগে ইষ্টক নির্ম্মিত চক, সম্মুখ খোলা, তাহার শেষে এক মঞ্চ লাল রঙ্গের বস্ত্র পতকা ও সুবর্ণ রচিত চন্দ্রাতপ দিয়া সুসজ্জিত হইয়াছে তাহার সম্মুখে সমস্ত ভদ্রলোক, মধ্যস্থলে রাজগুরু ও দুর্ব্বার সিংহের দল বল। দক্ষিণদিগন্তে হনুমন্ত ও তাহার দল বল ও ঐ মঞ্চের অন্যদিগে মহীপাল ও তাহার দল বল। তাঁহাদিগের উপরে ও পশ্চাতে তিন গ্রামস্ত ভদ্র অঙ্গনাচয় বিবিধ রঙ্গের বস্ত্র পরিয়া অপরূপ শোভা সম্বৃদ্ধি করিতেছে চকের চতুর্দ্দিগে অঙ্গনাচয় নানা বিধ অলঙ্কারে ভূষিত ও বিবিধ রঙ্গের বস্ত্রে শোভিত হইয়া বসিয়াছেন নিম্নে পুরুষে পরিপূর্ণ।

বিহারের ও রাজগৃহের সং সুসজ্জ হইয়া বাহির হইয়াছে। শিবদুর্গার বিবাহ—ভূত প্রেতসহ শিব বাহির হইয়াছেন, মেনকা প্রভৃতি বর বরণের রগড় দেখাচ্ছেন, কোন দল লঙ্কাকাণ্ড সাজিয়া রাম লক্ষ্মণ হনুমানদের লইয়া প্রায় প্রকৃত লঙ্কাকাণ্ড করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ রাধে ও সখীরা মিলিয়া প্রায় ব্রজের ভাব পুনর্ব্বার উদয় করিতেছে—আর ছুটুল ছাটল অনেক সং বাহির হইয়াছে

তাহার মধ্যে বোলদের বধুই এই গীতটি গাইয়া বড় বাহবা লইতেছেন।

"সাধের বোল্‌দের ব্যাপারি।
আর ব্যাপারে কাজ নাই প্রাণ ফিরে এস বাড়ি॥
শশুর শাশুড়ী ভাত খায় পঞ্চ ব্যান্নন দিয়ে।
আমার বোল্‌দে ভাত মারে কচু পোড়াইয়ে,
ভাশুর শুলো তক্তপোষে, শশুর শুলো খাটে॥
আমার বোল্‌দে পোড়ে আছে তেবান্তর মাঠে॥"

পিতাক্ ভো, পিতাক্ ভো, পিতাক২ পিতাক্ ভো, করিয়া মাদলের সঙ্গে বড় রগড় লেগে গেছে ক্রমে এক২ দল দেবী প্রণাম করিয়া মঞ্চের সম্মুখে আসিয়া কৌতক কণা করিতেছে।

বিহারের সখী সহিত রাধাকৃষ্ণ মঞ্চের সম্মুখে উপস্থিত হইল, ধানিরাম কৃষ্ণ, হোরিবোল্লা পাঁড়ে কোতয়াল পুত্র বেনী রাধা—আর কএকটী নগরস্থ বালক সখী সাজিয়াছে, মনোহর বাদ্যকারক আর বাকি লোক হস্ততালি দিয়া গীত গাইতেছে, সখী সহ রাধেকৃষ্ণ অদ্ভুত নৃত্য করিতেছেন, কৃষ্ণ পদোপরি পদ রাখিয়া লাঠিমের মত ঘুরিতেছেন, সখী ও রাধে মিলি ঘাগরা উড়াইয়া লক্কা পায়রার ন্যায় ফোর্কে নাচিতেছেন বাহবা বৃষ্টি, হইতেছে নৃত্য করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিল, এমত সময় এক জন রাজ গৃহ দলস্থ লোক, মনোহরকে সম্বোধন করিয়া কহিল "বাহবা মনোহর মামা তোমার কানায়ে ভাগিনে আচ্ছা নাচ্ছে।

"আয়ান আন্‌লে বিয়ে কোরে রাধিকা সুন্দরী।
তাহাকে হরিয়া নিল মকুন্দ মুরারি ॥
এদুঃখের কথা আর কারে কই সই।
যার ধন তার ধন নয় আজ ধানি মারে দোই ॥"

মনোহর ও ধানি মামা ভাগিনা, হেঁয়ালিটি খাটিল অল্প হাসি উঠিল, ধানিরাম বড় গাইয়ে নৃত্য করিতেছিলেন, রাত্রের ব্যাপার স্মরণ হইয়া থতমত খেলেন, আবার কেমন কুগ্রহ সেই সময়ে চঞ্চলার সহিত চোক চোকি হইল, নৃত্য ভঙ্গ হইল, দাঁড়াইয়া পড়িলেন বোমারা পড়িবার উদ্‌যোগ হইল।

তাহাদের রাধে বড় চতুর এই দেখিয়া, ঘাগরা ঘুরাইয়া সম্মুখে আসিয়া এই উত্তর করিল।

কোন মেরা মামীলাগে, কোন মেরা মামী—(উক্ত ব্যক্তিকে দেখাইয়া) তোম মেরা ভাই লাগো ধানী মেরা স্বামি।

পশ্চিম প্রদেশে শালা চূড়ান্ত গালি, ধানি এস শালা এস বোলে এগিএ এলেন, দুরশালা২ মনোহর দের দল থেকে উঠিল, দর্শকেরা বাহবা রাধে২ শেষে রাধেকি জয় বাহবা বিহার, জিত হুয়া— বোলে সকলে উচ্চৈঃধ্বনি করিয়া উঠিল।

এই সময় অবধি বিহারের দলের মুখ খুলে গেল, রাজগৃহের দল আর দাঁড়াইতে পারিল না, দর্শকদিগের মতে বিহারের জিত হইল।

রাত্র আগত, প্রত্যেক তাঁবুতে প্রদীপে২ দিক জ্ঞান

হইতে লাগিল, কোন তাম্বুতে নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে, কোন তাম্বুতে গায়কেরা গান করিতেছে, কোন স্থলে ভাঁড়ের তামাসা হইতেছে কোন স্থলে নর্ত্তকে নৃত্য করিতেছে, কোন স্থলে সন্ন্যাসীরা জ্বলন্ত অগ্নির চতুঃস্পার্শ্বে বসিয়া শিবগুণ কীর্ত্তন করিতেছে—দুর্ব্বার সিংহের তাম্বুতে মহা নৃত্য গীত হইতেছে,সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন,রাজ গুরু রাজা হনুমন্ত রাজা মহীপাল শিবশঙ্কর চতুরজী পাণ্ডা সকলেই বসিয়া নৃত্য দর্শন ও শিষ্টালাপ প্রসঙ্গে বৈকালীক তামাসা সমালোচনা হইতেছে দুর্ব্বার সিংহ কহিলেন, ভায়া হনুমন্তের দল এবারে বাহবা লইল, আপনারি জিত বলিতে হইবেক।

রাজ গুরু হাস্য করিয়া কহিলেন, সে কেমন হইল, রাণের জয় হইয়াছে।—"সেত পূর্ব্বাপর হইয়াই আসিতেছে" পাণ্ডাজী প্রত্যুত্তর দিলেন—একটা হাসি পড়িল, এই প্রকারে প্রায় দুই প্রহর রাত্র গতে, রাজ গুরু বিদায় লইলেন, চতুরজী পাণ্ডা রাজ গুরুকে লইয়া স্বীয় তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন, তাম্বুর অন্তরে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা ছিল তাহাতে রাজ গুরুর শয্যা হইয়াছিল, পাণ্ডাজী রাজ গুরু ও তাহার প্রধান শিষ্যকে লইয়া সেই বাটীতে প্রবেশ করিলেন, শিষ্যকে একটু শয্যা দেখাইয়া কহিলেন "আপনি এই স্থলে শয়ন করুন কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবেন না।

গুরুজীকে লইয়া অন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

রাজগুরু অগ্রসর হইয়া একটী গৃহের দ্বার উন্মোচন

করিলেন, গৃহে দুইটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, বাষ্প তৈল গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়াছে, দুই খানি আসন তদ্‌সম্মুখে শ্বেত প্রস্তর পাত্র পরিপূর্ণ বিবিধ খাদ্য দ্রব্য।

দুইটী পরমা সুন্দরী দাসী ব্যজন হস্তে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল, তাহাদের দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রদীপ উস্কাইয়া দিয়া অবগুণ্ঠন অর্দ্ধ টানিয়া প্রণাম করিল।

রাজ গুরু গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঐ গৃহের দুই পার্শ্বে আর দুইটী গৃহের দ্বার খোলা রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটী করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে, প্রত্যেক ঘরে এক২ খানি খট্বাঙ্গ উৎকৃষ্ট শয্যায় শোভা করিতেছে, ঈষদ্‌ হাস্য করিয়া পাণ্ডাজীকে কহিলেন "চতুর এ জন্মে তুই সুখ ভোগ করিলি আমরা কিবল ঘাস কেটে মরিলাম।"

"এসকলি আপনার, আপনার কৃপা ও আশীর্ব্বাদের বল" বলিয়া পাণ্ডাজী অতি সমাদরে গুরুকে আসনে বসাইলেন, গুরুর আজ্ঞা পাইয়া অন্য আসনে আপনি বসিলেন, দাসীদ্বয় ব্যজন করিতে লাগিল আহার আরম্ভ হইল পাণীয় চলিল।

রাজ গুরু ইদিক উদিক চাহিয়া বলিলেন "এ ভাল হইতেছে না" দাসীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন তোমরা বোস তাহারা বসিল, "না নিকটে বোস" নিকটে বসিল, "ঘোমটা খোল দেখি" বলিয়া তাঁহার ব্যজনকারিণীর ঘোমটা খুলিয়া দিলেন, "দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি, কেমন হে বাবা তোমার আর বাকি থাকে কেন" হাহা করিয়া হাস্য করি-

লেন। চতুরজী হাসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞা কি করেন ওজে ক্ষত্রিয় কন্যা"। আপত্তি কি "স্ত্রীরত্নং দুস্কুলাদপি" তোমার ভাই এখন তত্ত্ব জ্ঞান হয় নাই, ক্রমশঃ হবে এক্ষণে তোমার টীর মুখ খোল দেখি" বলিয়া গুরুজী ঐ ব্যজনকারিণীর প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

পাণ্ডাজী কহিলেন, "এখন থাকুক এর পর হইবেক।"

গুরুজী কহিলেন, "না বাবা তা হবে না, এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হবে না, আমার যে গতি তোমারও সেই গতি কি জানি বাবা তুমি যদি ভালটী লহ" হাঃ হা—

পাণ্ডাজী হাসিয়া তাহার ব্যজনকারিণীকে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে কহিলেন, সে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিল, গুরুজী ক্ষণেক মুখ দৃষ্টি করিয়া পাণ্ডাজীকে ইঙ্গিতে কি জিজ্ঞাসা করিলেন, পাণ্ডাজীও ইঙ্গিতে হুঁ দিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন "আমায় অত্যন্ত ভক্তি, এক্ষণে দেব সেবায় দেহ অর্পণ করিয়াছেন" গুরুজী গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "গুরুতুষ্টৌ জগৎ তুষ্টং গুরু সেবাপেক্ষা এ পৃথিবীতে আর কিছু কি আছে" চতুরের প্রতি কহিলেন, "চতুর এক্ষণে কি তোমার নিকট মন্দিরে বাস করা হয়।"

আজ্ঞা হাঁ,—দেব সেবায় এক্ষণে কাল যাপন করেন চতুর উত্তর করিলেন।

সেইত কাজ, সেইত ধর্ম্ম; চতুর তোমার ধর্ম্ম নিষ্ঠা দেখে আমার হিংসা হইতেছে, আমার ইচ্ছা হয় যে তোমার নিকট এসে কিছু দিন থাকি।

পাণ্ডাজী কহিলেন এত সকলি আপনার, ইচ্ছা করিলেই থাকিতে পারেন।”

“তাত জানি কিন্তু ভাই তাহোলে আমাকে আর এক দিনের জন্য হেতায় থাকিতে হয় না, আর তোমাকেও আর এখানে থাকিতে হয় না—অমনি গলা টিপি।”

পাণ্ডাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন এখন কি অমাত্যকে বস করিতে পারেননি? আরবারে আপনি বলিয়াছিলেন যে এক প্রকার বস করিয়াছেন।”

গুরুজী কহিলেন, “ওহে তাতো বলিয়াছিলাম, কিন্তু একটা পুন্‌কে শক্রতে সব শেষ কোরেছে।”

পাণ্ডাজী জিজ্ঞাসা করিলেন “সে আবার কে।”

“কেন তাকি শুন নাই, সেই রূপারাম ছোঁড়া, রাজা তাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন সেই ছোঁড়া ওদের দলে যুটে আমার সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে এক্ষণে আমাকে সাবধান হইয়া চলিতে হয়।”

পাণ্ডাজী উত্তর করিলেন “বটে এত দূর হইয়াছে তা হলেত বড় ভাল বুঝিনি।—গুরুজী কহিলেন ভাই তোমার ভয় কি তোমাকে নিষ্কণ্টক করিয়াছি এক্ষণে যা কিছু ভয় সেত তোমার হাতে রহিয়াছে, গুরু ইঙ্গিতে দাসীটীকে দেখাইলেন।

পাণ্ডাজী কহিলেন, “আপনকার আশীর্ব্বাদে সব কণ্টক দূর হইয়াছে।”

এমত সময় গৃহ দ্বারে করাঘাত শব্দ কর্ণগোচর হইল,

পাণ্ডাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেও" বহির্ভাগ হইতে গুরুজীর শিষ্য "আমি" বলিয়া উত্তর দিলেন।

গুরুজী তাহার দাসীকে দ্বার খুলিতে আজ্ঞা করিলেন।

পাণ্ডাজী ঈঙ্গিতে দুইটী পরিচারিকাকে দেখাইলেন।

গুরুজী উত্তর করিলেন, "ভয় নাই, আমার প্রধান চেলা, উনি না থাকিলে আমার আলোচাল আর কাঁচকলা খেতে২ প্রাণ যেত।" এখনও যে দিবস রাজ বাটীতে কোন কার্য্য উপস্থিত হয় প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়, সে দিন আর আলো চাল কাঁচকলা এড়াইতে পারি না, তা না হোলে এমত আহার আমার প্রত্যহ চলে, উনি অতি উৎকৃষ্ট পাচক।"

ইত্যবসরে পরিচারিকা দ্বার উন্মোচন করিল। শিষ্য প্রবেশ করিল।

গুরুজী জিজ্ঞাসা করিলেন "কি সংবাদ?"

শিষ্য উত্তর করিলেন, "সমস্ত মঙ্গল, প্রত্যূষে রাম শ্যামকে যাহা আজ্ঞা করা হইয়াছিল তাহারা তাহার সংবাদ আনিয়াছে।"

গুরুজী কহিলেন, "কি সংবাদ আনিয়াছে বল।"

শিষ্য কহিল—"শিবশঙ্কর বাবুর নগরের ভিতর যে বাটী আছে সেই বাটীতে আছেন।"

গু—"বটে তারপর, শিবশঙ্কর কি সে বাটীতে থাকেন?"

শি—"আজ্ঞা না তিনি সে বাটীতে থাকেন না।"

গু—"তবে?"

শি—"আজ্ঞা মনোহর জগন্নাথ ধানিরাম ও আর

এক জন (তাহার নাম পাওয়া যায় নাই) আর মনোহরের মাতা ও জগন্নাথের স্ত্রী আর তিনি।”

গু—“তিনি এদের কে?”

শি—“আজ্ঞা তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।”

পাণ্ডাজী কিছু বুঝিতে না পারিয়া, “আজ্ঞা ব্যাপার টা কি আমি কি শুনিতে পাই না” জিজ্ঞাসা করিলেন।

গুরুজী কহিলেন ওহে পাবার হোলে পেতে তোমাদের তো চক্ষু নাই, জহুরি হোলেই জহর চেনে, আজ যা দেখিচি এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক অদ্যাবধি আমার নয়ন গোচর হয় নাই হা হা। (পাণ্ডাজী ঈঙ্গিত করিয়া তাহার দাসীকে দেখাইলেন) এমত সুন্দরী যদি দেব সেবা না করে তবে দেব সেবাই বৃথা বলিয়া কথাটা সাম্‌লাইয়া লইলেন।

পাণ্ডাজী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় দেখিয়াছেন।

“কেন শিষ্য কি বলিল শুনিলে না। শিবশঙ্করের বাটিতে।” গুরুজী শিষ্যের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর কেহ বলিলে।”

শিষ্য উত্তর করিল “আজ্ঞা বিহারের মনোহর জগন্নাথের সঙ্গে আছে।”

পাণ্ডাজী কহিলেন, “সে কি আমিত তাদের সকলকেই জানি মনোহরের বিবাহ হয় নাই, আর জগন্নাথের তিন পুরুষে কেহ নাই,—কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন “তবে যদি চঞ্চলা হয়”—“তা হইতে পারে” কেমন তর মেয়েমানুষটী বল দেখি,“গৌরবর্ণ ছোট খাট ১৪।১৫ বছর বয়েস কিন্তু

দেখিলে ১৩।১৪ বৈ বোধ হয় না, ওষ্ঠে ঈষদ্ হাসি লেগেই আছে, চাউনি বক্র, মুখ খানি চতুর‍্যালীতে ভরা ফুট ফুট কোচ্ছে।”

গুরুজী পাণ্ডাজীকে ক্ষান্ত করিয়া কহিলেন, “আছে কি একটা ফোচ্‌কে ছুঁড়ির কথা বলিতেছ; এ পূর্ণ যৌবনে ফেটে পড়িতেছে, রং ধপ্‌২ কোচ্ছে, কি পটল চেরা চোখ, প্রায় কর্ণে গিয়া ঠেকিয়াছে, হীরকের মত জ্বলিতেছে, কি সরু ধারের নাসিকা কি ছোট দুখানি ঠোঁট, লাল টুক্ টুক্ করিতেছে—কি প্রশস্ত ললাট দিয়া চুর্ণকুন্তল কর্ণ বেষ্টন হইয়া গৃবা স্পর্শ করিয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে মুখের কি মাধুর্য্য ভাব—আরে ভাই যেন এক খানি প্রতিমা তোকে আর কি বলিব এমন কখন দেখি নাই।” গুরুজীর ভাবের উদয় হইল, আহা হা বলিয়া আপনি টল্লিতে লাগিলেন।

পাণ্ডাজী তাঁহার বর্ণিত স্ত্রীলোকটীকে অবজ্ঞা করাতে মনে আক্রোশ জন্মিয়াছিল কহিলেন, “একেত আমি চিনি না, কিন্তু আমি যেটীর কথা কহিতেছিলাম, তাহাকে যে একবার দেখেচে ও কথাবার্ত্তা কোয়েছে সে আর কখনই ভুলিতে পারিবে না, ছুঁড়িটী রসে ভরা এমন সুরসিকা আমি আর কখন দেখি নাই, দুঃখের বিষয় এই যে ছুঁড়িটী বড় হাত ফোস্কে গেছে, আহা”—বলিয়া মাতা নাড়িলেন।

গুরুজী জিজ্ঞাসা করিলেন “হাত্ ফোস্কে গেল কেমন কোরে?”

পাণ্ডাজী অতি ম্লান ভাবে বলিলেন, আজ্ঞা তার কথা আর কি বলিব আজ একবৎসর হইল ঐ ছুঁড়িটীর পিতা

মাতার মৃত্যু হয়; ওর জ্ঞাতিরা সমস্ত বিষয় অধিকার লইয়া ওকে লুকাইয়া আমার নিকট বিক্রয় করিতে হেতা লইয়া আইসে, ঐ যে ধানি ছোঁড়া যে আজ কৃষ্ণ সেজেছিল, সেই লক্ষ্মী ছাড়া কেমন কোরে সন্ধান পাইয়াছিল, রাত্রে বের কোরে নিয়ে তার মামা মনোহরের বাটীতে রাখে, আমি সন্ধান পেয়ে চাপাচাপি করিলাম, ছুঁড়িটীকে সরাইয়া রাজা মহীপালের নিকট রাখিয়া আসিল, এক্ষণে রাজকন্যার প্রিয় সহচরী কারসাজি যে কিছু করে এক্ষণে প্রায় আর দেখিতে পাইনা, আহাহা—চক্ষে জল আসিল।

রাজগুরু ক্ষণেক ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তাইত, এ মেলাতে কি আসে নি ?"

পা—"আজ্ঞা এসেছে বৈ কি।"

রাজগুরু উত্তর করিলেন, "তবে আর হাত করিতে পার না, বাবা এই তোমার চতুরালী আমি হোলে কোন্ কালে কর্ম্ম রফা করিতাম।"—হিঃ হিঃ।

পাণ্ডাজী মস্তক নাড়িয়া কহিলেন, "আমিত কোন উপায় দেখি না" আপনি যদি কোন উপায় জানেন তো বলুন।

গু—"আচ্ছা তোমাদের দেশে নাগা সন্ন্যাসীরা আসে না।"

পা—"ঢের, সর্ব্বদাই থাকে।"

গু—"মেয়ে ছেলে চুরি টুরি করে না।"

পা—"কৈ না, বরং আর বৎসরে একটী ছেলে পথে হারাইয়াছিল তাহাদের বলিবামাত্র সন্ধান করিয়া আনিয়া

দিল, তাহারা এ গ্রামে কোন উপদ্রপ করে না আমরাও তাহাদের কিছু বলি না।"

গুরুজী প্রফুল্ল বদনে উত্তর করিলেন,—"তবেইত আরও ভাল হইয়াছে তাদের বেশ ধরিয়া কি তোমার লোক এ কার্য্য সমাধা করিতে পারে না, উদোর ঘাড়ে বুদোর বোঝা দিতে শিখ নাই।"

পা—"ঠিক বলিয়াছেন তা হইলেই হইতে পারে কিন্তু আমার লোকদিগকে সকলে চিনে, আপনকার লোকদের যদি বোলে দেন তাহা হইলে কোন আর ভয় থাকে না।"

গুরুজী কহিলেন,—"তাহার ভাবনা কি শ্যামকে বলিলেই হইবেক। শিষ্যকে কহিলেন, দেখ যেন পাণ্ডাজীর মত হাত ছাড়া হয় না।

শিষ্য উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা তাহার ভাবনা নাই, রাম সেই বাটীর দ্বারে ভিক্ষুক বেশে শয়ন করিয়া আছে কল্য প্রত্যূষে বাকি সংবাদ পাঠাইবে।"

গুরুজী "আচ্ছা" বলিয়া ছাত্রকে বিদায় করিলেন, আহারাদি সমাধা করিয়া তাম্বুল গ্রহণ করিয়া পাণ্ডাজীকে কহিলেন।

চতুর এই সময়ে শ্যামের সঙ্গে পরামর্শ করগে তাহা না হইলে কল্য প্রাতে সময় পাইবে না।

পাণ্ডাজী "যে আজ্ঞা" বলিয়া বাহিরে গেলেন।

গুরুজী মুচকি হাসিয়া আপনি উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতে করিতে কহিলেন, "আজ চতুরের এই অবধি, দেখ কেহ দ্বার

খুলে দিও না তোমরা কেমন সেবা করিতে পার তাহার আমি আজ পরীক্ষা লইব।"

গুরুজী টলিয়া পাণ্ডাজীর দাসীর গাত্রে আসিয়া পড়িলেন, স্কন্ধ ধরিয়া কহিলেন, আজ আমি তোমার—হিঃ হিঃ। চতুরজী পাণ্ডার দাসী স্কন্ধ মোচন করিয়া অন্য দাসীকে কহিল "মধু তুমি এঁকে লইয়া যাহ।"

মধুরস উদরস্থ হইয়াছে গুরুর আর সে মূর্ত্তি নাই "কেন তুমি কি যেতে পার না" বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া ধরিতে গেলেন, দাসী সরিয়া অন্য গৃহে গেল, গুরুজীও পশ্চাৎ২ গেলেন, দাসী সে ঘর হইতে অন্য ঘরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। গুরুজী দ্বার ঠেলিলেন ডাকিলেন স্তুতি মিনতি পাঠ করিলেন কোন উত্তর পাইলেন না বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া মধুকে বলিলেন "তুমি বাবা বেস মানুষ তোমারি সর্গ লাভ হবে একবার চতুরকে ডাকত।"

মধুমালতী দ্বার উদঘাটন করিয়া বাহিরে গেলেন কিয়দ-ক্ষণ পরে পাণ্ডাজী ও মধু প্রত্যাগমন করিলেন।

গুরুজী রাগত ভাবে বলিলেন,—"দিব্বি সেবাদাসী রাখিয়াছ বাবা, আমি কহিলাম যে আমার গায়ে হাত বুলায়সে সে ফর্২ কোরে চলে গেল,—ছি ছি !!

পাণ্ডাজী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "বলেন কি, কেমন মধু সে কোথায়।"

মধুমালতী উত্তর করিলেন, "তিনি ঐ ঘরে দোর দিয়া রহিয়াছেন" পাণ্ডাজী গুরুকে "আপনি শয়ন করুন আমি তাকে আপনার নিকট পাটাইয়া দিতেছি" বলিয়া শয়না-

গারে প্রবেশ করিয়া বারম্বার দ্বারে করাঘাত করিলেন, মৃদুস্বরে "গঙ্গাবতী২" বলিয়া বারম্বার ডাকিলেন অনেকক্ষণ পরে অভ্যন্তর হইতে "কেও জিজ্ঞাসিত হইল।"

পাণ্ডাজী উত্তর করিলেন "আমি পাণ্ডা।"

গ—"আর কে আছে।"

পা—"আর কেহ নাই।"

গ—"আর কেহ নাই সত্তি কর।"

পা—"কেন আমাকে কি বিশ্বাস নাই—"

গ—"না।"

পা—"আচ্ছা দিব্ব করিলাম।"

আস্তে২ দ্বার উন্মোচন হইল, পাণ্ডাজী প্রবেশ করিবা-মাত্র গঙ্গাবতী দ্বার রুদ্ধ করিয়া পালঙ্গে বসিলেন; নম্র মুখে স্বীয় অঞ্চলের শেষ ভাগ লইয়া দুই হস্তে সূত্র টানন করিতে লাগিলেন, পাণ্ডাজী বিরক্তি ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "এর নাম আবার কি।" গঙ্গাবতী ক্ষণেক স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া শেষে মুখোত্তোলন করিয়া পাণ্ডাজীর প্রতি এক দৃষ্ট চাহিয়া শ্লেষস্বরে কহিলেন, "এর নাম তত্ত্বজ্ঞান, যাহা আজ তোমার গুরু তোমাকে শিখিতে বলিলেন"—

পাঁণ্ডাজী উত্তর করিলেন, "এখন তামাসা রাখ, গুরু-জীকে যে অবজ্ঞা করিয়া আসিলে তোমার নরক হবে তা জান।"

গ—"ঢের কাল।"

পা—"এখন চল।"

গ—"না।"

"এখন তামাসা রাখ, চল, গুরু রাগ করিলে নরকে গতি, চল" বলি, হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন।

গঙ্গাবতী সক্রোধে হস্ত মোচন করিয়া কহিলেন, "হাত ধরিয়া টান কেন, আমি কি তোমার কেনা দাসী না বেশ্যা যে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে।"

পাণ্ডাজী চম্‌কাইয়া ভ্রূ উত্তোলন করতঃ এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন ক্রমে মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া কাঠিন্য প্রকাশ পাইল, ওষ্ঠ দন্তে চাপিয়া কহিলেন, "তুমি কি মনে কর তাহাদের সহিত কোন প্রভেদ আছে না কি?"

গঙ্গাবতী উত্তর করিলেন,—"তা বলিবে বৈ কি তুমি না বলিলে আর কে বলিবে, "যেমন গুরু তেমনি চেলা।"

"এখন বলাবলি রাখ"—"যাবে কি না? যদি না যাও তবে বল পূর্ব্বক লইয়া যাব, কেন মিছে অপমান হবে" বলিতে২ পাণ্ডাজী উঠিয়া দাণ্ডাইলেন, হস্ত প্রসারণ করিয়া ধরিতে গেলেন।

গঙ্গাবতী সরিয়া অন্তরে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "বটে এত দূর অবধি তবে শুন" তোমা হইতে আমি রাজরাণী হই সত্য, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমাকে তুমি যখন যা বলিয়াছ তাই করিয়াছি, তখন আমার ১৫ বৎসর বয়স ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই জ্ঞান ছিল না, তুমি যা বলিতে তাই ধর্ম্ম জ্ঞান করিতাম, প্রাণপনে করিতাম আর আজ পর্য্যন্ত করিয়াছি; কেমন কি না?"

পাণ্ডাজী কহিলেন "হুঁ হুঁ বোলে চল, আর বড়ায়ে কায কি, আজ কিসে সে জ্ঞান গড়াল তাই বল।"

গঙ্গাবতী পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, "শুন, আমার অদ্যাবধি এমত বোধ ছিল, ও তুমি আমার এই জ্ঞান জন্মাইয়া দিয়াছিলে, যে তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই আমার স্বর্গ লাভ হইবে।"

পাণ্ডাজী কহিলেন, "কেন এক্ষণ কি হবে না।"

"শুন, কিন্তু যে কএক দিন আমি তোমার নিকট আছি সে কএক দিনে আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে, তবুও আমি ভাবিয়াছিলাম আমারা ক্ষুদ্র বুদ্ধি স্ত্রীজাতি বুঝিবার ভ্রম হইয়া থাকিবে, দাসীর কার্য্য করিতে কহিলে তাহাতেও আমি অস্বীকার করিলাম না, কিন্তু আজ গুরু শিষ্যের কথা ও ব্যবহার দেখিয়া আমার হরিভক্তি উড়িয়াছে, কিন্তু তবুও তোমার প্রতি আমার মন চঞ্চল হয় নাই, কিন্তু যখন তুমি আমাকে বাজারের বেশ্যারমত ব্যবহার করিলে তখনি আমার তোমার উপর হত জ্ঞান হইয়াছে এক্ষণে আমার এই ভিক্ষা যে তুমি আর আমাকে পাপ কর্ম্মে লয়াইও না, আমার যথেষ্ট হইয়াছে।"

পাণ্ডাজী উপহাস করিয়া কহিলেন,—"এই কথা—আমি মনে করি আর কিছু, আমি তোমার গুরু, পাপ পুণ্য আমার ভার, সে আমি বুঝিব এক্ষণে চল, তাহা না হইলে এক্ষণি লোক ডাকিয়া অপমান করিয়া লইয়া যাব।"

গঙ্গাবতী এতক্ষণ স্থির ভাবে দণ্ডায়মানা হইয়া কথা কহিতেছিলেন, এই কথা শ্রবণমাত্র স্বপ্প সরিয়া কহিলেন, "আচ্ছা দেখ পার কি না—আমিও ক্ষত্রিয় কন্যা!"—চক্ করিয়া একটী দীপ্তি দৃষ্ট হইল।

পাণ্ডাজী চমকাইয়া দেখিলেন হস্তে সুশাণিত ফলক চক্ চক্ করিতেছে, ভ্রূ কুঞ্চিত,চক্ষু জল পূর্ণ দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, দন্তে ওষ্ঠ চাপিত, উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি, দুই পদ পিছাইয়া দাঁড়াইলেন, আবার কি ভাবিয়া এক পদ অগ্রসর হইলেন।

গঙ্গাবতী স্থিরস্বরে কহিলেন, আর এক পদ এগোলেই নিশ্চয় মারিব।

সম্মুখে শাণিত ছুরিকা চক্ চক্ করিলে অনেকেরি ভরসা থাকে না, পাণ্ডাজীর হস্তে কিছুই নাই মনে মনে অত্যন্ত আক্রোশ হইল, কিন্তু কিছু করিতে ভরসা হইল না, বলিলেন "গঙ্গাবতি আজ তোমার কি হইয়াছে ছি ছি !!

গঙ্গাবতী অঙ্গুলি দিয়া গৃহের দ্বার দেখাইয়া কহিলেন, "বাহির হও" পাণ্ডাজী শুড় শুড় করিয়া বাহির হইলেন, গঙ্গাবতী দ্বার রুদ্ধ করিয়া ছুরিকা দূরে ফেলিয়া ভূতলে পড়িয়া কাটা ছাগলের মত লুটিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

দেখি দেখি পারি কি না পারি * * * * * *

আমি আর কিছু ভাবিনে, একটু সন্দ হয় মনে, রাগ পাছে
হয় শুনে, প্রাণে যাতনা হবে আমারি ॥

গোপালে উড়ে।

অস্ত্র ধনু অশ্ব মল্ল বিদ্যাদির পরীক্ষা।

প্রথমতঃ ধনুর্ব্বিদ্যার পরীক্ষা—শত হস্তান্তরে লক্ষ্য বিন্ধিতে হইবেক, যাহারা পারক হইবেন তাহাদের চক্র ভেদ করিতে হইবেক তাহার পর অন্ধভেদী, শেষে শব্দভেদী, যিনি জয়ী হইবেন তিনি দশটী মুদ্রা মহিষের শৃঙ্গের ধনুক ও পঞ্চদশটী তীর পুরস্কার পাইবেন।

তাহার পর অশ্ববিদ্যা অবশেষে মল্ল যুদ্ধ।—অশ্ববিদ্যায় যিনি জয়ী হইবেন, তিনি এক অশ্ব এক কবজ ও অসি চর্ম্ম লাভ করিবেন; মল্ল যুদ্ধের পুরস্কার এক সুবর্ণ বলয়।

প্রথমে ধনুঃশিক্ষা পরীক্ষা হইবে।

বিহারের পক্ষে মনোহর ধানিরাম আর স্বয়ং হনুমন্ত সিংহ। রাজ গৃহের পক্ষে ভগবান্ লালা রামদোবে, আর শিবশঙ্করলাল—হনুমন্তের এ পরীক্ষা বুঝিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু শিবশঙ্কর বাবু আসাতে তাহাকে আশরে নামিতে হইল।—হনুমন্ত ও মনোহরের মুখ শুষ্ক গত বৎসর পরাভূত হইয়াছেন এবারও জয়ী হইবার ভরসা নাই, কিন্তু ধানিরাম এত নির্ভরসা হয়েন নাই,অল্প বয়সের অকুতো ভরসা, একবার জয়ী হইবেন মনে হইতেছে, আবার এমন প্রসিদ্ধ ধানকীদের জয় করা সহজ নহে এমতও বোধ হই-তেছে—এক চারি হস্ত পরিমাণ ধনুক লইয়া দণ্ডায়মান্

রহিআছে, রামদোবে গোঁফে তা দিতে দিতে মুচ্‌কি হাসিয়া মনোহরকে কহিল, "মনোহর ভায়া, এ বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচী কোথা পেলে, "ধামি হাসিয়া কহিল" দেখ যেন গলায় বাধে না।

রাম কহিলেন, "—তার ভয় নাই রাম নামে সব গলা থেকে নেবে যাবে" এই প্রকার বিদ্রূপ চলিতেছে এমত সময় দুর্ব্বার সিংহ উপস্থিত হইলেন, সকলে নিস্তব্ধ হইল এক্ষণে চাঁদমারী আরম্ভ হইবে।

প্রথমে হনুমন্ত সিংহ ধনু লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন, দুর্ব্বার সিংহ তীর মারিতে অনুমতি দিলেন, হনুমন্ত সিংহ চাপে বাণ বসাইয়া লক্ষ্য করিলেন, বাণ ত্যাগ করিতে ছিলা ছিন্ন হইল, তীরটী লক্ষ্য পর্য্যন্ত পোঁছিল না, তাহার দলস্থ লোকেরা "নেহি হুয়া" বলিয়া উটিল, হনুমন্ত দুর্ব্বার সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন এ তীর প্রামাণ্য"— দুর্ব্বার কহিলেন "হুঁ আপনাকে আর ছুঁড়িতে দিতে পারি না"—হনুমন্ত ধনুঃ ত্যাগ করিয়া মনোহরের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন "এখন তোমারি ভরসা দেখ মানটা রেখ।"

মনোহর—"আজ্ঞা চেষ্টার কসুর হইবে না" উত্তর করিল।

হনুমন্তের পর শিবশঙ্কর লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন মনোহর ধানিরাম প্রভৃতি সকলেই বিদ্ধ করিল, বিহারের এক জন বাতিল হইল।

চক্রভেদ—লক্ষ্যের পঞ্চদশ হস্ত অগ্রে এক খানি চক্র ঘূর্ণায়মান হইতেছে চক্রের নেমির অভ্যান্তর দিয়া লক্ষ্য ভেদ করিতে হইবেক।

শিবশঙ্কর বাবু ও তাঁহার দলস্থ সকলেই এ লক্ষ্য বিদ্ধ করিল—মনোহরের হস্ত কাঁপিতেছিল লক্ষ্য করিতে হস্ত কাঁপিল ধানিরাম “কি করেন” বলিয়া উঠিল থতমত খাইল, তীর হস্ত হইতে নির্গত হইয়া গেল চক্রে ঠেকিয়া ভূতলে পড়িল। বোমারা উঠিল—বিহারের দলের মুখ শুখাইয়া গেল—ভরসা মাত্র ধানি—ধানিরাম অগ্রসর হইয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিল বিহারের দলের অল্প ভরসা হইল, নিতান্ত হার হইবেক না।

অন্ধভেদ-চক্ষে বস্ত্র বন্ধন করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবেক।

শিবশঙ্কর বাবু রামদোবে ও ধানিরাম পারক হইলেন ভগবান্ লালা বাতিল হইল।

এতক্ষণ চতুরজী ও হনুমন্ত নির্ভরসা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ধানিকে পারক দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হইল নিকটে আসিয়া ধানির মস্তকে হস্ত দিয়া বাহাবা ধানি বলিয়া ভরসা দিলেন, এইবারটা পারিতে দেখিব।

ধানিরামের ভরসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছিল সাহস করিয়া কহিল “আজ্ঞা কিছু ভয় নাই এবার জিতিব।”

মনোহর নিজে হারিয়া এই দাম্ভিক বচন সহ্য হইল না কহিল “আর জিতে কাজ নাই বিড়ালের ভাগ্যে যদি সিকে ছিঁড়েছে এখন মানটা বাঁচাতে পার্লে হয়।”

শব্দ ভেদী—এক জন ব্যক্তি এক লৌহ ঢাল লইয়া শত হস্তান্তরে তাহার পার্শ্বে বসিয়া কোকিলের রব চারিবার করিবেক, চক্ষুবস্ত্রাবৃতধানকীদের ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া ঐ ঢাল বিদ্ধ করিতে হইবেক।

প্রথমে শিবশঙ্কর চক্ষে বস্ত্র বান্ধিয়া ধনু হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন এক জন বিহার নিবাসী লৌহ ঢাল লইয়া শত হস্তান্তরে বসিয়া ঢাল দিয়া গাত্র আচ্ছাদন করতঃ কোকিল ধ্বনি করিল, শিবশঙ্কর বাবু শর ত্যাগ করিলেন, শর লক্ষ্যের ঊর্দ্ধ দিয়া অন্তরে পড়িল, রামদোবে ঐ প্রকারে শর ত্যাগ করিল, ঢালে স্পর্শ করিয়া ভূতলে পড়িল, মহা বাহবা পড়িয়া গেল।

রামদোবে চক্ষের বস্ত্র মোচন করিয়া ধানির প্রতি চাহিয়া সগর্ব্বে কহিল, ধানি কোথায়—যুড়িবে কি, না ঐ পর্য্যন্ত।"

ধানি ধনুকের গুণ পরিবর্ত্তন করিতেছিল, এতদ্ শ্রবণে উত্তর করিল, "একটু রহ এখন ধনুকে গুণ দিচ্ছি এর পর তোমার পৃষ্ঠে পালান দিব" বলিয়া দম্ভে ধনুঃ হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

পাণ্ডাজীর মন ধুক্ পুক্ করিতেছিল ধানির দম্ভ দেখিয়া কহিলেন "ধানি বাবা একটু স্থির হোয়ে মের, অত তাড়াতাড়ি করিও না।"

চক্ষে বস্ত্র বন্ধন হইল, তিন বার কু২ না করিতে ধানি শর ত্যাগ করিল টং করিয়া ঢালে বাজিল।

যেমত ডোবাধন পাইলে লোকে হর্ষ যুক্ত হয়, বিহারের দলস্থ লোকের মন সেই প্রকার প্রফুল্ল হইল, বাহবার ধমকে মাটি ফাটিয়া গেল।

ধানিরাম চক্ষের বস্ত্র মোচন করিয়া রামদোবের প্রতি চাহিয়া কহিল "কেমন রাম বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো

হাত বিচী এখন দেখিলেত চল এখন তোমার পৃষ্ঠে পালান দিইগে, জগন্নাথ পার্শ্ব হইতে দেখিতে ছিল ছুটিয়া আ-সিয়া ধানিকে ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

দুর্ব্বার সিংহ অগ্রসর হইয়া ধানি ও রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন তোমরা পুরস্কার ভাগ করিয়া লইবে না আর কোন শিক্ষা দেখাইবে।"

বিহারস্থ সকলেরি ইচ্ছা যে পুরস্কার ভাগ করিয়া লওয়া হয়। রাজগৃহেরও ঐ ইচ্ছা, কিন্তু রামদোবে এক জন প্রসিদ্ধ ধানকী কি প্রকারে অগ্রে সম্মত হয়। কিন্তু "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" ধানিরাম বেঁকে বসিল "নয় রামদোবে জয়ী হউক নয় আমি জয়ী হই সমান হওয়া হবে না" কিছুতেই সম্মত হইল না, সুতরাং আর এক পরীক্ষা স্থির হইল—তীর কাটা কাটী—এক দশ হস্ত ঊর্দ্ধ বংশের পঞ্চ হস্তা-ন্তরে দণ্ডায়মান্ হইয়া ধানি এক তীর ঐ বংশের ঊর্দ্ধ দিয়া ক্ষেপণ করিবে, রামদোবেকে ঐ শর শূন্যমার্গে এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দিয়া কর্ত্তন করিতে হইবেক, আর রামদোবে শর ত্যাগ করিলে ধানিকে ঐ প্রকারে কর্ত্তন করিতে হইবেক।

প্রথমে রাম কর্ত্তন করিবে, দুজনেই শর চাপে বসাইয়া আকর্ণ পর্য্যন্ত টানিয়া দণ্ডায়মান হইল, রাম ধানির শর প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে, ধানিরাম তাহার চক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া আস্তে২ শর হইতে ছিলা খুলিয়া, সুদ্ধ ছিলা টঙ্কারিয়া ত্যাগ করিল, ঝনাক করিয়া শব্দ হইল, রাম শরত্যাগানুভাবে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিল, শূন্য তীর নাই, (ধানি এই অবসরে তীর ছাড়িল) রাম পুনর্ব্বায় ধানির হস্ত লক্ষ

করিয়া দেখেন ধনুকে তীর নাই, ত্রস্ত হইয়া আকাশ মার্গে চাহিল, শর পতিত হইতেছে—স্থির লক্ষ্য করিবার অবসর নাই অমনি শর ত্যাগ করিতে হইল, এক অঙ্গুলি অন্তর দিয়া তীর গেল, ধানির তীর ভূতলে পড়িল, রামের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল মনে করিলেন আচ্ছা ঠকাইয়াছে, ধানিরাম মুচ্‌কি হাসিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণ ধনুকে যুড়িল।

ধানির হাস্য রামের গাত্রে অগ্নিবৎ বোধ হইল, ওষ্ঠ দন্তে চাপিয়া কহিল, "আগে জেত তবে হেঁস, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল কেন?"

পুনর্ব্বার দুই জনে দণ্ডায়মান হইল, ধানিরাম রাম-দোবের শর প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিল, রাম অনেক প্রকার হুম্‌কি দিল ফের ফার করিল, ধানির শর-লক্ষ্য অচল কোন মতে অন্যমনস্কা হইল না, রাম আর তীর ছাড়ে না, ধানির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল, দর্শকেরা বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল, রাম আর কি করে শেষ হুম্‌কি দেখাইয়া শর ত্যাগ করিল, ধানিরাম খিপ্ত শর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধনু টানিল যে মাত্র খিপ্ত শর নিম্নে ফলক করিয়া পতিত হইতে আরম্ভ করিল, অমনি ধানি স্বীয়শর ত্যাগ করিয়া অর্দ্ধ পথে দুই খান করিয়া ফেলিল। মহা বোমারা দুও পড়িয়া গেল।—মনোহর ধানিকে ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, বিহারেব দলেরা চাদর ঘুরাইতে লাগিল, আজ পঞ্চ বৎসরের পর জয় হইয়াছে, আনন্দের আর সীমা নাই, বুড়া জগন্নাথ তেড়ে এসে ধানিকে স্কন্ধে করিয়া চকের চারিদিগ ঘুরাইয়া লইল,

আচ্ছা ধানি২ কুম২ ঝলি পুষ্প বৃষ্টি হইল ধানিরাম কাগঝলি খাইয়া লাল, গদ্গদ ভাবে দুই হস্তে নমস্কার করিল।

মহীপাল শিবশঙ্করকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি রামদোবেকে ঐ ছোঁড়াটা হারালে?"

শিবশঙ্কর বাবু ঘাড় চুল্কাইতে২ কহিলেন, "আজ্ঞা তাইতো, বোধ হয় রামদোবের কিছু হইয়া থাকিবে"

এমত সময় রামদোবে ও তাহার দলস্থ লোকেরা গোল করিতে২ মঞ্চের নিম্নে উপস্থিত হইল, রাজা কহিলেন "রাম আজ কল্লি কি বল দেখি" "হাল্লিতো হাল্লি একটা ছোঁড়ার কাছে হাল্লি"—অমন বাণকাটা কাটিতো তুই আমাকে শত বার দেখাইয়াছিস্? রামদোবে কর জোড় করিয়া কহিল, "মহারাজ তাহাতো দেখাইয়াছি ও অনুমতি হইলে এখনও দেখাইতে পারি কিন্তু ও ছোঁড়া আমাকে যাদু না কি কোল্লে, ও যেই তীর ছাড়িল আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না তবুত শব্দ এঁচে প্রায় কেটেছিলাম।"

রামের দলস্থরা "মহারাজ এই কথাই ঠিক কহিয়া উঠিল, তা না হোলে ধানি কি কখন রামকে জিতিতে পারে" এক জন কহিলেন ওহে দেখ্লে না ধানির হাতে একটা কি লাল কবজ বাঁধা ছিল, ও যতবার তীর ছোঁড়ে ততবার আগুন বার হয়" আর এক জন বলিল "ঠিক বোলেছ হাতে কি একটা বাঁধা ছিল বটে" রাজাও মানরক্ষার জন্য ঐ মতেই মত দিলেন, সকলে স্থির করিল যে ধানি যাদুতেই জয়ী হইয়াছে।

শিবশঙ্কর বাবু এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া একটু মুচ্কি

হাসিলেন, তিনি পরীক্ষা কালীন দুইজনের নিকটে ছিলেন, কি কৌশলে ধানি জয়ী হইয়াছে তাহা তিনি বিলক্ষণ দেখিয়াছিলেন, হাসিতেং অশ্ববিদ্যার পরীক্ষার নিমিত্ত নিম্নে নামিয়া গেলেন।

জগৎমোহিনী ও চঞ্চলা বসিয়া পরীক্ষা দর্শন করিতেছিলেন। যতক্ষণ পরীক্ষা হইল ততক্ষণ চঞ্চলা ধানির প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রবিয়াছিল, ধানি জয়ী হইলে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদুস্বরে বাহবা দিল, মোহিনীর চঞ্চলার প্রতি নয়ন ছিল তিনিই কেবল ঐ কথাটি শুনিতে পাইলেন, ফিরিয়া চঞ্চলার কর্ণেং বলিলেন, "বাঃ খুব বাহবা দিলে ব্যানে, তোমার কানায়েঁ ভাগিনার জয় হইয়াছে,কিন্তু আমাদের যে হার হোল, তা বুঝি মনে নাই, যার খাও তার বুঝি কেউ নও।"

চঞ্চলা লজ্জায় ও ভয়ে নত্রমুখী হইয়া "না না আম্তাং করিতে লাগিল।"

অশ্ববিদ্যা পরীক্ষার উদ্যোগ হইতে লাগিল।

দর্শকগণ হইতে দ্বিশত হস্তান্তরে একটী বংশ ও রজ্জু নির্ম্মিত ব্যবধান নির্ম্মাণ করা হইল সেই ব্যবধানেং দ্বিহস্ত পরিমাণে ষষ্ঠ দ্বার রাখা হইল, আবার ঐ ব্যবধানের দ্বিশত হস্তান্তরে আর একটী বংশ নির্ম্মিত চতুর্দ্বার বিশিষ্ট ব্যবধান স্থাপন করা হইল, ঐ ব্যবধানের শত হস্তান্তরে একটী বংশে একটী সোলার পক্ষী—ঐ পক্ষীকে যে দলস্থ অশ্বারোহী অগ্রে বরসা বিদ্ধ করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দর্শক সমূহের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে পারিবেক সেই দলের জয়

হইবেক, আর যে দলস্থ অশ্বারোহী ঐ ব্যবধানের যেই দ্বার দিয়া প্রথমে অতিক্রমণ করিতে পারিবেক সেই দ্বার সেই দলের হইবেক, অর্থাৎ ঐ দ্বার দিয়া বিপক্ষ দলস্থ লোকেরা গমনাগমন করিতে পারিবেক না, সকলকেই ঐ দ্বিব্যবধান পার হইতে হইবেক যিনি অক্ষম হইবেন, তাহাকে বাতিল করা হইবেক।

উভয় দলেই সুসজ্জ হইয়া দাঁড়াইলেন, হনুমন্ত ও শিবশঙ্কর বাবু পার্শ্বা পার্শ্বি হইয়া দাঁড়াইলেন উভয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্ব, পরস্পর পরস্পরকে সামলাইতে হইবেক, কি জানি যদি দ্রুত অশ্ব সঞ্চালনে তাঁহ দিগের খাটাল লহেন প্রত্যেক দলে চার২ অশ্বারোহী।

দুর্ব্বার সিংহ উভয় দলকে প্রস্তুত দেখিয়া হস্ততালি দিলেন উভয় দলের অশ্বারোহীরা অশ্ব চালাইয়া দিল হনুমন্ত ও শিবশঙ্কর পরস্পর পরস্পরকে চাপিয়া চলিলেন, কেহ কাহারও দ্বার লইতে পারিলেন না, উভয় দলেই তিন করিয়া দ্বার পাইলেন, কিন্তু হনুমন্তের দলস্থ এক জন অশ্বারোহী যেমন দ্বার উত্তীর্ণ হইবেক বংশে পদ ঠেকিল, হুড় মুড় করিয়া ভূতলে পড়িল—এক বোমাবা উঠিল, হনুমন্ত ফিরিয়া দেখিলেন, ঐ অবসরে শিবশঙ্কর অগ্রসর হইয়া তাহার দলস্থ আর এক জন অশ্বারোহীকে ইঙ্গিতে হনুমন্তের পার্শ্বে আসিতে কহিলেন।

হনুমন্ত ফিরিয়া দেখেন যে সম্মুখ ও পার্শ্ব পথ বন্ধ, বার হইবার উপায় নাই দ্বিদ্বার গেছে এক্ষণে আর এক দ্বার রক্ষা না করিতে পারিলে পরাভব স্বীকার

করিতে হইবেক, তাহার অনুবর্ত্তী দলস্থ অশ্বারোহীকে ডাকিয়া কহিলেন সর্ব্ব শেষের দ্বার লহ ছেড় না” সে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়া স্বীয় অশ্ব প্রাণপণে ধাবমান করিল, তাহার মুখ আটকাইবার কেহ নাই অক্লেশে শেষ খাটাল লইল হনুমন্তের সম্মুখস্থ দুই দ্বার শীবশঙ্কর বাবু পাইলেন। হনুমন্ত অশ্ব ফিরাইয়া স্বদ্বার দিয়া ভিতরে গেলেন, তাহার দলস্থ বক্রী অশ্বারোরীও সেই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল তিনি শোলার পক্ষীর নিকট পর্য্যন্ত না যাইয়া ঐ লোককে লইয়া পুনর্ব্বার নির্গত হইয়া বিপক্ষের দ্বারদ্বয় সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

শিবশঙ্কর বাবু সর্ব্বাগ্রে গমন করিয়া ঐ শোলার পক্ষী বিদ্ধ করিরা পিছন চাপ বলিয়া ফিরিলেন দ্বার অতিক্রম করিতে দেখেন সম্মুখে হনুমন্ত, সমান আসিতে ছিলেন তড়িতের ন্যায় ঘুরাইলেন, হনুমন্তের দক্ষিণ হইতে বামে গেলেন, কিন্তু হনুমন্তে অন্য অশ্বারোহীর দক্ষিণে পড়িলেন সে বরশা দিয়া বরশা আটক করিল হনুমন্তও ফিরিলেন, তিন অশ্বে জড়াজড়ি হইল হনুমন্তের অশ্বের পদ লাগিয়া শিবশঙ্করের অশ্বের নাল খুলিয়া গেল, শিবশঙ্কর বেগেছে বুঝিয়া তাহার দলস্থ ত্রকজনের সহিত বরশা বদল করিলেন, সে বরশা লইয়া অশ্বকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান করিল কিন্তু হনুমন্তের অশ্ব অত্যুৎকৃষ্ট চকিতের মধ্যে সম্মুখে আসিয়া পড়িল বরশায় বরশা আটকাইলেন কোন উপায় না দেখিয়া বরশা ঝাড়িয়া পক্ষী শিবশঙ্কর বাবুর নিকট ফেলিয়া দিল শিবশঙ্কর বাবু অমনি পক্ষী বিদ্ধ করিয়া স্বখাটাল

দিয়া বাহির হইলেন, হনুমন্তও স্বীয় খাটাল দিয়া বাহির হইলেন, শিবশঙ্কর বাবু আর দুই পা যাইতে পারিলে দর্শকদের নিকট পোঁছেন, অশ্বের নাল নাই হোঁচট খাইল, সামলাইতে হইল, ঐ অবসরে দুর্ব্বার স্বীয় বরশায় পক্ষী বিদ্ধ করিয়া দর্শকদিগের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

বোমারা—হার হইয়া গেল।

রাজা মহীপাল মুখ চুন করিয়া বসিয়া আছেন শিবশঙ্কর বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রাজা তাহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, "শিবশঙ্কর আজ কি হোল—আগা গোড়া হাঁর, আর তিন পা আসিতে পারিলে জয় হইত এ আর পারিলে না, তোমার এমন ঘোড়া খোঁড়া হোয়ে পড়িল, এবার আমাদের মুখ নিয়া ঘরে যায়া ভার হইল বিধি বাম হইলে কে পারে ?"

শিবশঙ্কর বাবু কোন উত্তর দিলেন না।—এক্ষণে বাঁকে সিংহের উপর ভরসা, সেও ক্রমশঃ বৃদ্ধ হইতেছে কি হয় বলা যায় না।

মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

বাঁকে সিংহ দাড়ি বন্ধন পূর্ব্বক কয়েক জন শিষ্য লইয়া মল্লভুমিতে নাবিল।

হনুমন্ত ও তাহার কোতোয়াল হরিবোল্লা পাঁড়ে ও ফুলদাস নামক এক জন মল্ল তিন জন নামিলেন, তাহাদিগের হস্তে সুবর্ণ বলয় প্রদান করা হইল—ত্রি শংখ্যক মল্ল যুদ্ধ হইবে যে দুল অধিক বার জয়ী হইবে তাহারাই

ঐ বলয় পাইবে,—প্রথমে বাঁকে সিংহের এক প্রধান শিষ্য নামিল।

বিহারের হইয়া ফুলদাস নামিল, মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ হইল হস্ত মিলাইয়া দুই জনে দণ্ডায়মান হইল, মল্লদিগের এই রিতী যে প্রথমেই পরস্পরের শিক্ষা নৈপুণ্য আনুমানার্থে (পেঁচ) কৌশল করে।—বাঁকের শিষ্য গ্রীবা স্পর্শন করিয়াই ঝাড় মারিল, ফুলদাস সামালাইতে না পারিয়া ভূমি লইল, বাঁকের শিষ্য অমনি চাপিয়া বসিল, ফুলদাস তিন চারিবার উঠিবার কৌশল করিল, সকলি বিফল হইল, বল কম প্রকাশ পাইল, বাঁকের শিষ্য আক্কেলবন্ধ বাধিয়া কুমারের চক্রের মত ঘুরাইল, খোলে করিয়া চিৎ করিল।

মহা বাহবা পড়িল—রাজ গৃহের এই প্রথম জিত।

বাঁকেসিংহ—দাড়িওয়ালা মল্লস্থলীতে নামিল, পূর্ব্ব বৎসরে সকলকে পরাভব করিয়াছিল, এবারও তাই ভাবিয়া ও চঞ্চলা দেখিতেছে জানিয়া গাত্রের বসন পরিত্যাগ করতঃ বাহুতে মৃত্তিকা মর্দ্দন পূর্ব্বক তাল ঠুকে দণ্ডায়মান হইল।

হরিবোল্লাও প্রস্তুত হইল, হনুমন্ত আসিয়া কর্ণে কর্ণে কহিছেন, "এবার বাঁকে দমক্ষমে তেমন তৈয়ার নাই, শীঘ্র বেধে লড়িও না, কেবল স্ফূর্ত্তির উপর লড়িবে, দেখ শীঘ্র ধরা দিয় না, হরিবোল্লা "যে আজ্ঞা" বলিয়া অগ্রসর হওতঃ হস্ত মিলাইয়া দণ্ডায়মান হইল।"

বাঁকে সিংহ বাঁধিয়া লড়িবার আসরে অগ্রসর হইল,

হরিবোল্লা হনুমন্তের পরামর্শানুযায়ীক সে অভিপ্রায় নাই—পায়তরা করিয়া ধরেন অমনি পালট করিয়া সরিয়া যান এই প্রকার দুই দণ্ডকাল যুদ্ধ হইল। বাঁকে দেখিল যে সে ক্রমশঃ ক্লান্ত হইতেছেন, এরূপ প্রকার যুদ্ধ করিতে দেওয়া আর শ্রেয়ঃ নহে, সজোরে ধরিল, ক্ষণেক ঠেলা ঠেলি করিয়া বাহুবলী কৌশলে ভূমিতে আনিল, হরিবোল্লার নিম্নে থাকিয়া বোধ হইল; যে বাঁকের ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, আর বসিতে দেওয়া বিধেয় নহে, ক্রমাগতঃ উঠিবার কৌশল করিতে আরম্ভ করিল, তিনবার নিষ্ফল হইল চতুর্থ বারের পর পাল্‌টে উপরে আসিল, বাঁকে সিংহ নিতান্ত ক্লান্ত আর দম নাই মহিষের মত জমী লইল হরিবোল্লা উপর হইতে অনেক কৌশল করিল, কিন্তু কোন মতে চিত করিতে সক্ষম হইল না, শেষে দর্শকেরা সমান বলিয়া ছাড়াইতে অনুরোধ করিল, দুর্ব্বার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন বাঁকে তুমি কি বল।"

বাঁকে উত্তর করিল "হরিকে জিজ্ঞাসা করুন।"

হরিবোল্লা উত্তর করিল, "আজ্ঞা আমা হইতে ইহার উর্দ্ধ আর কিছু হইবে না"—সুতরাং বাজি চেরা রহিল।

রাজা মহীপালের মুখ চুন, তাঁহার ব্রহ্ম অস্ত্র ব্যর্থ হইল, এক্ষণে হনুমন্তের সহিত কে মল্ল যুদ্ধে পারক হইবে, শিবশঙ্কর বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "শিবশঙ্কর আজ মুখে চুনকালী লইয়া যাইতে হইল, এমন হার কখন হয় নাই উপায় কি" এমত সময় হনুমন্ত সিংহ শিবশঙ্করের

প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "কেমন নেবে আসিবে না হার স্বীকার করিবে" শিবশঙ্কর বাবুর ঘাড় হেঁট, তিনি বিশেষ রূপ জ্ঞাত ছিলেন যে তাহা অপেক্ষা হনুমন্ত বলিষ্ঠ।

রাজার গাত্র জ্বালা ধরিয়াছে, এ বাক্য আর সহ্য হইল না, কহিলেন "শিবশঙ্কর বাবা আমারত পুত্রটী এক্ষণে বড় হয় নাই যে তাঁহাকে অনুমতি করিব তুমি আমার সব—এত আর প্রাণে সহে না, নয় তুমি নাব নাহয় আমি উঠি।

শিবশঙ্কর বাবুর মুখ হেঁট "মহারাজ আপনাকে যাইতে হইবেক না আমি নামিতেছি" বলিয়া মঞ্চ হইতে নামিয়া মল্লস্থলীতে আসিলেন।

রাজ গৃহের লোকেরা মুখ বেক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল বড়২ গোঁড়ারা সোটুকে পড়িবার পথ দেখিতে লাগিল, এমৎ সময় এক জন দর্শক অগ্রসর হইয়া শিবশঙ্কর বাবুর কর্ণে২ কি বলিল, তিনি মস্তক নাড়িলেন, পুনর্ব্বার কি বলিয়া তাঁহার স্কন্ধদেশ ধৃত করিয়া মঞ্চাভিমুখে গমন করিল, শিবশঙ্কর বাবু মঞ্চারোহণ করিয়া রাজাকে কি বলিলেন।

তিনি উত্তর করিলেন "ক্ষতি কি বেস্‌তো আজ মান বাঁচাইয়া যাইতে পারিলে হয়, কিন্তু দেখো যেন এই কয়েক গ্রাম বাসী হয়।"

শিবশঙ্কর বাবু "আজ্ঞা তার ভয় নাই" বলিয়া হনুমন্তের নিকট গমন করিয়া তাহাকেও কি বলিলেন।

তিনি উত্তর করিলেন আমার আপত্তি নাই পাণ্ডাজীকে জিজ্ঞাসা করুন।—এমত সময় দুর্ব্বার সিং ও পাণ্ডাজী উভয়ে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপারটা কি" হনুমন্ত উত্তর

করিলেন, "বিহারের এক জন লোক (এক্ষণে সে বিহার নিবাসী নহে) রাজ গৃহের হইয়া মল্ল যুদ্ধ করিতে চাহে কিন্তু সে তাহার নাম বলিবে না।"

দুর্ব্বার সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি বলেন।"

পাণ্ডাজী ও হনুমন্ত কহিলেন যদি ভদ্রকুলোদ্ভব হয়েন, তবে "আমাদের কোন আপত্তি নাহি।"

দুর্ব্বার শিবশঙ্কর বাবুর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তবে নামিতে কহ "যে আজ্ঞা" বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন, এক জন মল্লবেশে মল্লভূমিতে নামিল, মুখ মস্তক টোপাবৃত যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহা লালমাটী গেরিমাটী ও কালিতে গারিত চেনা ভার কিন্তু শরীর নয়ন সুখকর—বর্ণ গৌর, অস্থি মাংসে জড়িত—প্রত্যেক মাংসপেশী স্পষ্ট প্রতীয়মান—যেমন দীর্ঘ শরীর তেমত প্রশস্ত বক্ষস্থল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংলগ্ন, দেখিয়া দ্বিরদরদ খোদিত জ্ঞান হয়।

দর্শকেরা "কেহে চেন" "এ আবার কে" বলা বলি করিতে লাগিল, দুর্ব্বার শিবশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন শিবু এই কি তোমাদের মল্ল, আচ্ছা শরীর হনুমন্ত ভায়ার কি হয় বলা যায় না" তিনি "আজ্ঞা হা" বলিয়া সায় দিলেন।

পাণ্ডাজীর মনে শঙ্কা জন্মিয়াছিল, কিন্তু আস্ফালন করিয়া কহিলেন, "বলেন কি রাজার অর্দ্ধেক শরীর হবে না ধরিবেন আর মারিবেন।"

দুর্ব্বার পাণ্ডাজীর প্রতি চাহিয়া একটু মুচকি হাসিলেন

পাণ্ডাজী তাহা দেখিয়ে ও না দেখিয়া শিবশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শিবু বাবু "ইনি কে।"

শিবু বাবু উত্তর করিলেন, "আপনি দেখিতে ত পাইতেছেন"—"দেখিতেত পাইতেছি কিন্তু চিনিতে পারিতেছি না, আপনি তো চেনেন কে বলুন দেখি" বলিয়া পাণ্ডাজী ফিরিয়া চাহিলেন।

শিবশঙ্কর বাবু সরিয়া গেছেন।—মনে এক প্রকার আতঙ্ক হইল, ফিরিয়া মল্ল যুদ্ধ দেখিতে দণ্ডায়মান হইলেন।

হরিবোল্লা পাঁড়ে হনুমন্তের নিকট দাণ্ডাইয়া ছিলেন ক্ষণেক বিপক্ষ মল্লকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ সাবধানে লড়িবেন, প্রকৃত মল্ল বটে, কিন্তু প্রথম এক ঝোঁক দিয়া জোরটা দেখে লবেন।"

হনুমন্ত মুখ চাপিয়া "হুঁ" দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেও চেন" "আজ্ঞা না" কোতয়াল উত্তর করিল।

হনুমন্ত অগ্রসর হইয়া হস্ত মিলাইলেন, মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ হইল—হনুমন্ত হস্ত মিলাইয়া দস্তি কৌশলে পিছনে গেলেন লপেট করিলেন, বিপক্ষ মল্ল উত্থিত পদে পদ দিয়া কাটানে জমী দেখাইল, চকিতের মধ্যে হনুমন্ত উঠিয়া পুনর্বার ধরিলেন, ধরিবামাত্রেই বিপক্ষ মল্ল ঢাক কৌশল করিল, হনুমন্ত উত্থিত পদ মল্লের স্থিত পদে লিপ্ত করিয়া কাটান করিলেন, উভয়েই ভূমিতে আসিলেন, পুনর্বার উভয়ে উঠিয়া ধরিলেন, দুই জনের যুদ্ধ দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য মানিল, বাহবার উপর বাহবা পড়িল, উভয়েই মল্ল কৌশলে পণ্ডিত, কেহ কাহাকে ভূমে রাখিতে পারেন না, যেমন একটী পেঁচে

ভূমিতে আনীত হয়েন অমনি জোড় তোড়েতে উঠিয়া যান এই মত ষষ্ঠবার উঠাপড়ার পর হনুমন্ত বাহুবলী কৌশল করিলেন, মল্ল দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিয়া তোড় করিলেন পাল্‌টে কালজঙ্ঘা মারিতে গেলেন হনুমন্ত পদে পদ লিপ্ত করিয়া চাপিয়া বসিলেন, বাহবা পোড়ে গেল।

সকলেই নিস্তব্ধ, চুঁ শব্দটী অবধি নাই, এবারে যা হবার একটা হইবেক, দুই জনেই ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন; হনুমন্ত ক্ষণেক দম লইয়া বিম্মা দিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমে আক্কেল বন্ধ বাঁধিলেন, বিপক্ষ মল্লের টোপি শিথিল হইয়া প[illegible]ল, বাহুমর্দ্দনে ছিন্ন হইয়া মস্তক হইতে ভূতলে পড়িল, [illegible]ন ঘর্ম্মাক্ত সমস্ত রঙ্গ উঠিয়া গেল, হনুমন্ত মুখাবলোকন করিয়া চম্‌কিয়া ছাড়িয়া দিলেন। এমত চম্‌কাইয়া উঠিয়াছিলেন যে পাণ্ডাজী আঘাত প্রাপ্তি অনুমানে শীঘ্র নিকটে আসিলেন, কিন্তু সেই ছাড়াতেই কর্ম্ম শেষ হইল, বিপক্ষ মল্ল নিম্ন হইতে কাঁইচি কৌশল করিয়া ঘুরিয়া উঠিলেন, হনুমন্ত সাম্‌লাইতে পারিলেন না, চিত হইয়া পড়িলেন—বোমারা।

পাণ্ডাজী অগ্রসর হইয়া চিনিতে পারিয়া চমৎকৃত হইয়া দণ্ডায়মান্ হইলেন, ভ্রম জ্ঞানে চক্ষু মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার দেখিলেন, লালমাধবপ্রসাদই বটে, তাড়াতাড়ি গুরুজীর নিকট আসিয়া কর্ণে২ কহিলেন, "প্রভু সর্ব্বনাশ এই বুঝি আপনার মাধবলাল মোরেছে।"

গুরুজী ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কি হইয়াছে এত উতলা কেন।"

পাণ্ডাজী উত্তর করিলেন, "আর উতলা কেন, কে জয়ী হইল ভাল করিয়া দেখুন দেখি।"

গুরুজী উত্তমরূপ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তাই তো এ আবার কোত্থেকে, মোরে বেঁচে এল না কি।"

পাণ্ডাজী—"এক্ষণে উপায়।"

গুরুজী উত্তর করিলেন, "তার ভয় কি, তোমার নিকট হইতে তো আর দেববাটী লইতে পারিবে না কিম্বা হনুমন্তের নিকট হইতে রাজ্য লইতে পারিবে না। শত্রু জানা গেল ভালই হইল, গোপনে থাকিলে চাই কি উৎপাত করিতে পারিত, স্থির হও, এক উপায় করিয়া দিই" বলিয়া উঠিলেন।

ওদিগে দর্শকেরা ক্রমে সকলেই চিনিতে পারিল মহা বাহবা পড়িয়া গেল, শেষে 'রাজা মাধবপ্রসাদকি জয়" বলিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল।

হনুমন্ত একে পরাভব গাত্র জ্বালা তাতে আবার লাল-মাধবপ্রসাদকি জয়—রাগে গরং করিতে লাগিলেন, একটা ছুঁতালতা পাইলেই একটা কারখানা করিয়া বসেন, এমত সময় রাজগুরু রঘুনাথজী মঞ্চ হইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, শিবশঙ্কর বাবু তোমার এ কি কাজ, তুমি ঐ পাপিষ্ঠ নরাধমকে দিয়া আমাদের রাজার অবমাননা করিলে, আর ও ব্রহ্মহন্তারকের এত বড় আস্পর্দ্ধা। কে আছে ধর, নরাধমকে ধর। হনুহন্ত ছুতা পাইয়া ধরং করিয়া অগ্রসর হইলেন, ধরং এক মহা কোলাহল হইয়া উঠিল, গুরুজীর কএক জন অশ্বারোহী সৈন্য বেড়ার অভ্যন্তরে ঢুকিল, মারং করিয়া অগ্রসর হইল, দুর্ব্বার সিংহ মাধবলালকে...

চিনিতে পারিয়া কথাবাৰ্ত্তা কহিতেছিলেন, ঐ গোল শ্রবণ করিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, মাধবও সেই দিগে চাহিলেন দেখিলেন যে শিব বাবু "পালাও পালাও" বলিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন। কএক জন অস্ত্রধারী অশ্বারোহী সৈন্য তাহারদিগে আসিতেছে মাধব বুঝিতে পারিয়া পলায়নের উপক্রম করিলেন, কিন্তু সময় পাইলেন না তাহারা আসিয়া পড়িল।

দুই জন অশ্ব হইতে লম্ফে অবতীর্ণ হইয়া ধর ধর করিয়া ধরিতে গেল।

দুর্ব্বার এক জনের স্কন্ধ বসন ধৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কে কাকে ধোত্তে যাচ্ছিস্।"

সে "রাজার হুকুম" বলিয়া হস্তমোচন করিয়া পুনর্ব্বার ধরিতে গেল, দুর্ব্বার তাহার গলা ধরিয়া ঘুরাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।—অন্য জন গিয়া মাধব বাবুকে ধরিল, তিনি অমনি তাহাকে শূন্যে তুলিয়া এক আছাড় মারিলেন, এক জন অশ্ব রজ্জু ধরিয়াছিল এক চপেটাঘাতে তাহাকে ভূতলে ফেলিলেন, অশ্বারোহণ করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে দুর্ব্বার সিংহের অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া পড়িল, দুর্ব্বার রাজগুরু পাণ্ডাজীর সৈন্যচয়কে অঙ্গুলী দ্বারা দেখাইয়া, "আট্‌কাও" অনুমতি দিলেন. তাহারা তৎক্ষণাৎ বরশার ফলক নামাইয়া ফিরিয়া পথ রুদ্ধ করিল দুর্ব্বারের সৈন্য ভিন্ন আর কাহারও সকবজ রণবেশ ছিল না, সুতরাং সকলকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

দুর্ব্বার সিংহ "বাহার কর দেও" আজ্ঞা দিবার নিমিত্ত হস্তোত্তোলন করিয়াছেন এমত সময় হনুমন্ত আসিয়া কহিলেন, "তুমি মহারাজের আজ্ঞা অবহেলন কর, এমন নরাধমকে পলাইতে দেহ।"

দুর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজের আজ্ঞা কি তর, আর মাহারাজ বা কোথায়।"

হনুমন্ত উত্তর করিলেন "কেন, রাজগুরু রাজপ্রতিনিধি রাজস্বরূপ তাঁহার আজ্ঞা রাজ আজ্ঞার সমান, আর ইহার অগ্রে নগরে২ প্রচার করা হইয়াছিল যে, ওকে কেহ যেন স্থান না দেয়।

এমত সময় মহীপাল এই গোলযোগ দেখিয়া তাহার দলবল লইয়া ঐ স্থলে উপস্থিত হইলেন, দুর্ব্বারের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "ভাই এ কিমত কার্য্য হইল আমার মল্লকে ধরিতে আদেশ কে দিল, দুর্ব্বার স্বভাবতঃ উগ্র স্বভাব, রাজা মহীপালের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "ভায়া, আমারাতো চুল পাকালেম, কিন্তু আমাদের নূতন রাজার নূতন রাজনীতি শুনুন, আমার গ্রামে আমার সমক্ষে আমার নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে রাজগুরু ধৃত করিতে আদেশ দিতে পারেন, তিনি রাজপ্রতিনিধি রাজ স্বরূপ, তাহার আজ্ঞা রাজ আজ্ঞা বলিয়া মানিতে হইবেক, কেমন হে তুমিও ত চুল পাকালে এ রাজনীতি জান?"

হনুমন্ত "নূতন রাজা" বলাতে মহাক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। চতুরঙ্গী পাণ্ডা এই বিষম ব্যাপার দেখিয়া মধ্যস্থলে পড়িয়া বলিলেন "মহারাজ আপনারা কি করেন, সামান্য

বিষয় লইয়া সুহৃদ্ভেদ করিতে চাহেন, দুর্ব্বারও মহীপালের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, আপনারা দ্বিজোত্তম আপনাদের কি এই শোভা পায়, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি ব্রাহ্মণ আমাকে ভিক্ষা দিন্” হনুমন্তের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, আপনাকে গুরুজী একবার ডাকিতেছেন আপনি এক বার যান।

এমত সময় রাজগুরু রঘুনাথজী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সকলের মুখাবলোকন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সকলেই রাগত, হাস্য বদনে কহিলেন, আপনারা কি নিতান্ত উন্মাদ হইয়াছেন, কোথা আমোদ প্রমোদ করিতে আসিয়া এ কি বিড়ম্বনা, এক জন হিন্দুধর্ম্ম বিরোধী ব্রাহ্মণ বিরোধী রাজবিচারে দণ্ডিত ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট কর্ম্ম-ভ্রষ্ট পতিত অধর্ম্মাচারী লোককে দেখিলে কোন্ হিন্দু সন্তানের রাগের উদ্রেক না হয় আমার দোষের মধ্যে তাহাকে আমি ধরিতে কহিয়াছিলাম, সে কি আমার লোকদিগকে ধরিতে কহিয়াছিলাম? এমত কখনই নহে আমি হিন্দু সন্তান মাত্রকেই কহিয়াছিলাম, আপনাদিগকে বলিয়াছিলাম আমি হিন্দু-ধর্ম্মতিলকদিগকে কহিয়াছিলাম, কিন্তু মহারাজ মহীপাল আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—“আপনি এমত ধার্ম্মিক হইয়া এই মহাপাপীর সহবাস করেন, অধর্ম্মাচার বশতঃ যিনি এক সন্তান হইয়াও পিতৃ-পরিত্যক্ত—রাজবিচারে দোষীপ্রমাণ হইয়া রাজ্যচ্যুত যিনি ব্রহ্মহত্যাকারী পতিত যাহার দর্শনে পাপ, স্পর্শনে পাপ, যাহার সহবাসে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইতে হয়, তিনি আপনার দলস্থ, যাহাকে মহারাজ

পাটলীপুত্রেশ্বর তাঁহার রাজ্যে স্থান আহার বারণ, করিয়াছেন, তাহাকে সাহায্য করা কি রাজ আজ্ঞা প্রতিপালন? মহারাজ আপনিত এক জন প্রধান ধর্ম্মজ্ঞ আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, এ কি ধার্ম্মিকের কার্য্য হইয়াছে, আমি প্রত্যাগমন করিয়া মহারাজকে কি বলিব?

শিবশঙ্কর বাবু মাধব প্রমুখাৎ আদ্যন্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, আর গুরুজীর ভণ্ডামি সহ্য হইল না, অগ্রসর হইয়া উত্তর করিলেন, "প্রভোঃ আপনি রাজা মহাশয়কে বৃথা বলিতেছেন আপনি যে মুহূর্ত্তে মাধবলালকে দর্শন করিয়াছেন, উনিও সেই সময়ে করিয়াছেন, মাধবলাল যে জীবিত আছেন ইহারা জ্ঞাত ছিলেন না, আমিও জ্ঞাত ছিলাম না, তিন দিবস হইল মাধবলাল আমার নিকট অবস্থিতি করিতেছেন।

দুর্বার ছি ছি করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এত বয়ঃক্রম হইল কোন জ্ঞান হয় নাই?"

গুরুজী সুযোগ বুঝিয়া দুর্বারকে নিবারণ করিয়া শিবশঙ্করকে কহিলেন, "বাবা তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়।"

শিবশঙ্কর বাবুর অগ্রেই পাণ্ডাজীর ভণ্ডামিতে মনে রাগের উদয় হইয়াছিল, দুর্ব্বারসিংহের ছিছিতে একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন, গুরুজীকে উত্তর করিলেন, প্রায়শ্চিত্ত করিব, কারণ? "কি নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

গুরুজী উত্তর করিলেন, "ব্রহ্মহত্যাকারীর সহিত সহবাস করিলে পতিত হইতে হয়, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হই-

বেক, আর রাজাজ্ঞা মতে তোমায় উহাকে ত্যাগ করিতে হইবেক, এক্ষণে বোধ হয় বাবাজী বুঝিতে পারিয়াছেন” বলিয়া গুরুজী ঈষদ্ হাসিলেন।

শিবশঙ্কর বাবু উত্তর করিলেন, “আজ্ঞা হাঁ বুঝিয়াছি, আপনকার মতে ব্রহ্মহত্যাকারীর সহবাসদোষ নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত ও রাজ আজ্ঞানুযায়ীক পরিত্যাগ করিতে হইবে এইত ?” (গুরুজী মস্তক নাড়িয়া হুঁ দিলেন) “মহাশয়েরা সকলে শ্রবণ করুন, আমি সকলের সম্মুখে বলিতেছি মাধব-প্রসাদ কখনই ব্রহ্মহত্যা করেন নাই, তবে যে কে করিয়া-ছিল, আমার বলিবার আবশ্যক নাই, “ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি” আজ না হয় সময়ে অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। আর রাজ বিচারে যে কি প্রকারে ও কি প্রমাণে দোষী হইয়া ছিলেন তাহা গুরুজী আপনি বিশেষরূপ জানেন, মাধবের মস্তকে আজ তাহার চিহ্ন আছে বলিয়া গুরুজীর প্রতি এক দৃষ্টে চাহিলেন (গুরুজীর অন্তরে যাহা হোউক বাহিকে মুখের যেমন হাসি তেমনি রহিল কোন বৈলক্ষণ্য হইল না) শিব-শঙ্কর বাবু আশ্চর্য্য মানিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন—তবে দুঃখের বিষয় এই যে যার পিতার দ্বারে শত২ লোক প্রতিপালন হইত তাহার এক্ষণে মস্তক লুকাইবার স্থান নাই, আপ-নারা লোক প্রমুখাৎ দোষী শ্রবণে কোন সাহায্য করি-লেন না।”

পাণ্ডাজী রাজা মহীপালের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, মনে ভাবিলেন যে, ক্রুদ্ধ অল্প বয়স্ক লোকের মুখে আট্‌কাল নাই, আর কিছু বলিতে পারে, যদিচ লোকে বিশ্বাস

না কর তথাচ আর বলিতে দেওয়া উচিত নহে, এই স্থির করিয়া রাজা মহীপালের কর্ণে কর্ণে কহিলেন, "শিবশঙ্কর বাবুর মাধব লালের পক্ষ হইবার কারণ বোধ হয় মহারাজ অবগত নহেন, ওঁর সুমতী দেবীকে বিবাহ করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা রাজা তাহাতে সম্মতি দেন নাই, মাধবলাল তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন, তাহাতেই বোধ হয় তাহার পক্ষ হইয়া এত বাক্ চাতুরি করিতেছেন—এই কথা শুনিবামাত্র মহীপালের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তিনি তাহার কন্যা মোহিনীর সহিত শিবশঙ্করের বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু শিব বাবু ছলে তাহা স্থগিত রাখিয়াছেন, অন্য কেহ হইলে আগ্র হইয়া বিবাহ করিত, শিব বাবুকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন, মনে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিল, শিবশঙ্করকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "বাবুহে সব বোঝা গেছে আর বাক্-চাতুরির আবশ্যক নাই, মাগ নাই তার শশুর বাড়ি, এমত অগ্রে জানিলে তোমাকে আর নিজ পুত্রের মত ব্যাবহার করিতাম না, আমারি ভুল, বাঁদরের গলায় মুক্তার হার দিতে চাহিয়াছিলাম,—দুর্ব্বারের প্রতি ফিরিয়া কহিলেন, ত কি কুলগ্নে যাত্রা হইয়াছে যে সকল কর্ম্মে বিঘ্ন ঘটিতেছে, এক্ষণে আমি আসি"—"আর গুরুজী প্রণাম আপনার নিকট আমি অপরাধী; অপরাধ ক্ষমা করিবেন, আপনি এক্ষণে জানিতে পারিলেন যে ঐ গণ্ড মূর্খ হইতে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া ফিরিয়া গেলেন, সকলেই রাজা মহীপালের ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া রহিল গুরুজী পাণ্ডাজীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, পা-

গুরুজী চক্ষু টিপিলেন, কর্ম্ম বশতঃ ঐ ইঙ্গিত দুর্ব্বারের নয়ন গোচর হইল, মনে মহা সন্দেহ জন্মিল, কিছুনা কিছু হই-য়াছে স্থির করিয়া গুরুজীর প্রতি ফিরিয়া কহিলেন, অনুমতি হয় তো সন্ধ্যাক্রিয়া সমাধা করিয়া আসি, এক্ষণে অাতশ বাজী বাকী আছে, আর শিবশঙ্কর ছেলে মানুষ তাহার কথা গ্রাহ্য নহে বলিয়া প্রণাম করিলেন, শিবশঙ্করের স্কন্ধ আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেলেন, অল্প দূরে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?"

শিবশঙ্কর মাধবের প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা সমস্ত বলিলেন, আর কহিলেন, "এক্ষণে মহারাজের নিকট বিচার প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা আছে সমস্ত প্রমাণ একত্র হইলেই তিনি যাত্রা করিবেন।

দুর্ব্বার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তোমরা যদি ইহা প্রমাণ করিতে পার তাহা হইলে আমি স্বয়ং যাইব এক্ষণে সাক্ষ্য একত্র করহ, সে যাহা হউক, মহীপাল ভায়া তোমার উপর সহসা এত রাগত হইবার কারণ কি ? আমিত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

শিবশঙ্কর উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা আমিও কিছুই বুঝিতে পারি না" ক্ষণেক পরে দুর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, পাণ্ডা তাহার কর্ণে২ কি ফুস্‌২ করিতেছিল দেখিয়াছ।

শিবশঙ্কর কহিলেন "আজ্ঞা পাণ্ডা কি ফুস্‌২ করিতে-ছিল ! তার অসাধ্য কিছুই নাই বোধ হয় কি লাগাইয়াছে" দুর্ব্বার কহিলেন "আমার তাই বোধ হয়, কারণ গুরুজীর সহিত কি চোক টেপাটিপি করিল।"

"আজ্ঞা তবে আর সন্দেহ নাই নিশ্চয় কি লাগাইয়াছে।"

তোদের কাজ কি শ্যামের কথা কোয়ে।
আপনি সেঁপেছি প্রাণ, আপনি বুঝিয়ে॥

মোহিনী লালমাধবপ্রসাদকে দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিয়াছিলেন, যখন মল্ল যুদ্ধে জয়ী হইলেন, অন্তঃকরণ আহ্লাদে আর্দ্র হইয়াছিল, যখন সকলের "রাজা মাধবপ্রসাদ কি জয়" ধ্বনি শ্রবণ করিলেন মনের প্রায় নির্দ্দীপ্ত আশা পুনর্ব্বার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু যখন ধর২ মার২ করিয়া অস্ত্রধারী অশ্বারোহীরা ধরিতে অগ্রসর হইল, আশা প্রদীপ নির্ব্বাণ পাইল, সকল অন্ধকারময় দেখিলেন, প্রাণ উড়িয়া গেল, বর্ণ বিবর্ণ হইল, চঞ্চলা জিজ্ঞাসা করিল, "কোন অসুখ কচ্চে" শব্দ কর্ণে প্রবেশ হইল না, এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, ওষ্ঠ শুষ্ক ও বিস্ফারিত, নিশ্বাস স্থগিত, ললাট ঘর্ম্মাক্ত, হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলীচয় একত্রে দৃঢ় বন্ধনে বক্ষ চাপিয়া রহিলেন,—মাধব পলায়ন করিলে পর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অঙ্গুলীর দৃঢ় বন্ধন শ্লথ করিলেন।

চঞ্চলা এতক্ষণে কারণ বুঝিতে পারিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "ঘরে যাবেন"

মোহিনী অঞ্চল লইয়া ঘর্ম্মার্দ্রানন মুছিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "হুঁ মাকে বল।"

চঞ্চলা রাজ্ঞীকে কহিয়া দুজনে ডুলি আরোহণে তাম্বুতে আসিয়া মোহিনীর শয়নাগারে গমন করিলেন, মোহিনী চঞ্চলার কর ধৃত করিয়া কর্ণেং কহিলেন, "আমার একটী কথা রাখ্‌বি বলিব" চঞ্চলা কহিল "বলুন না।"

"ধানির কাছে একবার যেতে পার" মোহিনী মৃদুস্বরে কহিলেন, "ধানির নাম শ্রুতমাত্র চঞ্চলা চমকিয়া পরিহাস জ্ঞানে মুখ প্রতি চাহিল, দেখিল শ্লেষ ভাব নহে, বিষম বিপদ্‌, কি করিয়া ধানির সহিত সাক্ষাৎ করিব, কিন্তু "না" বলিলে ছাড়ান নাই, কি করি, সাত পাঁচ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কি হবে ?"

মোহিনী সলজ্জ ভাবে কহিলেন—"কি হইল, সংবাদ আনিতে।"

চ—"মোনহরের কাছে গেলে হয় না ?"

মো—"না।"

চ—"কেন।"

মোহিনী কহিলেন,—"তার কাছে গেলে হবে না" আমার লজ্জা করে তুমি ধানিকে গিয়ে বোল, আমি আজ বাড়ি ফিরে যাব, যদি তিনি খিড়কীর বাগানে আসিতে পারেন তো আমার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে" দেখ আমি বোলেছি তিনি যেন টের পান না, ধানিকে ফাঁকি ঝুকি দিয়ে নিয়ে যেতে বলিস্‌।"

চঞ্চলা উত্তর করিল,—"আচ্ছা তাতো বোল্‌ব, কিন্তু তার দেখা কোরে লাভ কি ? এইমাত্র কি হোল তাতো স্বচক্ষে দেখিলেন।"

মোহিনী বিরক্ত ভাবে কহিলেন, "সে এখন আমি বুঝিব, তুই এখন যা দেখিন্।"

চঞ্চলা নিরুত্তর হইয়া রহিল, মোহিনী পুনশ্চ কহিলেন। "চঞ্চলা যাবিনি ? যানা" কোন উত্তর নাই—দুইটি হস্ত ধরিয়া কহিলেন "চঞ্চলা আমার এই উপকারটী কর।" চঞ্চলা মস্তক হেঁট করিয়া দাঁড়াইল,—পুনশ্চ কহিলেন চঞ্চলা এই বুঝি তুমি আমাকে ভাল বাস—তুই যা চাস আমি তোকে তাই দিব, আমার এই কাজটী কর, আমার মাথা খাস আমার মরা মুখ দেখিস্, তোর পায়ে ধরি।"

"আঃ কি বলেন, কি করেন, আজ তোমার কি হয়েছে, পাগল হোয়েছেন, আমি কি আর এইটুকু গিয়ে বলিতে পারিনে, গিয়ে আর লাভ কি হবে বল দেখি।"

"আমি একবার দেখিব" মোহিনী উত্তর করিলেন।

চ—"এই অবধি, আর কিছু নয় তো ?"

মো—"আর কিছু আবার কি ?"

চ—"পালাবে টালাবে নাতো।"

মো—"দুর্ পোড়ার মুখি, তার চেয়ে আমার মরণ ভাল।"

চঞ্চলা কহিলেন "তবে দেখ্বেন যেন শেষ কালে"— "ঐ সালি কুট্নী বোলে মাথা মুড়ান ঘোল ঢালা হয় না"— "রাজা রাজাড়ায় যুদ্ধ হয় উলু খাঁকড়ার প্রাণ যায়"— "আজ ডান চোকটা নাচ্চে, আজ কপালে যা হোক একটা হবে, এখন দ্বারবানদের বোলে দিন, তানা হোলে তো আমাকে ছেড়ে দেবে না"—"আর তুমি যদি চোলে যাও

তা হোলে আমি কার সঙ্গে যাব, আমার সঙ্গে দুজনকে যেতে বোলে দিন, তুমি চোলে গেলেও আমি যাইতে পারিব, আর আমিতো সকল পথ ঘাট চিনিনি মোনহরের বাসা চিনিয়ে দেবে।"

মোহিনী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—"আমি সব বোলে দিচ্চি" গৃহের বাহিরে আসিয়া এক জন দাসীকে দুই জন দ্বারবান্কে ডাকিতে কহিলেন, দুই জন আসিয়া উপস্থিত হইল।

মোহিনী তাহাদিগকে কহিলেন—"চঞ্চলা মোনহরের নিকট হইতে একটী জিনিস আনিতে যাইতেছে তোমরা দুই জন তাহার সঙ্গে যাইবে, আর মোনহরের ডেরা দেখাইয়া দিবা"—"ইতি মধ্যে যদি আমরা চলিয়া যাই তাহা হইলে চঞ্চলাকে বাটী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া আসিবা, দেখ যেন ইহার কোন অন্যথা না হয়" তাহারা যে আজ্ঞা বলিয়া নমস্কার করিয়া চঞ্চলাকে আসিতে কহিয়া সুসজ্জ হইতে গেল চঞ্চলা হাস্য করিয়া করপুটে মোহিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "দূতী তো তোমার মদনমোহন আন্তে চলিল, একবার অর্দ্ধ বদনে বসন দিয়া হাস গো রাধে শুভ যাত্রাটা কোরে নি।"

মোহিনী মৃদু হাসিয়া "যাঃ" বলিয়া ঠেলিয়া দিলেন, চঞ্চলা হাসিয়া দ্বারবান দ্বয়ের সমভিব্যাহারে গমন করিল, দ্বারবানেরা পথ দেখাইয়া মোনহরের বাসাতে উপস্থিত করিল, ভিতরে গমন করিয়া দেখেন যে, জগন্নাথ বসিয়া রহিয়াছে, এক খানি বোঁচা পালকী ও চারিজন বাহক রহিয়াছে, চঞ্চলা কি প্রকারে ধনির সহিত সাক্ষাৎ

হয় এই উপায় স্থির করিতেছে এমত সময় তাহার সঙ্গী দ্বারবান মধ্যে এক জন অগ্রসর হইয়া জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ বুড়া জোয়ান, মোনহর বাটীতে আছেন, তিনি উত্তর করিলেন "আছেন, কেন কি আবশ্যক?" দ্বারি উত্তর করিল রাজকুমারী এই দাসীটীকে তাঁহার নিকট কি নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন।

এতদ্ শ্রবণে জগন্নাথ "মোনহর২" বলিয়া ডাকিল, মোনহর গৃহ হইতে বাহির হইয়া দেখেন যে চঞ্চলা দুই জন দ্বারবান সমভিব্যাহারে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে, "ব্যাপার কি" মনে ভাবিয়া শীঘ্র নিকটে আসিয়া কহিল, "চঞ্চলা যে এস২ এই ঘরের ভিতর এস"

চঞ্চলা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, মোনহর দুই জন দ্বারবানকে সদর দ্বারে বসাইয়া প্রত্যাগমন করিল।—ধানিরাম অন্তর হইতে চঞ্চলাকে দর্শন করিয়া ভাবিল বুঝি রাত্রের কথা মামাকে বলিয়া দিতে আসিয়াছে ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল, তাড়াতাড়ি স্বীয় বস্ত্রাদি একত্র করিয়া কক্ষে লইয়া আস্তে২ জগন্নাথকে কহিল, "দাদা আমার একটু কাজ আছে অগ্রে যাই তোমরা সোয়ারি লইয়া আইস আমি এখন পথে জুটিব" এই বলিয়া এক চম্পট দিল, যত দিবসাবধি চঞ্চলা তাহার মাতুলকে কি বলিল জ্ঞাত না হন, তত দিবসাবধি মাতুলের সহিত আর দেখা নহে। মোনহর গৃহ প্রবেশ করিয়া চঞ্চলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মনে কোরে বল দেখি।"

চঞ্চলা মস্তক নত করিয়া উত্তর করিল, "ধানির সহিত একটা কথা আছে তাই বোলে যেতে আসিয়াছি।"

ধানির নাম শ্রবণ মাত্র মোনহরের মন চম্‌কাইয়া উঠিল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, আমাকে কি বলিলে হইবে না, আমাকেই কেন বলিয়া যাহ না"—চঞ্চলা চুপ করিয়া রহিল, মোনহর স্কন্ধ দেশে হস্ত রাখিয়া কহিল, কেন ধানি না হোলে কি হবে না, ধানির সঙ্গে তোমার এমন কি কথা আছে যে আমাকে বলিতে পার না, মুখ তোল দেখি" বলিয়া বদন উত্তোলন করিল, চঞ্চলার মনে চমক হইল কিন্তু বাহিকে মৃদু মন্দ হাসিয়া মুখের ঘোমটা টানিয়া দিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "আপনার কাছে আমার আর কি এমন গোপন কথা আছে, তবে সে আমার কথা নহে অন্য লোকের কথা আপনার নিকট কেমন করিয়া বলিব।"

মোনহর জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য লোকটা আবার কে" চঞ্চলা উত্তর করিল, "সে আপনার শুনে কাজ নাই" "যদি আমার শুনে কাজ নাই, তবে তোমার বোলেও কাজ নাই, তুমি ঘরে যাও, আমি বুঝেছি" বলিয়া মোনহর স্কন্ধ আকর্ষণ করিল, চঞ্চলা স্কন্ধের হস্ত ধরিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি বুঝিয়াছেন।"

মোনহর কহিল, "শুনিবে তবে শুন তুমি রাজকুমারীর কথা মাধবকে বলিতে আসিয়াছ, আমার গা ছুঁয়ে বল দেখি এই কি না, কেমন ঠিক কি না?"

চঞ্চলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মোনহর ক্ষণেক পরে বলিল,—"এখন আমার নি-

কট সমস্ত খুলিয়া বল দেখি, যদি বল্‌বার হয় তো আমি এখন বলিব”।—চঞ্চলা কি করে, সকল কথা বলিল।

মোনহর সমস্ত শ্রবণ করিয়া চঞ্চলার হস্ত ধৃত করিয়া কহিল, তুমি এমনি পাগল, কোন বুদ্ধি হয় নাই, সে রাজার মেয়ে, মাধব রাস্তার ভিখারী, শুদ্ধ ভিখারী হইলে বাঁচিতাম আবার পতিত তাহার সঙ্গে কি কখন তাঁহার বিবাহ হইতে পারে, তবে এ মিলনে কেবল অপযশ আর অধর্ম্ম বৈ আর কি ঘটিতে পারে,—তবে পরমেশ্বর যদি দিন দেন তবে আমাকে কেন বলিতে হবে আর তোমাকেই কেন আসিতে হবে, রাজা আপনি বলিবেন, চঞ্চলা তোমার একর্ম্ম ভাল হয় নাই।”

চ—“আমি কি করিব; আমি তাঁকে অনেক বারণ করিলাম, কিছুই তিনি শুনিলেন না, আমি তাঁর দাসী কি করিব।”

মো—“ওগো সেতো তুমি বলিলে আর আমিও বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু অন্য লোকে বিশ্বাস করিবে কেন, সকলে বলিবে ঐ ছুঁড়ি এই কাজ কোরেছে, তা হোলে কি আর মুখ দেখাবার পথ থাকিবে, না প্রাণ থাকিবে, রাজা জানিতে পারিলে শূলে নয় উল্‌টা গাধায় চড়িতে হইবে, এমন কর্ম্মে কখন আর থেক না।”

চ—মৃদুস্বরে কহিল “আমি ও কথাও তাঁকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুই শুনিলেন না।”

মো—“তিনি শুনুন আর নেই শুনুন তুমি কখন এমন কর্ম্মে থেকো না।”

চ—“আমি আর কখন থাকিব না; কিন্তু ফিরে গিয়ে কি বলিব।”

মো—“কেন, বোল যে তিনি আসিতে স্বীকার করিলেন না।”

চ—যদি বলেন কেন?

মো—“বোল যে তিনি বলিলেন আর দেখার আবশ্যক কি, তাঁকে আমায় ভুলিতে বোল, আমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না।”

চ—মৃদুস্বরে কহিল “তা কেমন কোরে বলিব, এ কথা শুনিলে তাঁর মনে বড় দুঃখ হবে।”

মোনহর উত্তর করিল, “তা বলিলে কি হয় ওঁদের সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া কোন মতে উচিত হয় না, আজ তো দেখিলে কি হোল, কুমারের এক্ষণে প্রকাশ্যে কোথায় থাকা ভার, লুকাইয়া থাকিতে হইবে, যে রাখিবে তাহার প্রাণ যাবার সম্ভব, আমি তাহার অন্নে প্রতিপালিত, মাধবকে বুকে কোরে মানুষ কোরেছি, আমি প্রাণ পর্য্যন্ত তাহার জন্য দিতে পারি, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি দুষ্কর্ম্ম করিবেন, তাহার সাহায্য করিতে হইবেক, তাহা কখনই করিতে পারিব না, আর রাজকুমারীর দুঃখের কথা যা বলিলে তাহা তোমরা স্ত্রীলোক এ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা তোমরা ভাল বুঝ যাহাতে ভাল হয় আর রাজনন্দিনীর স্বল্প ক্লেশ হয় তাই বলিও।”

চ—“তবে ওকথা না বোলে মাধবলাল চলিয়া গেছেন বলিলে ভাল হয় না?”

মো—“হুঁ বেস্ বোলেছ, তাই বলিও তা হোলে আর কোন হাঙ্গাম থাকিবে না, আর বাস্তবিক তাহার আর হেতা থাকা হইবে না, দুই এক রোজের মধ্যেই তিনি এখান হইতে যাইবেন। এক্ষণে সে কথা যাউক, তোমার তে কাল অশৌচ শেষ হোল, রাজাকে বলিয়া দিন টিন স্থির করিলে ভাল হয় না, না আর কিছু দিন যাইবে।”

চঞ্চলা নম্র মুখী হইয়া মৃদুস্বরে কহিল, “আপনার যা ইচ্ছা আজ আপনার সুবিধা হয় আজ, কাল বলেন কাল আপনি সন্তুষ্ট হইলেই আমার মত।”

মোনহর হাস্য করিয়া কহিল ইস্ “ভারি যে ভক্তি দেখিতে পাই লোকে কি বলে শুনেছ।”

চ—“কেন কি বলে?”

“বলে যে মোনহরের বুড়া বয়সে ধেড়ে রোগ হোএছে, এত বয়সে একটা পোনের বছরের ছুঁড়িকে বিবাহ করিতে যাচ্ছে।”

চঞ্চলা ব্যগ্র হইয়া কহিল, “তাদের কথা শুনেন কেন, আমাদের মত গরিব লোকের কোন্ কালে অল্প বয়সে বিবাহ হয়, সব্বাইত আপনার বয়সে বিবাহ করে।”

এমন সময় উক্ত ডুলি লইয়া জগন্নাথ প্রাঙ্গন হইতে হাস্য বদনে মোনহরকে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, “বাবাজী আমরা অগ্রসর হইলাম তুমি কথা সাঙ্গ করিয়া আইস তাড়াতাড়ির আবশ্যক নাই।”

ডুলি লইয়া চলিয়া গেল।

মোনহর কত টাকা জমাইয়াছে, বিবাহের পর কি

করিবে প্রভৃতি কথাবার্ত্তা কহিয়া চঞ্চলাকে বিদায় দিল চঞ্চলা বাটীর বহির্ভাগে আসিয়া দেখিল যে রাত্রি হইয়াছে রক্ষক দ্বয়কে লইয়া তাড়াতাড়ি শিবিরে আসিয়া শুনিল যে রাজা রাজ্ঞী ও কুমারী সকলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তাহার জন্য আর দুই জন রক্ষক রাখিয়া গেছেন তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল "ডুলী কোথায়"—কি সে যাইব" তাহারা কহিল, "ডুলী নাই আর অন্য ডুলী পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই পদব্রজে যাইতে হইবেক"।

চঞ্চলা এতৎশ্রবণে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিল অর্দ্ধেক পথ গমন করিয়াছে, এমত সময়ে চারিজন সন্ন্যাসী "রামরাম ভাই" বলিয়া সঙ্গে যুটিল, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আর চারিজন সন্ন্যাসী নয়ন গোচর হইল ক্রমে সকলে একত্র যে মাত্র মিলিত হইল, অমনি চারিজন রক্ষকের মস্তকে ধড়াধড় লাঠী পড়িল। দুই জন চোদ্দপোয়া হইল আর দুই জন জখি খাইয়াও "ডাকু ডাকু" চীৎকার করিতে করিতে বেগে পলায়ন করিল, চঞ্চলাও পালাইতে উপক্রম করিল, অমনি এক জন আসিয়া ধরিল "তোরা আমার বাবা হোস আমায় মারিস নি" বলিয়া চঞ্চলা বসিয়া পড়িল, অমনি এক জন তাহার মুখে বস্ত্র বান্ধিয়া স্কন্ধ দেশে লইয়া হন্ হন্ করিয়া মাঠাভিমুখে গমন করিল একটা আম্র বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেই স্থলে দুই জন অশ্বারোহী রহিয়াছে, চঞ্চলাকে তাহাদিগের এক জনের সম্মুখে তুলিয়া দিয়া কহিল "চেঁচা-

ইতে যায় তো মেরে ফেলিও” অশ্বারোহী চঞ্চলাকে উত্তম রূপে ধৃত করিয়া অশ্ব বেগে চালাইয়া দিল।

ওদিকে দ্বারবানদ্বয় রাজবাটীতে গমন করিয়া চঞ্চলা হরণ সংবাদ দিল, বাঁকে সিংহ তাহাকে গালি দিয়া দুইটা চপেটাঘাত করিয়া ফেলিল, সকলে ধরিয়া ফেলিল, মাথায় হাত দিয়া বসিল।

রাজ বাটীময় গোল হইয়া উঠিল রাজকুমারীর কর্ণে উঠিল তিনি সজল নয়নে রাজ্ঞীর নিকট গিয়া কহিলেন, যে তাঁহার চঞ্চলাকে সেই রাত্রের মধ্যেই আনিয়া দিতে হইবেক রাজ্ঞী রাজাকে এই সংবাদ দিয়া পাঠাইলেন, রাজা বাঁকে সিংহকে ত্রয়োদশ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া চঞ্চলার অন্বেষণ করিতে কহিলেন, বাঁকে সিংহ একে চান আরে পান যত সৈন্য একত্রিত করিতে পারিলেন লইয়া যাত্রা করিলেন।

সুবল দেখিস ভাই দেখিস যেন থাকে মান।
গৃহে কুটিলে, অতি কুটিলে,
ব্রজনন্দন কাননে ভুজঙ্গ সমান॥
তুইত নারীর বেশ, সাজ্‌লি বেস,
আমি সাজলুম রাখাল বেশ,
রাখাল রাজে কোরে দেহ সমর্পণ,
চল্লেম কুলের বৌ গহন বন,
কুল কলঙ্কেরি ভয়েতে কম্পিত প্রাণ॥

গোবিন্দ মুগী।

ধানিরাম নলন্দা হইতে বাহির হইয়া বিহারের পথে একটী আম্র উদ্যানে বসিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে চঞ্চলা মোনহরকে কি বলিতে আসিয়াছে—একবার বোধ হইল যে সে দিন রাত্রের কথা বলিতে আসিয়াছে, আবার বোধ হইল না, আর কিছু হইবেক, কিন্তু সে যাহা হউক, মামাকে চঞ্চলা কি বলিয়া গেছে না জানিতে পারিলে, মামার সহিত কোন মতে দেখা করা হইবেক না, এই রূপ প্রকার ভাবিতেছে এমত সময় জগন্নাথ ডুলী সমভিব্যাহারে আসিতেছে, ধানির নয়ন গোচর হইল, উত্তম করিয়া নিরীক্ষণ করিল, মামা সঙ্গে নাই, ক্রমশঃ ডুলী নিকটে উপস্থিত হইল, ধানি আম্র বাগান হইতে বহিষ্কৃত হইয়া জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করিল "কৈ মামা সঙ্গে আসেন নি।"

জগন্নাথ ধান্নিকে দর্শন করিয়া বলিল, "কেও ধানি আর ভাই তোমার মামা এখন মামীকে নিয়ে কত মজা

কোচ্ছে, আমরা দুই খুবড়ো কেবল ফাঁকি পড়িলাম বৈত না, এখন শীঘ্র আয় রাত হোয়ে পড়িল এক্ষণে নিরুদ্বিঘ্নে পোঁছিতে পারিলে হয়।”

ধানিরাম কতক দূর যান, আর মাতুলাগমন শঙ্কায় ফিরিয়া২ চাহেন, ক্রমে সকলে নিরুদ্বিঘ্নে বিহারে আসিয়া পোঁছিল, জগন্নাথ সুমতী ও তাহার স্ত্রীকে লইয়া স্বীয় বাটীতে গমন করিল, ধানিরাম তাহার মাতামহীকে বাটীতে পোঁছাইয়া মনে ভাবিল আজ কোথা থাকি।

তাহার পরম সুহৃদ্ বেণী (যে রাধিকা সাজিয়াছিল) তাহার নিকট থাকিবেন স্থির করিয়া তাহার মাতামহীকে কহিল, “আমার এক নিমন্ত্রণ আছে অদ্য রাত্রে আসিতে পারিব না”—ধানির মাতামহী ধানিকে ভাল রূপ চিনিতেন কিছুই বলিলেন না, ধানি প্রস্থান করিল।

ধানি রাজ বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে এক খানি চতুর্দ্দোল রহিয়াছে কয়েক জন রক্ষক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সুসজ্জ হইতেছে, মনে ভাবিলেন চতুর্দ্দোল কেন এমন সময় বেণী তাহাকে দেখিতে পাইয়া পশ্চাৎ হইতে দুই চক্ষু টিপিয়া ধরিল।—ধানিরাম চক্ষের হস্ত উন্মোচন করিয়া “কেও বেণী” বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বেণী হেসে জিজ্ঞাসা করিল “কি ধনিকৃষ্ণ কি মোনে কোরে।”

ধানি উত্তর করিল, “কৃষ্ণ আর রাধার কুঞ্জে কি মনে করে আসেন—শোবার জন্যে।”

বেণী উত্তর করিল, "কেন মামা আয়ান ঘোষ কাঁকের বাড়ি দু এক ঘা দিয়াছেন না কি।"

ধানি কহিল "নাগো এখন দেন নাই, কিন্তু দেবার ভয়ে পালাইয়াছি।"

কেন কি হইয়াছিল।

"যা প্রায় হইয়া থাকে, তোমার জন্য গো তোমার জন্য, বলিয়া বেণীর হস্ত ধরিয়া অঙ্গুলীর দ্বারা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন বল দেখি ও পাল্কিতে কে এসেছে রাণী কি এসেছেন ?"

বেণী উত্তর করিল, "কি ঐ চতুর্দ্দোলে—না না না, ও এক বড় ব্যাপার হোয়েছে,—ভাই জগন্নাথ এমন খারাপ লোক।"

ধানি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কি কো-রোছে।"

বেণী উত্তর করিল "সে ঢের কথা।"

ধানি জিজ্ঞাসা করিল "কি বল্ না।"

বেণী উত্তর করিল "তবে শুন, কাহার নিকট বোল না, আজ মাস কতক হোল সুমতী দিদী যে কোথায় গেছেন তাহার কোন সন্ধান ছিল না, রাজা কেমন করিয়া টের পাইয়াছেন যে জগন্নাথ দিদী রাণীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, এক্ষণে সংবাদ আসিয়াছে যে রাজকুমারী এই মাত্র নলন্দা হইতে আসিয়া জগন্নাথের বাটীতে পৌঁছিয়াছেন তাহাদের ধরিবার জন্য এরা যাচ্ছে।"

এই বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র ধানির জিহ্বা তালুতে ঠেকিল, উপায় কি, ইহাদের অগ্রে গমন করিয়া স্থানান্তর না করিতে পারিলে সর্ব্বনাশ হইবে, কিন্তু তাহার সময়কোই রক্ষকেরা তো চতুর্দ্দোল লইয়া চলিল, আর বিলম্ব নহে, এই ভাবিয়া বেণীকে কহিল, "ভাই আমার ধনুক খান ভুলে এসেছি যাই আনিগে বলিয়া গমনোদ্যোগ করিল।

বেণী ধানির পৃষ্ঠে ধনুক দেখিয়া কহিল "ঐ যে ধনুক রহিয়াছে।"

ধানি—"নাহে ও ধনুক নহে" বলিয়া এক দৌড় দিল এগলি ওগলি দিয়া জগন্নাথের দ্বারে উপস্থিত হইল, দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে হুড়মুড় করিয়া ঠেলিতে লাগিল, জগন্নাথ সবে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া সিদ্ধি বাছিয়া বুটি ছানিতে বসিয়াছে, এমত সময়ে দ্বারে করাঘাত শ্রবণ করিয়া বিরক্ত ভাবে "আরে কেহে" বলিয়া দ্বারের নিকট আসিল।

বহির্দ্দেশ হইতে ধানিরাম উত্তর করিল, "আমি ধানিরাম শীঘ্র দ্বার খুল সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

জগন্নাথ সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কি হোয়েছে।"

ধানি উত্তর করিল, "আগে দ্বার খুল তবেত কি হোয়েছে শুনিবে।"

জগন্নাথ ত্রস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া দিল, ধানিরাম ফিরিয়া পথের যত দূর দেখা যায় নিরীক্ষণ করিল এক খান চতুর্দ্দোলের মত দৃষ্টি গোচর হইল বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করতঃ কহিল, "জগন্নাথ সর্ব্বনাশ হইয়াছে,

রাজকুমারী হেথা আছেন কেমন কোরে টের পাইয়াছে, তোমাদের ধরিবার জন্য লোক আসিতেছে, এক্ষণেই আসিয়া পড়িবে দ্বার ঠেলিলে,দ্বার খুলনা, দ্বার খুব শক্ত, শীঘ্র ভাঙ্গিবে না, জগন্নাথ কাষ্ঠ পুতলিকার মত হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ধানি ছুটে অন্দরে প্রবেশ করিল।

সুমতী হস্ত পদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিয়া হস্তে সুবর্ণ চুড়িকা পরণাভিলাষে চুড়িকা গ্রহণ করিয়াছেন, এমন সময় ধানিরাম আসিয়া উপস্থিত হইল, তাড়াতাড়ি উষ্ণীব, ইজার, জামা, বালাপোষ গাত্র হইতে খুলিতে আরম্ভ করিল, সুমতী ধানির উৎকণ্ঠিত ভাব ও তাড়াতাড়ি দর্শনে মনে ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধানি কি রে ?" কি কোচ্ছিস্।

ধানিরাম সমস্ত বস্ত্র একত্র করিয়া অন্য ঘরে লইয়া উত্তর করিল, "দিদী রাণি সর্ব্বনাশ হইয়াছে আপনি শীঘ্র আসিয়া এসকল পরুন, আর কথা কবার সময় নাই ঐ দেখ দ্বারে ঘা মারিতেতেছে।

সুমতী ধানির উৎকণ্ঠা দেখি তাহার মনে ভয় জন্মিল, দ্বারে করাঘাত শব্দ কর্ণ গোচর হইল, আরও ভয় বৃদ্ধি হইল উঠিয়া অন্য ঘরে গিয়া ধানির বস্ত্রাদি লইলেন ধানি কহিল,"দিদি শীঘ্র নিন,"চুড়ি আমাকে দিন"বলিয়া চুড়িকা লইয়া স্বীয় হস্তে পরিল, সুমতীর ত্যক্ত বস্ত্র (যাহা পরিধান করিয়া তিনি নলন্দায় গমন করিয়াছিলেন) সেই বস্ত্র ধানিরাম স্ত্রীলোকের মত পরিধান করিল, সুমতীও ধানি-

রামের বস্ত্রাদি পরিধান করিতে লাগিলেন, অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু কি করেন, ধানিরাম অন্য ঘর হইতে কহিল, দিদী রাণি আমাকে কাঁচলিটী শীঘ্র খুলিয়া দিন আর দেরি করিবেন না, ঐ শুনুন রাজার লোকের প্রায় দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, দ্বার ভাঙ্গিতে পারিলে সর্ব্বনাশ হইবে।”

সুমতী তখন বুঝিতে পারিলেন—প্রাণ উড়িয়া গেল, হস্ত পদ কাঁপিতে লাগিল, কাঁচলি খুলিয়া ধানিকে ফেলিয়া দিলেন, জামা পরিধান করিয়া আর বন্ধ দিতে পারেন না, হস্ত অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল, “ধানি কি হবে আমি যে আর বন্ধ দিতে পারিনি” বলিলেন—ধানিরাম শীঘ্র গৃহ প্রবেশ করিয়া বন্ধ বন্ধন করিয়া দিল, মস্তকে উষ্ণীষ দিয়া দাড়ি বন্ধ দিয়া বন্ধন করিতে২ কহিল “আপনি ধানিরাম সাজিয়াছেন, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তবে বলিবেন আমি ধানিরাম”—আর যদি গোলমালে পালাইতে পারেন, তাহা হইলে আমার মামা মোনহরের বাটীতে গিয়া দিদিকে বলিলেই তিনি লুকাইয়া রাখিবেন। ইত্যবসরে ধানির কাঁচলি পরিধান হইল, নিকটে গিয়া কহিল “আর দিদি অত ভয় করিলে চলিবে না, আমাকে রাজ রক্ষকেরা সকলেই ভাল বাসে, আমাকে মনে কোরে কেহ কিছু বলিবে না,—“আর বালাপোব লইয়া এমনি করিয়া মুখ ঢাকিয়া লউন” বলিয়া বালাপোব বন্ধ করিয়া দিল “আর এই তীর ধনুক বেঁধে নিন” বলিয়া ধনুক বান্ধিয়া দিল, “এক্ষণে আ-

পনি বাহিরে গিয়া জগন্নাথকে দ্বার খুলিতে কহিবেন, আর ভয় করিলে চলিবে না” বলিয়া স্বীয় কেশ লইয়া কবরী সদৃশ এক গ্রন্থি দিয়া অবগুণ্ঠিকা টানিয়া দিল, সুমতী তখন সমস্ত বুঝিতে পারিলেন ধানি তাহার বেশে ধরা দিবেন আর ধানির বেশে তাহাকে পলাইতে হইবেক, মনে ভরসা জন্মিল, বালাপোষ সাপটি ধরিয়া বাহিরে আসিলেন, বহির্দ্দেশে মিট মিট করিয়া একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, জগন্নাথ তাহাকে ধানি জ্ঞানে জিজ্ঞাসা করিল ‘কেমন দ্বার খুলে দিব’।

ধানি বেশী সুমতী হুঁ বলিয়া আজ্ঞা দিলেন। “কেও দ্বারে ধাক্কা মারে দ্বার যে ভাঙ্গিয়া গেল অতো ঠেল কেন দ্বার খুলে দিচ্ছি।” বলিয়া জগন্নাথ দ্বার খুলিয়া দিলেন অমনি দুই জন প্রবেশ করিয়া তাহাকে সাপটিয়া ধরিল।

“ভাই একি২” জগন্নাথ জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কিছু নহে ভাই বলিয়া হস্তে রজ্জু দিয়া বন্ধন করিল, আর এক জন গিয়া সুমতীকে ধরিয়া বলিল “কেমন ধানি বাবা এইবারে তোমার চালাকি বোঝা যাবে, এস দুটী হাত বার কর দেখি, দড়ি বাঁধি।”

অন্য এক জন তাহা শ্রবণ করিয়া নিকটে আসিয়া বলিল “কেও ধানি—বাবা তুই সর্ব্ব ঘটে আছিস্,ধৃতকারীর হস্ত ধরিয়া কহিল. “ছেড়ে দেহ হে ছেলে মানুষকে কেন” সে জিজ্ঞাসা করিল “নাহে বড় বজ্জাৎ।”

আঃ “কি কর, ধোরে নিয়ে গেলে কি হবে তাতো

জান, নয় নাক কান, নয় মস্তক, এমন কাজ কোত্তে আছে আর আমাদের তো ওকে ধরিতে আজ্ঞা নাই” বলিয়া সুমতী স্কন্ধ দেশ ধৃত করিয়া “আর মুখ লুকাতে হবে না, পালা একবারে গ্রাম ছেড়ে পালা দেখ বাবা এবার ধরা পড়িলে আর বাচিবে না” বলিয়া ধাক্কা মরিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল, সুমতী উঠিতে পড়িতে পলায়ন করিলেন।

রক্ষকেরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল জগন্নাথের স্ত্রী দাঁড়াইয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছে, ধানিরাম সুমতী বেশে অবগুণ্ঠিতা হইয়া রহিয়াছে রক্ষকেরা তাহাকে সুমতী বোধে কর পুট বলিল, “রাজকুমারী আপনার জন্য রাজা চতুর্দ্দোল পাঠাইয়া দিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া আসুন” ধানিরাম নিরবে উঠিল তাহারা অগ্রে গিয়া চতুর্দ্দোলের নিকট দাঁড়াইল সুমতী রূপী ধানিরাম চতুর্দ্দোলে উঠিল, বাহকেরা স্কন্ধে করিল, রক্ষকেরা বাটী লুট করিয়া জগন্নাথ ও তাহার স্ত্রীকে লইয়া চলিল। মহল্লার ফটক পার হইয়া দেখিল যে কএক জন সন্ন্যাসী পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, “সোরে যাও সোরে যাও” বলিয়া দু এক ধাক্কা দিল তাহারা ধাক্কা খাইয়া সরিয়া নাগিয়া লাগাও লাগাও বলিয়া ধড়াধড় লাঠী চালাইতে লাগিল, চারিদিক্ হইতে লাঠী পড়িতে লাগিল, বাহকেরা চতুর্দ্দোল ফেলিয়া পলায়ন করিল, রক্ষকেরা ক্ষণেক যুঝিয়া ভঙ্গ দিল।

ধানিরাম চতুর্দ্দোল হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত

বস্ত্রাদি সুবন্ধন করিয়া লইতেছিল, এমন সময় এই গোল-যোগ উঠিল ভাবিল এ আবার কি, শিবশঙ্কর বাবু সংবাদ পাইয়া কি উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছেন ? যাহা হউক, এই গোলে পলায়ন করা কর্ত্তব্য এই ভাবিয়া যেমন পদ বাহির করিয়াছে অমনি এক জন পদ ধরিয়া চতুর্দ্দোলে তুলিয়া দিল, চারি জনে চতুর্দ্দোল স্কন্ধে করিয়া হুহু করিয়া চলিল।

ধানিরাম চতুর্দ্দোলের অভ্যন্তর হইতে দেখেন যে তাহারা ক্রমে নগর হইতে বাহির হইল কিছু বুঝিতে পারিল না, ক্রমে চতুর্দ্দোল নামাইল তাহাকে চতুর্দ্দোল হইতে বাহির করিয়া একটা অশ্বের উপর বসাইয়া দিল দুই জন অশ্বারোহী তাহার দুই পার্শ্বে তাহার অশ্ব রজ্জু ধরিয়া অশ্ব চালাইয়া দিল ক্রমে এক মন্দির নয়ন গোচর হইল, ধানিরাম দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিল, অবলোকিতেশ্বরের মন্দির, ক্রমে মন্দিরের দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইল, এক জন অশ্বারোহী অবতীর্ণ হইয়া এক ক্ষুদ্র গুপ্ত দ্বারে করাঘাত করিল, ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া দিল, তাহাকে অশ্ব হইতে নামাইয়া সকলে প্রবেশ করিল এক জন জিজ্ঞাসা করিল "এই নাকি" তাহারা "হুঁ" দিয়া ধানিকে লইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

ধানি জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে তোমরা কেন আনিয়াছ" এক জন হাসিয়া আর এক জনকে কহিল "বলছে

এঁকে কেন আনিয়াছ বল।—সে উত্তর করিল "উতলা হও কেন বাছা, রাজগুরু আপনি এর উত্তর দিবেন এখন চল" ধানিরাম তাহাদিগের সহিত চলিলেন কিয়দ্দূর গিয়া তাহারা একটী গৃহের দ্বার উদঘাটন করিয়া কহিল "প্রবেশ কর" ধানি প্রবেশ করিল, অমনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। এক জন আর এক জনকে বলিল "ভাই এমন মেয়েমানুষ তো দেখিনি একবার মাত্র উঁ করিল না, ঠিক যেন পুরুষ মানুষের চাল চোল" আর এক জন উত্তর করিল। "সে কথায় আমাদের কাজ কি গুরুজি এখন বুঝিবেন" ধানি গৃহ হইতে সকল শুনিতে পাইল।

তবু আমার দুনয়ান,
তোরে দেখিতে বাসনা করে প্রাণ।

নলন্দায় যে সময়ে মোনোহর ও চঞ্চলাতে কথোপকথন হইতে ছিল সেই সময় কর্ম্ম বশতঃ মাধবলাল তাহাদের পার-গৃহে ছিলেন ছিটা বেড়ার ব্যবধান মাত্র, তাহারা যে সকল কথা কহিতেছিল তাঁহার শ্রবণ গোচর হইতেছিল, জ্ঞান হইল যে মোনোহর একটী স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছে স্ত্রীলোকটী কে—মনে বড় কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন, ব্যবধান অনুসন্ধান করিয়া একটী ছিদ্রে নয়ন স্থাপন করিলেন, দৃষ্টিগোচর হইল, একটী যুবতী নম্র মুখী হইয়া কি বলিতেছে, মোনোহর তাহার সহাস্য বদন উত্তোলন করিল, পরমা সুন্দরী!

স্ত্রীলোকটী কে—কর্ণ সহকারে সমস্ত কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে স্ত্রীলোকটী কে জ্ঞান হইল, মোনোহরের কপাল ভাল মনে উদয় হইল।

ক্রমে সমস্ত শ্রবণ করিয়া স্বীয় কপাল ও মনে পড়িল।

এক্ষণে জগৎমোহিনী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন, যাইতে পারেন কি না—যাওয়া উচিত কি না—মোনোহর যাহা বলিল উত্তম কি না—ইহার সহিত মোনোহরের নিকট অঙ্গীকার মনে পড়িল, গৃহে আর অবস্থান করিতে পারিলেন না—বাহিরে আসিয়া এধার ওধার করিয়া পদসঞ্চারণ করিতে লাগিলেন।

এমত সময় মোনোহর চঞ্চলাকে বিদায় করিয়া গৃহ হইতে বহির্ভাগে আসিল, মাধবলালকে দর্শন করিয়া সলজ্জ

বদনে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনকার কি এক্ষণে যাওয়া হইবেক।"

মাধব পদসঞ্চারণ করিতেং উত্তর দিলেন, "উঁ হুঁ তুমি যাও আমি শিবশঙ্করের সহিত এক বার দেখা করিয়া কল্য প্রত্যূষে যাইব।"

মোনোহর যে আজ্ঞা বলিয়া বিদায় হইল।

মাধবলাল অনেকক্ষণ ধরিয়া মনে তর্ক বিতর্ক করিলেন, কি তর্ক করিলেন? যে স্থলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তর্ক করিয়াছিলেন, সে স্থলে অনেক তর্ক করিয়াছিলেন, অল্প হইলে লিখিতে হানি ছিল না, কিন্তু এত তর্ক লিখিতে গেলে পাতাঞ্জলী হইয়া উঠিবে, তবে যেমত এদেশীয় ঢাক, ঢোল, কাঁশী যন্ত্রের ঐক্যতান বাদ্যের শেষই ভাল। সেই মত তর্কের সিদ্ধান্তই ভাল, যদিচ সিদ্ধান্ত কিঞ্চিৎ পূর্ব্বপক্ষ তথাপি এবিষয়ে তাহাতে এমত কোন হানি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

জগৎমোহিনী ছেলে মানুষ, তাহাকে এক বার না দেখা দিলে মনে কত বেদনা পাইবে (অবশ্য এপর্য্যন্ত বড় মন্দ নহে) কত কান্দিবে (তথৈবচঃ) আর এই আমাদের জন্মের শোধ দেখা (সাবধান এক পার্শ্বে হেলেছে) দুটা কথা বুঝাইয়া আসিব (সর্ব্বনাশ—ছিল না কথা হোল গাল, এই দেখা থেকে কথা এল—"বজ্র আঁটুনি ফস্কা গিরা) আমার বোধ হয় সে সময়ে, 'দর্শনে লোভ লোভে পাপ পাপে মৃত্যু' এই হেঁয়ালিটীর জন্ম হয় নাই, সে যাহা হউক, আমাদের কার্য্য আমরা করি, যেমন ঘটিয়াছিল তেমনি লিখিতে হইবেক,

লালমাধবপ্রসাদ তাঁহার এক জন দাসকে আহ্বান করিয়া তাঁহার অশ্ব সুসজ্জ করিয়া আনয়ন করিতে অনুমতি করিলেন, দাস অশ্ব আনয়ন করিলে পর আরোহণ করিয়া তাহাকে বাটীর দ্বার রুদ্ধ করিতে আদেশ করতঃ অশ্ব চালাইয়া দিলেন—পথি মধ্যে শ্রবণ করিলেন যে নাগা সন্ন্যাসীরা রাজগৃহের এক জন স্ত্রীলোককে হরণ করিয়া লইয়াছে।

ক্রমে রাজগৃহের রাজবাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবারে ধানিরাম সঙ্গে নাই কি প্রকারে অপ্রকাশ্যে প্রবেশ করিবেন, এমত সময় কয়েক জন অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া দ্বারে প্রবেশ করিল তিনিও তাহাদিগের অনুবর্ত্তী হইলেন দ্বার রক্ষকেরা অগ্রগামী ব্যক্তিদের চিনিত তাঁহাকে তাহাদিগের এক জন ভাবিয়া কিছুই বলিল না।

মাধবপ্রসাদ গড় মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অশ্ব ফিরাইয়া আম্র উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন অনুসন্ধান করিয়া ভগ্ন প্রাচীর নিকট গমন করিলেন অশ্ব ত্যাগ করিয়া গড় পার হইয়া অন্দরের উদ্যানে প্রবেশ করিলেন।

পূর্ব্বে যে স্থলে গিয়াছিলেন সেই স্থলে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, কেহ কোথায় নাই, রাজকুমারীর গবাক্ষ রুদ্ধ রহিয়াছে, উপায় কি, কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা লইয়া গবাক্ষে ক্ষেপণ করিলেন, ক্ষণেক পরে গবাক্ষ উদ্ঘাটন হইল গৃহ স্থিত আলকে দৃষ্টি গোচর হইল যে এক জন স্ত্রীলোক বটে. বিলক্ষণ করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন জগৎমোহিনী-নিঃশব্দে গবাক্ষের নিম্নে গমন করিয়া তুড়ি দিলেন মোহিনী দাঁড়াইতে ঈঙ্গীত করিয়া গবাক্ষ রুদ্ধ করিলেন।

ক্ষণেক পরে নিম্নের একটী দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, পট পট করিয়া তুড়ির শব্দ হইল, মাধবলাল শীঘ্র তথায় গমন করিয়া দেখিলেন, যে মোহিনী এক কবাট ভেজাইয়া অন্য কবাট অল্প খুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া সম্পূর্ণ খুলিলেন। মাধব শীঘ্র প্রবেশ করিলেন, মোহিনী দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

এতক্ষণ দর্শন আশা প্রবলতা বশতঃ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে মাধবলালকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহার ইচ্ছার অবৈধতা হৃদয়ে উদয় হইল, লজ্জায় আর বদন উত্তোলন করিতে পারিলেন না, তাঁহারা দুই জন ভিন্ন আর কেহই নাই, চঞ্চলা থাকিলে ভালই হইত মনে উদয় হইল, শরীর ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কত কথা কহিবেন মনে স্থির করিয়া ছিলেন সকলি বিস্মরণ হইল, লজ্জায় জড়সড় হইয়া দাঁড়াইলেন।

মাধবপ্রসাদ মোহিনীকে লজ্জায় নম্রমুখী দেখিয়া লজ্জা ভঞ্জনাশে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি আমাকে ডাকিয়াছেন কেন, কিছু কি কথা আছে?।"

মোহিনী আপনি শব্দ প্রয়োগ শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্টা হইলেন, তাঁহার সম্মুখস্থ ব্যক্তি মাধব কি না সন্দেহ জন্মিল, আগ্রহ সহকারে মুখাবলোকন করিলেন মাধব বটে,— অবস্থা বর্ত্তনে কি স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে? না প্রেমের শেষ হইয়াছে, মন থর২ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল চারি চক্ষু চকিতের ন্যায় একত্র হইল, মাধব ঘাড় হেঁট করিলেন অন্য

দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, মোহিনীর নয়ন বাস্প পূর্ণ হইল সমস্ত অন্ধকার ময় দেখিলেন, ভিত্তি ধৃত করিলেন।

প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে যেমন ঘৃত দ্রব হয়—কিম্বা যেমতি বারি স্পর্শনে শর্করা দ্রব হয়—তেমতি প্রিয়া সন্দর্শনে মাধবের মন আর্দ্র হইয়া গেল, প্রেম পূর্ণ গদ২ বচনে কহিলেন—"মোহিনী আমি এসেছি এখন কি বলিবে বল।"

মোহিনী চম্‌কিয়া পুনঃ মুখাবলোকন করিলেন, নয়ন বারি মুচিয়া সতৃপ্ত বচনে কহিলেন, "এখানে না ও ঘরে চলুন।"

মোহিনী অগ্রে চলিলেন, মাধব পশ্চাৎ২ গমন করিলেন, উভয়ে অন্য গৃহে গিয়া মোহিনী মাধবকে বসাইবার নিমিত্ত স্বহস্তে আসন তুলিলেন।

মাধবের মন তরঙ্গ হিল্লোল সদৃশ অস্থির—আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, মোহিনীর আসন সহ হস্ত ধৃত করিয়া মনস্তাপ ফুটিয়া কহিলেন,"মোহিনী তুমি রাজ কন্যা কবে রাজ ঘরণী হইবে তোমার কি আমাকে আসন প্রদান করা শোভা পায়" হস্ত হইতে আসন লইলেন।

মোহিনী ত্রস্ত হইয়া আসন ছাড়িয়া দিলেন, তাঁহার সতৃপ্তাশ্যে উৎসুকতা প্রকাশ পাইল, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, স্পৃহা পূর্ণ নয়নে মাধবের প্রতি চাহিলেন, মাধবের বক্ষে দুইটী কর রাখিয়া করুণস্বরে বলিলেন,"আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি যে আমাকে বিদ্রূপ করিতেছেন, না আমার কপাল পুড়েছে, এই কি শেষ হোল, আমাকে কি আর ভাল বাসেন না?"

মাধব অগ্রে ইতস্ততঃ চাহিতেছিলেন, মোহিনীর প্রতি একবারও দৃষ্টি করিতে ছিলেন না এক্ষণে আর এড়াইতে পারিলেন না, মোহিনীর মুখ প্রতি চাহিতে হইল।

বাষ্প পূর্ণ নয়ন, স্পৃহা পূর্ণ আনন, প্রেমাভিলাষে উত্তোলিত হইয়া রহিয়াছে, দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইল, বারেক মাত্র হৃদয়ে ধরিতে প্রবল ইচ্ছা হইল, কিন্তু আবার প্রতিজ্ঞা মনে পড়িল, কেন আর অপ্রাপ্য ধনে আশা, আর কেনই বা মোহিনীকে বৃথা অধিক কষ্ট দেওয়া, যাহা বলিতে আসিয়াছি তাহা শীঘ্র বলা কর্ত্তব্য ভাবিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থিত মোহিনীর করদ্বয় ধারণ করিয়া বসাইলেন আপনিও বসিলেন, ঘাড় হেঁট করিয়া কি প্রকারে এমন কথা বলিবেন ভাবিতে লাগিলেন, মোহিনী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার উপর রাগ করিয়াছেন।"

মাধব প্রসাদ উত্তর করিলেন, "মোহিনী আর তোমার সঙ্গে আমার রাগারাগি কি, পরমেশ্বর কোপে সে সব শেষ হইয়াছে, তবে আর তুমি আমার জন্য ক্লেশ কেন পাও আমার আর তোমাকে পাইবার আশা নাই, এত দিনের পর নৈরাশ হইয়াছি, এক্ষণে সন্ন্যাসাশ্রম লইব স্থির করিয়াছি অদ্যই গমন করিতাম কেবল তোমার নিকট এক ভিক্ষা আছে তাই আসিয়াছি, (মোহিনীর হস্ত ধরিয়া) মিনতিস্বরে কহিলেন, "মোহিনী তুমি আমাকে ত্যাগ কর তোমার অমূল্য যৌবন নষ্ট করিও না, আমাকে একেবারে ভুল, আমার মত হতভাগাকে যে তোমাকে ভাল বাসিতে তাহা ভুল, সে যে তোমাকে ভাল বাসিত তাহা ভুল,

বিহার গ্রাম ভুল, মাধব বলিয়া যে এক জন হত ভাগা তথায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহা পর্য্যন্ত ভুল, অগ্রের কথাই ভুল”—দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, “এক্ষণে পরমেশ্বরের নিকট মুক্তকণ্ঠে আমার এই প্রার্থনা যেন তোমার মনে আর কোন কষ্ট দেন না, একটী মোনো-নীত বর দিন, ধন পুত্রে সুখে সংসার কর, তোমায় আমায় এই শেষ” বলিয়া মোহিনীর করদ্বয় ভূতলে রাখিলেন, চক্ষু কর্ণ বুজিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া দ্বারাভিমুখে চলিলেন, দ্বার রুদ্ধ ছিল দ্বারো-দঘাটন করিলেন, মোহিনীর কোন শব্দ পাইলেন না, দ্বার অতিক্রম করিলেন তথাচ কোন শব্দ নাই, মনে সন্দেহ হইল মোহিনী কি করিতেছেন বারেক দেখিবার জন্য সাধ হইল ফিরিয়া দেখিলেন, তাহার ত্যক্ত হস্তদ্বয়োপরি মোহিনীর মস্তক নত হইয়া রহিয়াছে, কোন শব্দ নাই, মনে ভয় জন্মিল, মূর্চ্ছা বোধ হইল, নিকটে গিয়া বসিলেন, যত্নসহকারে মোহিনীর মস্তক উত্তোলন করিলেন, নয়ন বারিতে হস্তানন সিক্ত, চিবুক ধরিয়া মুখাবলোকন করিতে গেলেন, মোহিনী অঞ্চল দিয়া বদনাবৃত করিয়া করদ্বয় তদুপরি রাখিলেন, মাধব করদ্বয় ধারণ করিয়া মুখাবৃত মোচন করিতে গেলেন, মোহিনী সরিয়া ভূতলে পড়িয়া লুটাইয়া উভরায় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, মাধবলাল ত্রস্ত দ্বিহস্ত ধরিয়া বসাইতে চেষ্টা পাইলেন, “কি কর মোহিনী চুপ কর চুপ কর” বারম্বার বলিয়া শান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বৃথা চেষ্টা—অভিমান অনুতাপ লজ্জা দুঃখে মোহিনীর তনু পরিপূর্ণ সহজ চেষ্টায় তাহার শান্তি কি সম্ভবে—আরও বৃদ্ধি হইল, মাধব অস্থির হইয়া পড়িলেন দুই হস্তে আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, "মোহিনী কি কর ক্ষান্ত হও, এক্ষণে কেহ শুনিতে পাইবে সর্ব্বনাশ হইবে', বলিতে বলিতে বদন হইতে বল পূর্ব্বক অঞ্চল মোচন করিয়া লইলেন, আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে ধরিলেন, করদ্বারা ওষ্ঠাধর রুদ্ধ করিলেন, মোহিনীর চন্দ্রাস্য এক একবার দেখেন আর চিত্ত বিকলিত হইয়া নয়ন দিয়া দর দর করিয়া বারি নিঃশরণ হয়, দুই হস্তে ধরিয়া রহিয়াছেন, চক্ষের বারি মোচন করিতে পারেন না টপ টপ করিয়া মোহিনীর বদনে পতিত হইতে লাগিল, "মোহিনী আমায় মাপ কর তোর পায়ে ধরি আর কান্দিস্ নি" অস্ফুট বাক্যে বারম্বার বলিতে লাগিলেন। যে প্রকার জ্বলন্ত প্রদীপ জল বিন্দু প্রপাতে নির্ব্বাণ পায় সেই প্রকার মাধবের নয়ন জল প্রপাতে মোহিনীর অভিমান নির্ব্বাণ পাইল, মোহিনী নয়ন মেলিয়া মাধবকে ব্যাকুলাস্য দেখিয়া স্বীয় ক্রন্দন সম্বরণাশয়ে উঠিয়া বসিতে গেলেন, মাধব টানিয়া ক্রোড়ে লইলেন, মোহিনী স্কন্ধে মুখ লুকাইলেন, মাধব ব্যাকুল স্বরে "মোহিনী আর কাঁদিসনে কথা ক একটী কথা ক" বারম্বার বলাতে—মোহিনী কথা কহিতে গেলেন যে প্রকার প্রবল ঝটিকা উত্থিত সমুদ্র তরঙ্গচয় ঝটিকান্ত হইলেও নিবৃত্তি পায় না, সেই প্রকার মোহিনী "তোমার কি করি" বৈ আর কিছু কথা

স্ফূর্ত্তি হইল না' পুনর্ব্বার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, দুই কর দিয়া মাধবের গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন।

মাধব মোহিনীর পুনঃ ক্রন্দনে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন, "আবার কাঁদিস কেন তোর পায়ে ধরি চুপ কর, আমি তোমার, তুমি যা বল আমি তাই শুনিব, আমি এই তোর গা ছুঁয়ে দিব্ব করিতেছি তবে আর কাঁদিস কেন, তুই কথা ক আমার কপালে যা আছে তাঁই হবে।"

মোহিনী কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "আমি যা বলিব তা শুনিবেত!"

মাধব উত্তর করিলেন, "হুঁ শুনিব।"

মো—"আমার গা ছুঁয়ে দিব্ব কর।"

মা—"তৎক্ষণাৎ গাত্র স্পর্শ করিয়া দিব্ব করিলেন!"

মো—"বল আমাকে কখন ত্যাগ করিবে না।"

মা—"হুঁ।"

মো—"বল আমাকে আর কখন অমন কথা বলিবেনা।"

মা—"হুঁ।"

মো—"বল কখন সন্ন্যাস ধর্ম্ম লইবে না।"

মো—"আচ্ছা।"

মো—"আমাকে না বোলে কোথায় যাইবে না!"

মা—"হুঁ।"

মো—"বল আমাকে ফি মাসে একবার করিয়া দেখা দিবে।"

মা—"কোথায়।"

মোহিনী কহিলেন "হেথায়।"

মাধব ক্ষণেক স্তব্ধ রহিয়া কহিলেন, "মোহিনী একটী কথা বলিব শুনিবে।"

মোহিনী উত্তর করিলেন, "কি বলুন।"

মাধব কহিলেন, "মোহিনী আমাকে এইটী ক্ষমা কর।"

মোহিনী তাহাতে মস্তক নাড়িলেন, মাধব পুনশ্চ কহিলেন, "মোহিনী তুমি নিতান্ত অবোধ হইয়ো না, আমার জন্য যত দূর সহিতে হয় তাহা সহিয়াছ, কিন্তু কেহ যদি আমাকে এখানে দেখিতে পায় কিম্বা টের পায়, তাহা হইলে আমার জন্য কি কলঙ্কের ডালীও মাথায় করিবে, আমায় মাপ কর এখানে আর আসিতে পারিব না।"

মোহিনী মস্তক নাড়িয়া কহিলেন, "তা হবে না আপনাকে এখানে নিদেন একবার করিয়া মাসে আসিতে হবে।"

মাধব উত্তর করিলেন, মোহিনী তোমার পায়ে ধরি এইটী ছাড় তোমাকে আর কষ্ট দিতে আমার কি কষ্ট হয় না, তবে এক কথা বলি শুন—তুমি যে দিন ঠাকুর দেখিতে বাহিরে যাইবে সেই দিন চঞ্চলাকে দিয়ে ধানিকে বলিয়া পাটাইও আমি নিঃসন্দেহ তোমার সহিত দেখা করিব।"

মোহিনী এতক্ষণ সমস্ত বিস্মরণ হইয়াছিলেন, চঞ্চলার নাম উল্লেখে মনে পড়িল, করুণস্বরে কহিলেন, "আমার কেমন কুদৃষ্টি যার দিকে ভাল বাসিয়া চাহি তারই সর্ব্বনাশ হয়।"

মাধব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কি হইয়াছে।"

মোহিনী কহিলেন, "আর কি হবে তার সর্ব্বনাশ হইয়াছে আপনাকে বোলে আসিতে পথে নাগা সন্ন্যাসীরা ধোরে নিয়ে গেছে, আহা তার মনে এখন কি হোচ্চে।"

মাধব আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাগা সন্ন্যাসীরা ধরে নিয়ে গেছে, সে কি, তারা তো কখন কোন অত্যাচার করে না, তুমি ঠিক জান।"

মোহিনী উত্তর করিলেন, "হুঁ যারা তার সঙ্গে ছিল তারা এসে ঐ সংবাদ দিয়াছে, আমি কাল বাবাকে বলিয়া সবাইকে দূর কোরে দিব, মোহিনীর রোখ দেখিয়া মাধবের মুখে হাস্য আসিল মুখ টিপিয়া বলিলেন, যদি নাগারা যথার্থই লইয়া থাকে, তবে আমি নিশ্চয় তোমার চঞ্চলাকে আনিয়া দিতে পারিব তাহাদের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ আছে।"

এতৎশ্রবণে মোহিনীর মনে ভরসা হইল উঠিয়া বসিয়া কহিলেন সত্যি, তবে আপনি আমার চঞ্চলাকে যেমন করে পারেন এনে দিবেন, আজ রাত্রেই দিবেন, ভুলিবেন না ত ?'

মাধব মোহিনীর উৎসুকাস্য ধৃত করিয়া কহিলেন, মোহিনী আমার এদেহ প্রপাতেও যদি তোমার এক লহমার জন্য সুখ বোধ হয় তাহাও আমার চিরবাঞ্ছনীয় জানিবে' বলিয়া ওষ্ঠাধর চুম্বন করিলেন।

'একি সর্ব্বনাশ, পোড়ার মুখি এই বুঝি তুমি শুয়েছ" এই বাক্য উভয়ের সহসা কর্ণ গোচর হইল, ত্রস্ত হইয়া উভয়ে দৃষ্টিপাত করিলেন, মোহিনীর মাতা রাজ্ঞী আসিতেছেন।

মাধব মোহিনীকে ত্যাগ করিয়া দূরে দাঁড়াইলেন, যাহা ভয় করিতেছিলেন তাহাই সম্যক্ প্রকারে ঘটিল "যে স্থানে বাঘের ভয়, সেই খানেই সন্ধ্যা হয়" ভাবিতে লাগিলেন, রাজ্ঞীর সহ আর কেহ আছে কি না দেখিলেন, কেহই নাই মন্দের একটু ভাল বোধ হইল।

মোহিনী তাহার মাতাকে দেখিয়া লজ্জা সরমে মরমে মোরে মস্তক হেঁট করিয়া সেই স্থলেই বসিয়া রহিলেন, মনে হইতে লাগিল, পৃথিবী দুফাঁক হও আমি প্রবেশ করি, রাজ্ঞী কি প্রকারে সে স্থলে উপস্থিত হইলেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি স্বহস্তে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন, শেষে মনে পড়িল যে তাঁহার শয়ন গৃহ হইতে রাজ্ঞীর শয়ন গৃহে যাইবার একটী পথ আছে, তিনি তাহাদিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, বোধ হইল সেই পথ দিয়া আসিয়াছেন।

বাস্তবিক রাজ্ঞী সেই পথ দিয়াই আসিয়াছেন।

এত হবে তাতো জানিনে সোইরে।
আমি না বুঝে, পিরিতে মোজে, এখন প্রাণে বাঁচিনে ॥

রাজ্ঞী মোহিনী প্রমুখাৎ চঞ্চলা হরণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজার নিকট সমস্ত বলিয়া স্বগৃহে আগমন করিয়াছিলেন, ক্ষণেক পরে স্মরণ হইল, যে মোহিনী ও চঞ্চলা এক গৃহে শয়ন করিত, অদ্য কি প্রকারে মোহিনী শয়ন করিবেন; দাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে কহিয়াছিলেন—দাসীরা সমস্ত দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া রাজ্ঞীকে ঐ সংবাদ দিল—রাণী ভাবিলেন যে মোহিনী চঞ্চলাকে অত্যন্ত ভাল বাসে বোধ হয় তাহার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতেছে, লোক লাজে দ্বারকদ্ধ করিয়াছে, দাসীদিগকে ডাকিয়া স্বীয় শয়ন গৃহে মোহিনীর শয্যা প্রস্তুত করিতে কহিয়া আপনি শয়ন গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া মোহিনীর শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মোহিনী নাই! এঘর ওঘর অন্বেষণ করিলেন, কোথায় নাই! শেষে কর্ণগোচর হইল নিম্নে যেন কে কথা কহিতেছে, শব্দানুসারে গমন করিয়া দেখেন, যে এক জন পুরুষ মোহিনীকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিতেছে, তিনি মোহিনীকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন, অত্যন্ত সৎচরিত্রা ও ধর্ম্মশীলা জানিতেন, রাণীর হরি ভক্তি উড়িয়া গেল, কি "সর্ব্বনাশ পোড়ার মুখি এই বুঝি তুমি শুয়েছ" বলিয়া নিকটে গেলেন। মোহিনীর কথা নাই। ফিরিয়া মাধবের প্রতি চাহিলেন দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, রাজ্ঞী মাধবকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, মাধব তাঁহার জামাতা হইবেন তাঁহার মনে অত্যন্ত অভিলাষ ছিল, মনে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিল; "মাধব

তোর এই কাজ তুই আমার সর্ব্বনাশ করিলি” বলিতেং ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, “তুই যে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলি এক্ষণে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল, তুই সব কোত্তে পারিস, তোর অসাধ্য কিছুই নাই, তোকে যে মহারাজ রাজ্যভ্রষ্ট ও জাতিভ্রষ্ট করিয়াছেন, তিনি মহৎ কাজ করিয়াছেন, তুই রাজা হোলে আর মেয়েদের জাত কুল থাক্‌তোনা, তুই যেমন আমার সর্ব্বনাশ করিলি দেখিস পরমেশ্বর তোর বখন ভাল করিবেন না, আর আমি যদি সতী হই তবে তুই যেমন আমার মনে ক্লেশ দিলি তোর মনে যেন তেমনি ক্লেশ যাবজ্জীবন পাস, আমার মুখে যেমখ চূণ কালী দিলি, তোর বংশাবলীর মুখে তেমনি চূণ কালী পড়ে, যেন কুষ্ঠ রোগে তোমার অঙ্গ খোসেং পড়ে, এক্ষণে তোমার মাথা কেটে রক্ত দেখি তবে এদুঃখ যায়—মোহিনীকে লক্ষ করিয়া কহিলেন, কেবল ঐ পোড়ার মুখীর জন্য পারিতেছি না, নিজের মুখে নিজে কালী দিব’, বলিয়া মোহিনীর নিকট গেলেন “ও সর্ব্বনাশি তোর জন্যে কি আমাকে এই সহিতে হোল, পোড়ার মুখি মল্লিনি কেন তা-হোলে তো আপদ যেত, আবার অমোন কোরে বোসে রোহেছেন” বলিয়া জোর করিয়া মুখ তুলিলেন, মোহিনী লজ্জায় দুই করদিয়া মুখাচ্ছাদন করিলেন—“সর্ব্বনাশি এই জন্যে কি তোকে মানুষ কোরেছিলাম, বল্‌না” বলিয়া রাণী এক ঠোনা মারিলেন, মোহিনী উলটি পড়িয়া রাজ্ঞীর পদদ্বয় ধরিলেন।

রাজ্ঞী রাগে অন্ধ হইয়াছিলেন চমক হইল, মোহিনী তাঁহার এক মাত্র কন্যা প্রাণতুল্য ভাল বাসিতেন, মনো-

দুঃখে চক্ষে জল আসিল, "মোহিনী তুই এমন করিবি আমি স্বপনেও জানিতাম না" বলিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"মাধব রাণীর কাতরতা দেখিয়া করজোড়ে কহিলেন" 'মা আপনি বৃথা দুঃখ করিতেছেন, আপনি কোন মন্দ ভাবিবেন না, আমা হইতে মোহিনীর কোন মন্দ হয় নাই।

রাজ্ঞী চক্ষের জল মুছিয়া উত্তর করিলেন, "আর আমার মাথা কি ভাব্‌বো; সোমত্ত মেয়েকে কোলে কোরে চুম খাচ্ছিলি এক্ষণেও কি ভাবার বাকি আছে; মাধব বাবা তোকে আমি ছেলের মতন ভালবাসিতাম, তুই আমার এই সর্ব্বনাশ করিলি, এখন চল—বলিয়া মোহিনীকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া উঠিলেন, "কিল খেয়ে কিল চুরি করিগে এস তোমাকে বাটীর বার করিয়া দিয়া আসি, হতভাগীর জন্য এও আমাকে করিতে হোল" বলিয়া খিড়কির দ্বার গিয়া খুলিলেন।

মাধব আর কিছু বলিবার আসে ডাঁড়াইলেন।

রাজ্ঞী অঙ্গুলি দ্বারা উদ্ঘাটিত দ্বারাভ্যন্তর দিয়া উদ্যান রক্ষকদিগকে দেখাইয়া কহিলেন, তোমার রক্ত দেখিলেও আমার এ রাগ যাবে না, তবে ঐ পোড়ার মুখীর জন্য আমি এত সহ্য কোরে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি এখন যাও আর কথায় আবশ্যক নাই।"

মাবধ রাণীর কণ্ঠস্বরে বুঝিলেন আর থাকা বৃথা, বাহির হইয়া গমন করিলেন।

রাণী দ্বাররুদ্ধ করিয়া মোহিনীর নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

হস্ত ধরিয়া ‘আয়’ বলিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন—স্বীয় শয়নাগারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কিঙ্করীরা শয্যা প্রস্তুত করিয়া গল্প করিতেছে, রাজ্ঞী তাহাদিগকে বিদায় করিয়া মোহিনীকে নিকটে বসাইলেন, সমস্ত বৃত্তান্ত একটু একটু করিয়া বার করিয়া লইলেন, কেবল চঞ্চলা যে দুতী-য়ালী করিয়াছিল ঐ কথাটী বারকরিতে পারিলেন না।

রাণী এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবি-লেন, শেষে মোহিনীকে কহিলেন “এর জন্য তোমাকে আর কিছু বলিব না, কিন্তু আমার গা ছুঁইয়া দিব্য কর, যে তুমি কখন আর এমত কর্ম্ম করিবে না, আর আমি যে সম্বন্ধ করিব তাহাতে সম্মত হইবে।

মোহিনী কোন উত্তর দিলেন না।

রাণী এই কথা বারম্বার জেদ করিলেন, অনেক করিয়া বুঝাইলেন কিছুতেই উত্তর বার করিতে সক্ষম হইলেন না, শেষে রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, “তবে তুমি আমার কথা শুনিবে না, আচ্ছা আমার মান এখন আমার কাছে, তোমার আর আমাদের মুখে চূণ কালী দিবার পথ রাখিব না, যত দিন অবধি না তোমার বিবাহ হইতেছে ততদিন আমি তোমাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে রাখিব কোথায়ও যাইতে দিব না। আর তোমার সে গুড়ে বালি দিচ্ছি রাজার কাছে গিয়ে বল্‌ছি, যে মাধব এখানে থাকিলে তোমার মুখে চূণ কালী দিবে, আর আজ যা দেখেছি তাও বলিগে তিনি যা-

বুঝিবেন তাই তখন করিবেন, তুমিত তাঁকে চেন একথা শুনিলে মাধবের রক্ত না দেখে আর জল খাবেন না,” তথাচ কোন উত্তর পেলেন না, শেষে বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “তবে আমি তাঁর কাছেই যাই, এ আমার কর্ম্ম নয় তাঁর বড় আদোরের মেয়ে তাঁর যা ইচ্ছা তাই এখন করিবেন।—রাণী রাগতঃ হইয়া উঠিয়া চলিলেন মোহিনীর প্রাণ উড়িয়া গেল, মাতা যে সমস্ত বলিলেন সমস্তই সম্ভব, তাহার পিতা একে রাগতঃ—এসমস্ত জ্ঞাত হইলে মাধবের প্রাণ রক্ষা ভার” রাণীর দুপা জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—রাণী পুনর্ব্বার বসিলেন, অনেক বিলম্ব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কৈ দিব্য কর—আমার গা ছুঁয়ে দিব্য কর, আর কাঁদিলে কি হবে—দিব্য কর আমি আর মহারাজাকে কিছুই বলিব না।”

মোহিনী উত্তর না করিয়া কিবল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—রাণী আর রাগতঃ হইয়া কহিলেন “দিব্য করিনি তবে তোর কপালে যা আছে তাই এখন হবে, পোড়ার মুখী কিবল আমাকে জ্বালাতে পোড়াতে এসেচিস বৈত না, এখন থাক” বলিয়া হস্ত মোচন করিয়া রাগভরে উঠিয়া চলিলেন, প্রায় দ্বার অবধি গেলেন।

এমত সময়ে মোহিনী নিরূপায় দেখিয়া ছুটে গিয়া রাণীর উরুদ্বয় ধৃত করিলেন “মা আমি দিব্য করিতেছি তুমি বাবার কাছে যেওনা আমি সব কচ্চি” বারম্বার বলিতে লাগিলেন।

রাণী কহিলেন “আচ্ছা দিব্য কর।”

মোহিনী ছল ছল নয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দিব্য করিব ?"

"আচ্ছা বোস্" বলিয়া রাজ্ঞী মোহিনীকে সেই স্থলে বসাইয়া তাহার পূজার ঘর হইতে গঙ্গাজল তুলসী লইয়া আসিয়া মোহিনীকে হাত পাতিতে কহিলেন।

মোহিনী হাত পাতিলেন।

রাণী বসিয়া ঐ গঙ্গাজল তুলসী মোহিনীর হস্তে দিয়া ঐ হস্ত আপনার গাএ স্পর্শ করাইয়া জ্বলন্ত প্রদীপ দেখাইয়া কহিলেন, "বল, অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া গঙ্গাজল তুলসী হস্তে করিয়া তোমার গাত্র ছুঁইয়া দিব্য করিতেছি।"

মোহিনী মৃদুস্বরে রাজ্ঞীর অনুরূপ বলিলেন।

"বল যে মাধবকে জন্মের শোধ ত্যাগ করিলাম, উহার সঙ্গে আর কখন আলাপন করিতে চেষ্টা পাইব না আর কখন নিকটে আসিতে দিব না।"

মোহিনী "মাধবকে-বলিয়া সিহরিয়া চুপ করিলেন।"

রাণী বলিলেন "বল, আবার চুপ করিলে কেন।"

মোহিনী "কি বলিব" বলিয়া তাহার মাতার মুখ প্রতি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিলেন।

যে প্রকার সঙ্কট পীড়িত রোগী জীবনাশে চিকিৎসকের মুখ প্রতি চাহে মোহিনীও সেই প্রকার চাহিলেন রাজ্ঞীর সেই বিকল আশ্য দেখিয়া চক্ষে জল আসিল, ভাবিলেন এখন মায়া করিলে সকল বৃথা হইবে, আর নির্দয় স্বরে বলিলেন "আমার পানে আর চাহিলে কি হবে যখন একাজ কোত্তে বোসেছিলি তখন আমার পানে চাইতে পারিসনি।"

মোহিনী আস্তেং মুখ নম্র করিলেন, নৈরাশ স্বরে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিব।"

রাণী পুনশ্চ কহিলেন "এই বল, যে আমি মাধবকে জন্মের মতন ত্যাগ করিলাম, কখন আলাপন করিতে চেষ্টা পাইব না, কাহার দ্বারা কখন কথা চালাব না।"

মোহিনী আস্তেং সকলি বলিলেন, কিন্তু জন্মের শোধ ত্যাগ করিলাম ছাড়িয়া দিলেন।

রাণী পুনশ্চ মাধবকে জন্মের শোধ ত্যাগ করিলাম বলিতে কহিলেন।

মোহিনী রাজ্ঞীর অঙ্গ হইতে হস্ত লইয়া তাহার পদদ্বয় ধারণ করিলে।

রাজ্ঞী চমকিয়া "আঃ কি করিস ঠাকুরের তুলসী পায়ে ঠেকাস কেন" বলিয়া হস্ত মোচন করিয়া লইলেন।

মোহিনী তাহার মস্তক নত করিয়া তাহার মাতার পদে রাখিয়া ব্যাকুল স্বরে কহিলেন, "মা আমি আর কখন কিছু করিব না, মা তোমাকে না বোলে আর কিছু করিব না।"

কাকুতি দেখিয়া রাণীর মন আর্দ্র হইল, মোহিনীকে তুলিয়া কহিলেন "তোর যেমন কর্ম্ম আমি কি কোর্ব্ব এখন যা শুগে যা।"

মোহিণী কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন, আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত মুড়ি নিয়া ভিত্তিরদিগে মুখ ফিরাইয়া শুইলেন।

রাজ্ঞী ক্ষণেক দাঁড়াইয়া কন্যার শয্যায় আসিয়া বসিলেন মুখের অঞ্চল মুক্ত করতঃ মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "তুই

যেমন কপাল কোরে এসেছিস মা আমি কি কোর্ব্ব, আমার কি তোর সুখে অনিচ্ছা তবে এখন যা হবার নয়, তাতে আবার ইচ্ছা কোরে বৃথা কলঙ্কের ভাগী কেন হবি, তুইতো সুবোধ, বয়েস হোয়েছে, নিতান্ত ছেলে মানুষ নোস, তোর ভালর জন্যেই আমি তোকে দিব্য করাইয়াছি মা আর কাঁদিসনি" এই প্রকারে অনেক বুঝাইয়া রাজ্ঞী এক জন দাসীকে নিকটে বসিতে কহিয়া চলিয়া গেলেন।

দেখে এলাম শ্যাম, তোমার বৃন্দাবন ধাম,
স্বধু নাম আছে।
সেথা বসন্ত ঋতু নাই, কোকিল নাই,
ভ্রমর নাই, জলে কমল নাই,
কিবল রাই কমল ধূলায় পোড়ে রোয়েছে॥

মাধব রাজান্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া কোনদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না, এত বাহ্যজ্ঞান শূন্য যে প্রহরিদের দৃষ্টিপথারূঢ় হইবেন তাহার কোন ভ্রুক্ষেপও হইল না। ভাগ্য বশতঃ কেহই দেখিতে পাইল না, ভগ্ন প্রাচীর দিয়া বাহিরে আসিলেন, সীস দিলেন, তাহার অশ্ব আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, অশ্বের রজ্জু ধরিয়া এক লম্ফে পৃষ্ঠোপরি বসিলেন, এড়ি মারিলেন, অশ্ব বায়ুবেগে চলিল, সিংহদ্বার দিয়া হাওয়ার মত বার হইয়া গেলেন, প্রহরিরা "কোন্ হ্যায় কোন্ হ্যায়" বলিতে বলিতে দৃষ্টির অগোচর হইয়া গেলেন, নগর অতিক্রম করিয়া মাঠে পড়িলেন, তথাচ অশ্বের বেগ সম্বরণ করিলেন না; আর টিট্‌কারি দিয়া অশ্বগতি বৃদ্ধি করিলেন।

কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন, মনে কিছুই আইসে না, কিবল মোহিনীর মোহিণী মুরতী উদয় হইতে লাগিল, অগ্রে সন্ন্যাসাশ্রম লইবেন মনে স্থির করিয়া ছিলেন, এক্ষণে সে দিকে আর মন যায় না—কি প্রকারে পুনশ্চ ঐ মোহিণী মুরতী দেখিবেন মনে উদয় হইতে লাগিল—চতুরঙ্গী পাণ্ডার প্রতি বর্জ্জিতাক্রোশ পুনশ্চ প্রদীপ্তমান হইল, পাণ্ডাস্ত্রীকৃত অনিষ্ট পুনশ্চ হৃদয়াঙ্গম হইল, সাপটিয়া অশ্ব-

রজ্জু ধারণ করিলেন—অশ্ব দাঁড়াইল—হস্ত দৃঢ় মুষ্টি করিয়া তুলিলেন দন্তে দন্ত কড়মড়ি দিব্য করিলেন, পাণ্ডাজী এই বারে শামলাও মোহিণীকে পাই তবে ভাল, না হয় তোমার মাথা নিব, আমার ব্রহ্মহত্যাকারী যে দুর্নাম দিয়াছ সে এইবারে যথার্থ হইবে তোমার মাথা নিবই নিব, শামলাও—বলিয়া সতেজে মুষ্টি ত্যাগ করিলেন, অশ্বের গ্রীবায় পতিত হইল, অশ্ব হেষারব করিয়া তরপাইয়া বিদ্যুতের ন্যায় চলিল মাধবের চমক হইল, ভাল করিয়া বসিলেন পুনশ্চ অন্যমনস্কা হইলেন, অনেক পরে অশ্বের পদভঙ্গ হইল অশ্ব পুনশ্চ থামিল, মাধবের পুনশ্চ চমক হইল, চতুর্দ্দিকে চাহিলেন সম্মুখে এক চকমিলান মন্দির অত্যন্ত ভগ্নাবস্থা দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, নাগা সন্ন্যাসীদিগের আস্থানা তাহার অশ্ব তাহাদিগের নিকট থাকিত, পশু সভাব সিদ্ধ গুণে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়াছে। ভালই হইয়াছে,এস্থলেই অশ্ব রাখিয়া যাই ভাবিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

কোন শব্দ নাই—অন্য দিনে এমন সময়ে বোম২ শব্দে মন্দির কাঁপিতে থাকে, অদ্য কি সকলেই শয়ন করিয়াছে? অশ্বের রজ্জু ধরিয়া ভিতরে গেলেন কেহ কোথায় নাই ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন যেন এক স্থলে অগ্নিমত বোধ হইল, সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন অগ্নি বটে, কিন্তু ভষ্মাবৃত হইয়াছে—বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল! সন্ন্যাসী-রা কোথায়?

"রাম রাম ভাই কেহ আছ" বলিয়া বারম্বার ডাকাতে

দূর হইতে এই শব্দ মাধবের কর্ণগোচর হইল যে "যে হও বাবা একটু জল দেহ প্রাণ গেল।"

মাধব চম্‌কাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায়।"

সে মৃদুস্বরে উত্তর করিল "আমি হেথায়, উঠানে।"

মাধব শীঘ্র অগ্নি হইতে একখান কাষ্ঠ ফুৎকার দিয়া জ্বালাইয়া লইলেন, উঠানে নামিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

পুনশ্চ শব্দ হইল "বাবা আমি হেথায় একটু জল দে প্রাণ গেল।"

এইবারে দেখিতে পাইলেন যে এক জন লোক ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে, নিকটে গিয়া চম্‌কাইয়া দেখিলেন সমস্ত শরীর রক্তময় মৃত্যুপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে, মনে ভাবিলেন একি-জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপার কি, সে উত্তর করিল "বাবা জল দে প্রাণ গেল।"

মাধব জিজ্ঞাসা করিলেন "জল কোথায়।"

সে উত্তর করিল "ঐখানে দেখিলে পাবে।"

মাধব শীঘ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, একটী কমণ্ডলু পূর্ণ জল দেখিতে পাইলেন তাহা লইয়া শীঘ্র আহত ব্যক্তির মুখে ধরিলেন।

সে জল পান না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি জাত।"

মাধব উত্তর করিলেন "আমি দ্বিজ।"

"তবে দেহ" বলিয়া জল পান করিল।

মাধবলাল পুনশ্চ আসিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন এক খানা কম্বল পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া তুলিয়া লইলেন,

আহত ব্যক্তিকে ঐ কম্বলে জড়াইয়া জ্বলন্ত অগ্নির নিকট তুলিয়া আনিয়া শোয়াইলেন, যে যে অঙ্গে ক্ষত হইয়াছিল স্বীয় উষ্ণীষ ছিড়িয়া বন্ধন করিলেন,অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ব্যাপার বল দেখি, তুমিত এক জন নাগাসন্ন্যাসী দেখিতেছি, আর সকলে কোথায়, আর আহত কেন ?

সন্ন্যাসী অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিল "তবে শুনুন, অদ্য আহারাদির পরে সকলে শয়ন করিয়াছে কিবল আমি দ্বারে বসিয়া এক ছিলাম গাঞ্জা টিপিতে ছিলাম এমত সময় এক দল লোক আসিয়া ঢুকিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কেও ?

তাহারা 'ঐ যে এক জন পাখ্ড়াও' বলিয়া আমার উপর পড়িল, আমার পার্শ্বে আমার ত্রিশূল ছিল আমি তাই লইয়া উঠিলাম কিন্তু কি করিব, এক জনের উপর দশ জন এসে পড়িল, আমি চোট খেয়ে উঠানে পড়িলাম অন্ধকারে আমি মরিয়াছি জ্ঞান করিয়া আর কিছু বলিল না, আমি মড়ার মতন চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

চারি দিকে মার২ ধর২ শব্দ হইতে লাগিল, আমাদের সমস্ত লোককেই প্রায় ধরিয়া হস্ত বন্ধন করিয়া লইয়া গেল, আমাকে আঁধারে আর দেখিতে পাইল না—কথা বাত্রায় বোধ হইল রাজা মহীপালের লোক।

তাহারা চলিয়া গেলে আমি বুকে হাটিয়া এইখানে আসিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু অল্প দূর আসিয়া আর আসিতে পারিলাম না, ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম, আপনার ডাকা ডাকিতে আমার জ্ঞান হইল, আমি এই পর্য্যন্ত জানি।

এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া মাধবলালের চঞ্চলার কথা মনে পড়িল—জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদিগের উপর এই আক্রমণ কেন হইল, জান ?

সন্ন্যাসী উত্তর করিল "আজ্ঞা না"।

মাধবলাল উত্তর করিলেন "আজ্ঞা না" বলিলে চলিবে কেন, আজ তোমারা রাজগৃহের একটী স্ত্রীলোককে হরণ করিয়া আনিয়াছ।"

সন্ন্যাসী উত্তর করিল "আজ্ঞা আমি তার কিছুই জানি না।"

মাধব উত্তর করিলেন "আমি সঠিক জানি, এক্ষণে কি প্রকারে তাকে ফিরে পাওয়া যায় বল দেখি।"

সন্ন্যাসী ক্ষণেক পরে উত্তর করিল "আপনি আমার আজ এক প্রকার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, আমাদিগের অনেক প্রকারে উপকার করিয়াছেন, আমরা আপনাকে আমাদের দলের এক জনের মত জ্ঞান করি, আমাদিগের গুপ্ত ব্যাপার আপনিও অনেক জানেন, আপনাকে বলিতে হান নাই, আপনি বলিতেছেন যে রাজ গৃহের একটী স্ত্রীলোককে আমরা ধরিয়া লইয়াছি, কিন্তু আমি ইহার কিছুই জানি না, কিন্তু এক্ষণে এই ব্যাপারের পর স্ত্রীলোকটীকে ফিরে পাওয়া দুঃসাধ্য, প্রাণ থাকিতে ফিরে দিবে না, তবে যদি মোহন্ত বাবাজী মনে করেন, তিনি দিতে পারেন, তিনি ভিন্ন আর কেহ পারে না।"

মাধব কহিলেন, "তবে উপায় কি ? আমার তো তাকে একান্ত আবশ্যক, মোহন্তের বা নাগাল পাই কোথয়া,

তোমরা তো তিনি কোথায় থাকেন বলিবে না? (সন্ন্যাসী ঘাড় নাড়িল) মাধব ক্ষণেক পরে হোএছে বলিয়া স্বীয় কোষ হইতে একখানি রজত চাক্তি নির্গত করিয়া সন্ন্যাসীর হস্তে দিলেন,-একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠ তাহার নিকট লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কি, আর তোমাদের কার ও কিসের চিহ্ন বলিতে পার?"

সন্ন্যাসী বিশেষরূপ নিরীক্ষণ করিয়া মাধবলালকে জিজ্ঞাসা করিল "এটি কোথায় পাইয়াছিলেন,"এ যে এখনকার মোহন্তের চিহ্ন।"

মাধবলাল উত্তর করিলেন, "কাশীতে তোমাদিগের এক জনের প্রাণ রক্ষা করি, তিনি এইটি দিয়া কহিয়াছিলেন, যে তোমার আমার সহিত দেখা করিতে কিম্বা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে এইটি যেকোন সন্ন্যাসীকে দেখাইবেন, সেই তোমাকে আমার নিকট পৌছাইয়া দিবে—কেমন একি সত্য?"

"আজ্ঞা হাঁ— আপনি ইহা আমাদিগের মধ্যে যাহাকে দেখাইবেন সেই আপনাকে মহন্তের নিকট লইয়া যাইবেক, আপনিত আমাদের গুপ্ত ইঙ্গিত জ্ঞাত আছেন, অক্লেশে মহন্তের নিকট পৌছিতে পারিবেন, আমি আর কথা কহিতে পারি না, আপনি উঠিয়া ঐ ঝুলিটি এখানে একবার আনুন।"

মাধবলাল আনয়ন করিলেন।

সন্ন্যাসী কহিল "উহার ভিতর একটী লালডিপা আছে তাহার ভিতর কএকটী বটিকা আছে, তাহার একটী আমার মুখে ফেলিয়া দিন।"

মাধব বটিকা মুখে ফেলিয়া দিয়া একটু জল দিলেন।

সন্ন্যাসী ঔষধ সেবন করিয়া কহিল, "আমাকে আর জাগাইবেন না, আমার এক্ষণে নিদ্রা হইবে, আর আমাদিগের কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমার সংবাদ দিবেন, আর আমার নিকট একটু জল রাখিয়া যাইবেন" সন্ন্যাসী স্থির হইয়া নয়ন মুদিল।

মাধবলাল সন্ন্যাসীর গাত্র উত্তমরূপে আচ্ছাদন করিয়া কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন, এক্ষণে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করা স্থির করিয়া অশ্বের সাজ খুলিয়া আহার দিলেন, স্বয়ং পুনশ্চ সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেন—সন্ন্যাসী নিদ্রা যাইতেছে, মাধবলাল অগ্নিতে প্রচুর কাষ্ঠ দিয়া শয়ন করিলেন।

তিন প্রহর রাত্রের পর মাধবের নিদ্রাভঙ্গ হইল, গাত্রোত্থান করিয়া অশ্ব সুসজ্জ করিলেন, সন্ন্যাসীর নিকট কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া অশ্বারোহণে গমন করিলেন।

মাধবলাল লোক শ্রুত ছিলেন যে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে নাগা সন্ন্যাসীদিগের প্রধান আস্তানা, সেই দিকে চলিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে এক ভগ্ন মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, অন্ধকার কিছুই দেখিতে পান্ না, অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া চকমকি প্রস্তর সহকারে অগ্নি জ্বালাইলেন, অগ্নির আলোকে দেখিতে পাইলেন, এক ভগ্ন মন্দির, কিঞ্চিৎ বিশ্রামাশয়ে আভরণ মুক্ত করিয়া অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন, কিঞ্চিৎ শুষ্ক পল্লব একত্র করিয়া জ্বালাইয়া শয়ন করিলেন, নিদ্রা আসিল।

ক্ষণেক পরে বোধ হইল যেন কে মন্দিরের গবাক্ষ দিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, উঠিয়া বসিলেন আর

দেখিতে পাইলেন না.মনে সন্দেহ জন্মিল,অগ্নিতে আরও শুষ্ক পল্লব নিক্ষেপ করিলেন, ধূধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, পুনশ্চ শয়ন করিয়া বালাপোষ দিয়া এমন করিয়া বদনাচ্ছাদন করিলেন যে তিনি গবাক্ষটী দেখিতে পাইতে লাগিলেন, একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সত্য বটে, কে এক জন লোক গবাক্ষ দিয়া দেখিতেছে, যেন চিনি২ বোধ হইতে লাগিল, শেষে স্মরণ হইল।—মনে ভাবিলেন সর্ব্বনাশ. উপায় কি, গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে গমন করিলেন, কএক খান শুষ্ক বৃক্ষ শাখা ও প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, যে স্থলে তিনি শয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থলে সাজাইতে লাগিলেন মধ্যে মধ্যে উঠিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে লাগিলেন, সাজান সমাপ্ত হইলে স্বীয় বালাপোষাচ্ছাদন করিলেন, ঠিক এক জন মনুষ্য শয়ন করিয়া রহিয়াছে বোধ হইতে লাগিল, আর অগ্নি কম করিয়া ফেলিলেন, আপনি তরবার লইয়া মন্দিরের একদিক্ ভগ্ন ছিল, তাহার উপরি বসিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, কোন্ শব্দ নাই, শেষে পুনশ্চ গবাক্ষে মুখ দেখা গেল, সরিয়া গেল, বাহিরে কে জেন কথা কহিতেছে বোধ হইল, দৃঢ় মুষ্টিতে তরবার ধরিলেন, মন্দির দ্বারাভিমুখে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

প্রথমে একটী ছুরিকাগ্রত হস্ত মন্দিরাভ্যন্তরে আসিল, ক্রমে একটী মস্তক, আবার একটী মস্তক, ক্রমে বুকে হেটে সমস্ত শরীর আসিল, দুইটী লোক ছুরিকা ধরিয়া তাহার নিকট বুকে হেটে যাইতেছে, আর অধিক নাই, বোধ হইল!

দুড়ুম কোরে একটি শব্দ হইল, এক জন বাবারে বোলে

অজ্ঞান হইল, অন্য জনের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল, মাধবলাল এক জনার পৃষ্ঠে লম্ফ দিয়া অন্য জনের মস্তকে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিলেন, একেবারে দুই জনকে প্রায় শেষ করিলেন, আর কেহ আছে কি না দেখিবার জন্য বাহিরে গেলেন, কেহই নাই—পুনশ্চ আসিয়া দেখিলেন অক্ষত ব্যক্তি গোঁ গোঁ করিতেছে, ক্রমে জ্ঞান হইল—মাধব মৃত ব্যক্তির কোমরবন্ধ লইয়া তাহাকে দৃঢ় করিয়া বন্ধন করিলেন, তুলিয়া অগ্নির নিকটে বসাইলেন, স্বীয় বালাপোষ লইয়া গাত্রে দিলেন, অগ্নিতে আরও কাষ্ঠ দিলেন, অগ্নি হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

মাধব বাবু বন্দির নিকটে বসিয়া অসি নিষ্কোষিয়া কহিলেন "কেমন এখন তোমার প্রাণ কার হাতে? এখন যদি প্রাণ চাহ তবে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি সত্য করিয়া কহ, তাহা না কহিলে আজি তোমার প্রত্যেক অঙ্গ অগ্নি দিয়া পোড়াইব—"এখন শুন, তোমরা কে, আর তোমাদের আমাকে মারিতে কে পাঠাইয়াছে?"

ক্ষণেক পরে বন্দী উত্তর করিল, "আমরা দস্যু, তোমায় লুট করিতে আসিয়াছিলাম, আমাদের কেহই পাঠায় নাই।"

মাধব একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া অঙ্গে চাপিয়া ধরিলেন। 'বন্দী' বাবারে, পুড়ে মলাম, বলিয়া ভূতলে উলটি পালটি খাইতে লাগিল।

মাধবলাল কাষ্ঠ পুনর্ব্বার অগ্নিতে দিয়া কহিলেন "ঠিক বল, তাহা না হইলে প্রত্যেক অঙ্গ ঐ প্রকার করিয়া পোড়াইব।" মস্তক হইতে উষ্ণীষ খুলিয়া ক্ষত চিহ্ন দেখাইয়

পুনশ্চ কহিলেন "এই দাগ দেখিতেছ, এতোর কাজ? তোর গলার শব্দ এখন আমি চিনিতে পারিয়াছি, আর মিছা কথা খাটিবেক না, যদি মিথ্যা বল, তবে নমুনাত দেখেচ, অমনি সমস্ত অঙ্গে হবে, এখন সব বল দেখি" বলিয়া টীকি ধরিয়া টেনে তুলিয়া বসাইলেন।

বন্দী বসিয়া উত্তর করিল, "কে আর পাঠাইবে যে পাঠাইবার সেই পাঠাইয়াছে, তুমি কি তাকে চেন না যে জিজ্ঞাসা করিতেছ--মাধব কহিলেন জানি কিন্তু তোমার মুখ থেকে শুন্তে চাই।"

বন্দী কহিল "তবে শুন, তোমার মাথায় যে দাগ দেখাইলে সে আমার কৃত, সেবার তোমাকে পরমেশ্বর রাখিয়াছেন, তোমার আমার হাতে মৃত্যু নাই বলিয়া বাঁচিয়াছ; তুমি যাকে আজ আছাড় মেরে ফেলেছিলে সে আমি, তোমাদের দ্বারে যে ভিক্ষুক শুয়ে থাকিত সে আমি—এক্ষণে চতুরঙ্গী পাণ্ডা ও রাজগুরুর অনুমতিতে তোমাকে মারিতে আসিয়াছিলাম,—তা না হোয়ে তুমিই আমাদের এক জনকে ত মেরেছ, আর এক জনকে ত পোড়ার্চ্ছ, এখন মারিলেই হয়, যার কপালে যা লেখা আছে তাকি কেউ খণ্ডাতে পারে, তোমার হাতে রামের মৃত্যু ছিল, তাই সে বার তুমি বেঁচেছ, তা না হোলে সে লাঠী খেয়ে কে কোথা বাঁচে, যদি আমার মৃত্যু তোমার হাতে লেখা থাকে তবে তুমি আমায় নিশ্চয় মারিবে, তা না হোলে সাধ্য কি যে তুমি মার, যে দিন নিয়ত হইবে সে দিন কেহ রাখিতে পারিবে না।"

মাধব কহিলেন, "আচ্ছাঃ সে এখন থাকুক, রাজগুরু আর প্রাণ্ডা যে তোমাদের আমাকে মারিতে পাঠাইয়াছে তাহার প্রমাণ কি ? তোর কথায় তো কেউ বিশ্বাস কোর্বে না।"

বন্দী উত্তর করিল, "প্রমাণ তো কিছুই নাই তবে আমরা তাঁহাদের চাকর এ সকলেই জানে; আর (মৃত দেহ দেখাইয়া) ও লেখা পড়া জানিত ওর কাছে যদি কিছু থাকেত বলিতে পারি না।"

মাধব উঠিয়া মৃত দেহের কক্ষ অন্বেষণ করিলেন, একটি গেঁজে হস্তে ঠেকিল, বস্ত্রের ভিতর হইতে খুলিয়া লইয়া গেঁজের মুখ খুলিয়া ঝাড়িলেন, কএকটী স্বুবর্ণ মুদ্রা পড়িল, হস্তে টিপিয়া দেখিলেন একটী লম্বা কি রহিয়াছে, নির্গত করিলেন, কএক খানি পত্র, প্রথম যে খানি তুলিলেন সে খানি হিশাব, সে খানি রাখিয়া আর একখানি তুলিলেন ক্ষণেক পাঠ করিয়া 'হুঁ এই বটে' বলিয়া সমস্ত পাঠ করিলেন, মুড়িয়া সযত্নে স্বীয় কোষ বস্ত্রে বন্ধন করিলেন, সমস্ত মুদ্রা পুনশ্চ গেঁজেতে পূরিয়া মৃত্যু দেহের উপর ফেলিয়া দিলেন, মস্তক হস্তে রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

দুড়ুম করিয়া একটি শব্দ হইল, মাধব চমকিয়া দেখেন যে বন্দী মৃত দেহের উপর পড়িয়াছে, মনে ভাবিলেন সঙ্গী বিয়োগ জন্য বন্দী দুঃখ করিতেছে, উঠিয়া তাহাকে মৃত দেহের উপর হইতে তুলিয়া দেখিলেন, চক্ষে জলকোণা মাত্র নাই, মৃত দেহের উপর দৃষ্টি করিলেন, গেঁজে নাই, গেঁজে গেল কোথায় ! বন্দী প্রতি পুনশ্চ দেখিলেন, হস্তে

গেঁজে রহিয়াছে, তাহার প্রতি আড়ে মিটং করিয়া চাহিতেছে, মাধব পদাঘাত করিবার জন্য পদ উত্তোলন করিলেন, আবার ভাবিলেন চোরের দণ্ডনাড়া রোগ কখনই ঘোচে না, স্বভাব দোষ কি করিবে, বন্দীর হস্ত হইতে গেঁজেটী লইয়া তাহার কোমরে বন্ধন করিয়া দিলেন, বন্দী মাধবের স্বভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া তাহার প্রতি ক্ষণেক চাহিয়া কহিল "মাধব বাবু মরা গরুতে জল খায় না।"

মাধব "আচ্ছা থাম্" বলিয়া পুনশ্চ মস্তকে হস্ত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, প্রভাত হইল, কএক জন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল, মাধবলাল তাহাদিগকে দর্শন করিয়া চিনিতে পারিলেন, "রাম রাম ভাই" বলিয়া ললাটে সর্প চিহ্ন করিলেন।"

তাহারা সীতা রাম ভাই বলিয়া বক্ষে সর্প চিহ্ন করিল।

মাধবপ্রসাদ ও তদ্রূপ করিলেন।

বোম্ মহাদেব বলিয়া তাহারা নিকটে আসিল, তাহাদিগের মধ্যে এক জন মাধবলালকে চিনিতে পারিয়া কহিল, কে ও মাধববাবু আপনি হেতায় কখন এলেন।

সকলেই মন্দিরের ভিতর গমন করিল, মৃত দেহ ও এক জন বন্দী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল! জিজ্ঞাসা করিল—একি?

মাধবলাল উত্তর করিলেন, এ অনেক ব্যাপার এরা দুই জনে আমার প্রাণ লইতে আসিয়াছিল।

সন্ন্যাসীরা উত্তর করিল, বটে তবে ওকে আর রেখে আবশ্যক কি, সঙ্গীর সঙ্গে পাঠান না কেন?

মাধব কহিলেন না ওকে অভয় দিয়াছি, ওকে আমার

বিশেষ কার্য্য আছে, এক্ষণে তোমাদিগকে একটা সংবাদ দি, তোমাদিগের এক জন নলান্দার আস্তানায় আহত হইয়া আছে, তোমাদের সংবাদ দিতে বলিয়াছে।

সন্ন্যাসী উত্তর করিল আজ্ঞা সে সংবাদ আমরা পাইয়াছি ও তাহাকে স্থানান্তর করিয়াছি।

মাধবলাল পুনশ্চ কহিলেন, তোমাদিগকে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের সহিত এই তিন গ্রামের কোন কালেই বিসম্বাদ নাই, তবে তোমরা কেন এক জন রাজগৃহের স্ত্রীলোককে হরণ করিয়াছ।

সন্ন্যাসী উত্তর করিল, "কৈ আমরা কাহাকেও ধরি নাই, ও মিথ্যা কথা। আর এক জন সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিল, ধরি আর না ধরি—কাল রাত্রে যা হোয়েছে তিন গ্রামের সমস্ত মেয়ে ধরিলেও শোধ যাবে না।"

মাধব কহিলেন "আমি তাহা কহিতেছি না, তোমাদিগের এ বৃথা কলহে আবশ্যক কি, তোমরা ঐ স্ত্রীলোকটীকে ফিরাইয়া দেহ তাহারা তোমাদের যাহা ক্ষতি করিয়াছে পূরণ করিবে।

সন্ন্যাসী মতগর্ব্বে কহিল, "সে আমাদিগের কথা আমরা বুঝিব আপনকার সহিত তাহা কহিতে ইচ্ছা করি না।"

মাধবলাল মনে করিলেন, আহত সন্ন্যাসী যাহা কহিয়াছিল তাহাই যথার্থ, ইহাদের হইতে কর্ম্ম উদ্ধার হইবেক না। কক্ষ হইতে সেই রজত চাক্তি নির্গত করিয়া সন্ন্যাসীর হস্তে প্রদান করতঃ কহিলেন—আমি মহন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিব, আপনাদিগের মধ্যে এক জন আমাকে সেই স্থানে

লইয়া চলুন—সন্ন্যাসী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল আপনি এটী কোথায় পাইলেন?

মাধব হাস্য করিয়া কহিলেন—"সে আমার কথা আপনাকে বলিতে ইচ্ছা করি না।"

সন্ন্যাসী লজ্জিত হইয়া চাক্তিটী পুনঃ প্রদান করিয়া কহিল আপনকার যাহাকে লইতে ইচ্ছা সেই যাইবেক, যে সন্ন্যাসী মাধবকে অগ্রে চিনিয়া ছিল সে কহিল, "আমার সঙ্গে আসুন।"

মাধব কহিলেন, না তুমি আমার এই বন্দীকে সাবধানে লইয়া আইস দেখ যেন কোন মতে পলাইতে পারে না।

সন্ন্যাসী যে আজ্ঞা বলিয়া বন্দীকে বাহিরে আনিল—

মাধবপ্রসাদ অন্য এক জন সন্ন্যাসী লইয়া অশ্বারোহণ করিলেন।

বন্দী এতক্ষণ স্থির হইয়া দেখিতে ছিল, মাধবের গমনোদ্যোগ দেখিয়া কহিল—"মাধব বাবু আমার আর একটী কথা আছে।"

মাধব নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি কথা শীঘ্র বল।"

সে কহিল, আমার মুখের নিকট কর্ণ আনুন।

মাধবলাল কর্ণ নত করিলেন।

বন্দী মৃদুস্বরে কহিল, আপনকার ভগিনী সুমতীকে রাজগুরু কাল হরণ করিয়া পাণ্ডাজীর মন্দিরে রাখিয়াছেন কল্য পাটলী পুত্রে যাত্রা করিবেন।

মাধব চমকি জিজ্ঞাসা করিলেন—কি? পুনশ্চ বল। বন্দী

বলিল, মাধবলাল মৃত পুত্তলিকার মত স্থির হইয়া রহিলেন শেষে অশ্ব ফিরাইয়া বিহারাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইলেন।

বন্দী পুনশ্চ কহিল, ওদিকে কোথায় যাইতেছেন, একলার কর্ম্ম নহে, নাগা সন্ন্যাসীদের যদি সাহায্য পান তবে কিছু হইতে পারে।

মাধব এতচ্ছ্রবণে স্থির হইয়া দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ" অশ্ব পুনশ্চ ফিরাইয়া এক সন্ন্যাসীকে লইয়া গৃদ্ধকূটাভিমুখে গমন করিলেন।

নারীর হাতে সোঁপে মনঃ প্রাণ, প্রাণ যেতে বোসেছে।

লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস।

ওদিকে ধানিরাম গৃহদ্বার রুদ্ধ হইলে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল, গৃহ মধ্যে কেহই নাই, একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, একখানি সুসজ্জ পালঙ্ক রহিয়াছে, একটি জল পাত্র ও কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য। ধানিরাম পালঙ্কে গিয়া বসিল, কি নিমিত্ত তাহাকে ধৃত করিয়া আনায়ন হইয়াছে এক প্রকার জ্ঞান হইল—এক্ষণে ছদ্মবেশ প্রকাশ পাইলে প্রাণ সংশয়, উপায় কি, ভয়ে গৃহের চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিল, পলাইবার কোন পথ নাই।

উঠ্তি বয়েসে আশা ভরসার শীমা নাই, নৈরাশ হয় না, ধানিরাম এক প্রকার বুক বান্ধিয়া বসিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দুই জন তাহার গৃহ দ্বারে কথোপকথন করিতেছে ধানির কর্ণগোচর হওয়াতে ধানিরাম বসন দিয়া সমস্ত অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া বসিল।

দ্বার উদ্ঘাটন হইল, এক জন গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া, আহ্লাদে অল্প হাসিলেন, এবং ফিরিয়া অন্য ব্যক্তিকে কহিলেন "হুঁ হোয়েছে, এক্ষণে উত্তমরূপে দ্বার রক্ষণ করগে, কাহাকেও এদিকে আসিতে দিও না, আর যদি এদিকে কোন শব্দ শুনিতে পাও মনোযোগ করিও না আর কোন কারণে এদিকে আসিও না আর কাহাকেও আসিতে দিয় না।" ঐ ব্যক্তি যে আজ্ঞা বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

ধানিরাম অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে সমস্ত শ্রবণ ও দর্শন

করিল; রাজ গুরু কি আশ্চর্য্য! তাহার রাজ গুরুর উপর অত্যন্ত ভক্তি ছিল, তাঁর এই কাণ্ড, ডুবে২ জল খান, মনে২ ভাবিতে লাগিল, আচ্ছা—ব্যাটা বুড়ার এইবারে ভণ্ডামি ভাঙ্গিব, বুড়া নিজের কাল নিজে করেছেন "শব্দ শুনিলে যেন এদিকে কেহ আসেনা" আচ্ছা কে কার শব্দ করে এই বারে দেখিব,—ভাবিয়া পালঙ্গের ভিতর দিকে সরিয়া বসিল। রাজগুরু এক পদ তুলিয়া পালঙ্গে বসিলেন "কেমন চিনিতে পার এস এ দিকে এস" গদ২ বচনে বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া ধানির পৃষ্ঠে হস্ত দিলেন।

উঁঃ বলিয়া ধানি পৃষ্ঠ কুঞ্চকিয়া সরিয়া বসিল।

রাজগুরু পৃষ্ঠের বস্ত্র ধৃত করিয়া কহিলেন, "ছি অমন কি কোত্তে আছে সোরে এস, এমন করিলে কি হবে বল দেখি, এস মুখ খানি একবার দেখি।"

রাজগুরু শয্যায় নত হইয়া দুই হস্তে পৃষ্ঠ বস্ত্র ধৃত করিয়া সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ধানিরাম বস্ত্র ধরতঃ উপুড় হইয়া পড়িয়া উঁ২ করিয়া নাকে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

রাজগুরু কহিতে লাগিলেন, "এতে আর কান্না কি, ব্রাহ্মণ সেবা পরম পুণ্য কার্য্য, তাতে আমি রাজগুরু আমার, সে-বাতে কি অধর্ম্ম আছে? কতশত রাজ রাণীরা এমন সেবা করিতে পাইলে কৃতার্থ জ্ঞান করে, রাজগুরুর সেবা লাভ কি সহজে ঘটে, তুমি পূর্ব্ব জন্মে কত পুণ্য করিয়াছিলে তাই এমত প্রার্থনীয় কার্য্য অক্লেশে পাইতেছ অপহেলা করিও

না, এস একবার মুখ খানি দেখি” বলিয়া আবার সবলে আকর্ষণ করিলেন।

ধানিরাম উদ্ধার-কৌশল স্থির করিয়াছিল, তাহার কটি-দেশে দুইটী চর্ম্মধনুশ্ছিলা ছিল, তিনি এতক্ষণ উহা কটিদেশ হইতে মোচন করিয়া ফাঁস দিতে ছিল ও নাকে কাঁদিতে ছিল—ফাঁস সাঙ্গ হইলে ধানিরাম সম্পূর্ণ বল প্রদান পূর্ব্বক দুই হস্তে স্বীয় বস্ত্র আকর্ষণ করিল, গুরুজী হুমুড়িয়া পড়িলেন, ধানিরাম বস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া বসিল, এক হস্তে শিখা আর অন্য হস্তে ফাঁস গলায় দিয়া পৃষ্ঠে হাঁটু স্থাপন করিয়া সবলে টানিল, রোঘোনাথের জিহ্বা নির্গত হইয়া পড়িল—গোঁ২ শব্দ করিতে লাগিলেন, প্রাণা-শঙ্কায় দুই হস্তে প্রাণ পণে ফাঁস ধৃত করিলেন।

ধানিরাম পৃষ্ঠে বসিয়া সক্রোধে কহিল, “চুপ্ শালা, ফাঁস ছাড়, তা না হোলে মেরে ফেলিব।”

রোঘোনাথের একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল “ওরে ব্রহ্মহত্যা করিস্‌নে, আমাকে ছেড়ে দে আমি তোকে ছেড়ে দিচ্ছি, তুই আমার মা হোস, আমায় মারিস্‌নি গোঁ২ করিয়া বলিলেন। ধানিরাম কহিল “দুর শালা, মা কিরে? বল বাবা হও, এখন ফাঁস ছাড় তা না হোলে এই টানলুম।”

মা আমায় ছেড়ে দেও, তুমি যা বল্‌বে আমি তাই শুনিব আমি দিব্য করিতেছি।

ধা—“আবার শালা বলে মা, বল বাবা।”

রো—আচ্ছা বাবা তুমি যা বলিবে আমি তাই শুনিব।

ধা—আচ্ছা ফাঁস থেকে হাত নে।

রো—না মা—

আবার শালা মা” বলিয়া ধানিরাম এক হাঁটুর গুতা মারিল।—“,না বাবা তুমি ফাঁসিটেনে দেবে”রাজগুরু সভয়ে কহিল।

ধানিরাম “বটে” বলিয়া রাজগুরুর হস্তে দন্তাঘাত করিয়া প্রাণ পণে ফাস টানিল।

“মলুম২, ব্রহ্মহত্যা হোল বাবা ছেড়েচি আর টানিস্‌নি” বলিয়া রাজগুরু প্রাণ পরিত্রাহি চীৎকার করিতে লাগিলেন, ফাঁস হইতে হস্ত লইলেন।

ধানিরাম, পুনশ্চ পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, “এখন চুপ।” গুরু স্থির হইলেন—“আচ্ছা আর টানিব না এখন দুই হাত পিঠের উপর দে।” গুরুজী তাই করিলেন।

ধানিরাম দন্তে ফাঁস রজ্জু ধৃত করিয়া বক্রী ছিলা লইয়া পৃষ্ঠের হস্তদ্বয় দৃঢ় বন্ধন করিল—রাজগুরুর কটিত্র লইয়া পদদ্বয় বদ্ধ করিল। “এখন উঠ” বলিয়া টানিয়া দণ্ডায়মান করাইল, পালঙ্কের ছাতৃতে গলের রজ্জু বন্ধন করিয়া এমৎ টাঙ্গাইয়া দিল, যে রাজগুরুর কিবল পদদ্বয় ভূতলে রহিল নড়িলেই ফাঁস লাগিবে। ধানিরাম গুরুকে ত্যাগ করতঃ শ্লথ শাটী পরিধান করিতে২ কহিল, “তুমি সকলকে গুরু উপদেশ দিয়ে বেড়াও এই বার বাবা তোমাকে একটা উপদেশ দিব।”

গুরুজীর প্রাণ উড়িয়া গেল সভয় করুণোৎপাদক স্বরে কহিতে লাগিলেন, মা—উঁ হুঁ—না—বাবা, ব্রহ্মহত্যাটা, করিসনি, তুই আমাকে ছেড়ে দে তোকে রাজা কোরে দেব।

ধানিরাম বসন পরিধান করিয়া ঘোমটা টানিল, পালঙ্গের উপর উঠিয়া রাজগুরুর মুখের নিকট মুখ লইল।

গুরুজী ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিয়াছেন, ফাঁস লাগিবার ভয়ে নিম্নে চাহিতে ভরসা করেন না, মুখে কথা বার হুইতেছে না।

ধানিরাম জিজ্ঞাসা করিল "কেমন একবার মুখ খানি কি দেখিবে না কিবল কড়ি গুণিবে, কত রাজরাণী না তোমার সেবা করিতে পাইলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে, আমি গরিব আমার কি আর এমন শুভাদৃষ্ট হবে, এখন যা পারি সেবা করেনি আর হবে না, "এস পা ধুয়াইয়া দি" বলিয়া এক ঘটী জল উরুদেশে ঢালিয়া দিল, গুরুজী শীতে ঠক২ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

ধানিরাম পুনশ্চ কহিল "এক্ষণেত পা ধোয়া হোল, ভোজন আর দক্ষিণা হইলেই হয়—লও" এই মুখামৃত পান কর আর আমার এই নব যৌবন দক্ষিণা লহ" বলিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া বদন চুম্বন করিল, রাজগুরুর হস্ত পদ বন্ধন, টলমল করিয়া নড়িয়া উঠিলেন ফাঁসি লাগিয়া গেল, আঁ আঁ করিয়া উঠিলেন।

ধানিরাম ফাঁসিতে হস্ত দিয়া দেখেন যে যথার্থই ফাঁস লাগিয়াছে, তাড়াতাড়ি ফাঁস শ্লথ করিয়া দিল, মনে ভাবিল এমন করিয়া রাখিয়া গেলে ব্রহ্মহত্যা হইবার সম্ভাবনা, ফাঁসের রজ্জু খুলিয়া ফাঁসের মুখে একটী গিরা দিল, পুনশ্চ পূর্ব্বমত টাঙ্গাইয়া দিয়া কহিল "এখন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাক" একটী শব্দ করিলে ফিরে এসে নিশ্চয়

প্রাণে মারিব, দেখ ভুল না” ধানিরাম গৃহ হইতে নির্গত হইয়া গেল। রাজগুরু পুত্তলিকার মত ঊর্দ্ধে চাহিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ধানিরাম গৃহ হইতে নির্গত হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল, যে দ্বার দিয়া আনিত হইয়াছিল সে দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, অন্যদিকে আর একটী দ্বার রহিয়াছে, সেই দিকে গমন করিয়া দ্বার ঠেলিল, দ্বার খুলিয়া গেল একটী দীর্ঘ প্রকোষ্ঠ নয়নগোচর হইল, কেহই নাই, একটী প্রদীপ মিট২ করিয়া জ্বলিতেছে—অগ্রসর হইয়া দেখিল একটী দ্বার হুড়কা বন্ধ রহিয়াছে, নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে গমন করিয়া তদুপরি কর্ণ স্থাপন করিল, কোন শব্দ পাইল না, দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া গৃহের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিল, একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, একটী স্বল্প বয়স্কা যুবতী পালঙ্কে বসিয়া রহিয়াছে, একলা, আর কেহই নাই। একক স্ত্রীলোক কি করিতে পারিবে, মনে ভরসা হইল, গৃহপ্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকটীকে পথ জিজ্ঞাসাভিপ্রায়ে নিকটে গমন করিল।

যুবতী স্বল্প ঘোমটা দিয়া নম্রমুখে কি ভাবিতে ছিল, গৃহ প্রবেশ শব্দ শ্রবণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ধানিরাম সভয়ে দুই পদ পিছাইল আবশ্যক নাই ভাবিয়া ফিরিল—যুবতী অমনি কাতর স্বরে “মা তুমি যে হও আমাকে রক্ষা কর” বলিয়া দ্রুত গমনে ধানির পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল, “তুমি আমার মা হও আমায় রক্ষা কর” বারম্বার বলিতে লাগিল।

ধানিরাম তাঁড়াতাড়ি দুই হস্ত ধরিয়া নিবারণ করিতে

গেল। কিন্তু কণ্ঠস্বর শ্রবণে বিস্ময়া বিশিষ্ট হইয়া হস্ত ত্যাগ করিয়া স্ত্রীলোকটীর অবগুণ্ঠন মোচন করিল, যুবতীর আলোক পৃষ্ঠভাগে ছিল, ধানিরাম মুখ আলো কে ফিরাইয়া দেখিল, বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিল "কেও চঞ্চলা—সর্ব্বনাশ! তুমি হেতা কেমন কোরে? চঞ্চলা ত্রস্ত পদত্যাগ করিয়া উঠিয়া ধানির অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া এক দৃষ্টে দেখিল "এ যে ধানিরাম" আমায় রক্ষা কর, আমায় এইবার বাঁচা, আমার আর কেহ নাই" বলিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল। ধানিরাম "ভয় কি ভয় কি" বলিয়া গলদেশ হইতে হস্ত মোচন করতঃ হস্ত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি হেতা কেমন কোরে এলে? চঞ্চলা মনোহরের সহিত সাক্ষাতের পর অবধি সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। ধানিরাম জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা আজ সন্ধ্যার সময়ে মামার নিকট কি বলিতে গিয়া ছিলে?"

চঞ্চলা কহিল সে আমার একটী কথা ছিল।

ধানিরাম কর জোড় করিয়া কহিল, চঞ্চলা আমি কি তোমার এমত শত্রু যে আমাকে না তাড়ালেই নয়, আমি কি তোমাদের সংসারের পথে এমত কণ্টক যে আমাকে দূর না করিলে তোমাদের সংসারে চলিত না, আমি সে দিন হটাৎ তামাসা কোরে একটি চুম খেয়ে ফেলেছিলাম, তাহা মামাকে না বলে কি রাগ গেল না? ছিঃ চঞ্চলা, তোমার এই কাজ—আজ অবধি আমি আর মেয়েদের কখন বিশ্বাস করিব না, তাদের পায়ে দণ্ডবৎ।"

চঞ্চলা অবাক্ হইয়া ধানির মুখ প্রতি চাহিয়াছিল, ধানির

দুই হস্ত ধরিয়া মিনতি অকপট বাক্যে কহিল, "ধানিরাম আমি তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি আমি সে কথা বোল্‌তে যাইনি—সত্যি সে কথা বলিনি, মাইরি বলিনি,—তোর কি এমন বিশ্বাস হোল যে আমি তোর সর্ব্বনাশ করিব—চঞ্চলার চক্ষে জল আসিল। ধানিরাম চক্ষে জল দেখিয়া কহিল "আচ্ছা আর দিব্য করিতে হবে না, এক্ষণে বলিস্‌নি ত? তা হোলেই হোল।"

চঞ্চলা সজল নয়নে কহিল, না, আমি মাইরি বলিনি।

ধানিরাম কহিল, "আঃ" বাঁচলুম ঐ ভয়টা বড় মনে হোয়েছিল, এখন এস সাত সমুদ্র তের নদীপার হবার চেষ্টা দেখিগে, ধানিরাম চঞ্চলার চক্ষের জল মুছাইয়া উভয়ে বাহির হইল, চঞ্চলাকে গাছ কোমর বান্ধিতে বলিয়া যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া ছিল, সেই দ্বার রুদ্ধ করিয়া চঞ্চলার নিকট আসিল।

দুই জনে ঐ প্রকোষ্ঠ ধরিয়া একটী ছোট ছাদে আসিয়া পৌছিল, তিনদিকে ঘর একদিকে প্রাচীর, আকাশ দেখিয়া ভরসা হইল, ধানিরাম শাটী কাচুঁলি ছাড়িয়া চঞ্চলার হস্তে দিল, "চঞ্চলা একটুক দাঁড়াও" বলিয়া পুনর্ব্বার গমন করিয়া একটী প্রদীপ ও গজাল আনায়ন করিল, চঞ্চলার হস্তে প্রদীপ দিয়া প্রস্তরের প্রাচীর বাহিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল, গজাল দিয়া অঙ্গুলি প্রবেশ পরিমাণ ছিদ্র করিয়া হস্তপদ অঙ্গুলি সহকারে ছাদের উপর উঠিয়া বসিল, চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হতাশ হইয়া মস্তক নাড়িল, নামিয়া আসিল।

চঞ্চলা আশা পূর্ণ লোচনে ধানির প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হোল ?"

ধানিরাম প্রাচীর লঙ্ঘনে এক জন বিলক্ষণ দক্ষ, ক্ষণেক চিন্তা করিয়া চঞ্চলাকে কহিল, "হোয়েছে, এখন সব ঐ খানে রাখ, মহারাষ্ট্রীয়দিগের মত কাছা দিয়া কাপড় পর দেখি।"

চঞ্চলা প্রদীপ রাখিয়া সম্মুখের বস্ত্র একত্র করিয়া কাছা দিল।

ধানি প্রাচীর বাহিয়া উঠিতে কহিল!

চঞ্চলা ছাদের কোনে আসিয়া দুই প্রাচীর দুই হস্ত রাখিয়া মুখ ফিরাইয়া ধানির প্রতি চাহিল।

ধানি কহিল আচ্ছা এখন উঠ।

চঞ্চলা উত্তর করিল "কেমন করিয়া উঠিব।"

"উঠ-আমি দেখাইয়া দিতেছি" বলিয়া ধানিরাম নিকটে গমন করিল—ভিত্তিতে ছিদ্র দেখাইয়া কহিল "দেখ, এ প্রাচীর ছিদ্রে একটী হাত দিবে, আরও ছিদ্রে একটী পা দিবে—আর ও প্রাচীরে ছিদ্রে ঐ প্রকার হাত ও পা দিবে, আমি সমস্ত ছিদ্র করিয়া আসিয়াছি, আর আমি তোমার নীচে নীচে উঠিব—অর্দ্ধেক ভর তোমাকে তোমার হাত পায়ে রাখিতে হইবেক আর বাকী ভর আমার স্কন্ধে রেখ, আমি এখন নীচে থেকে ঠেল রেখে যাইব তুমি কিবল হাত পায়ে কিছু জোর রেখে যেও, তাহা হইলেই অক্লেশে ছাদে গিয়া উঠিব।"

চঞ্চলা অতি সলজ্জভাবে কহিল "তোমার কাঁদে বসে যাব ? তা আমি পারিব না।"

"পারিব না বলিলে চলিবে না, বিপদ্ কালে লজ্জা করিলে কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না, আর সে বারে কেমন করে পেরে ছিলে, এক বছরে কি এতবড় হোয়ে পড়েছ যে এত লজ্জা কোচ্ছ, এস—এখন লজ্জা শীকায় তুলে রেখে আমার কাঁদে বোস, জয়রাম বলে সমুদ্র পারহই—বলিয়া ধানিরাম চঞ্চলাকে স্বল্প বলপূর্ব্বক স্কন্ধে বসাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ' লহ এখন গাঁথুনির ফাঁক দেখে আর বারের মত পা দেও" বলিয়া চঞ্চলার পদদ্বয় ধৃত করিয়া দুইটী ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া দিল।

চঞ্চলা স্বীয় প্রাণপণ চেষ্টায় ও ধানিরামের নিম্ন তোলায় হস্তত্রয় উর্দ্ধে উঠিল,—আর তিন হস্ত পরিমাণ উঠিতে পারিলে ছাদের প্রাচীর ধৃত করিতে পারে, এমন সময় ধানিরামের স্কন্ধে চঞ্চলার সমস্ত ভর পড়িল, ধানি আর তুলিতে অক্ষম হইল—"চঞ্চলা কি কর সমস্ত ভর যে আমার কাঁদের উপর দিলে, ছিদ্রে পা দেহ" বলিয়া ধানিরাম চঞ্চলার পদ ধরিয়া ছিদ্রে দিল" পদ কম্পমান ও সিক্ত বোধ হইল, ধানিরাম স্বীয় হস্তে দৃষ্টিপাত করিল, শোণিত! জিজ্ঞাসা করিল, "একি চঞ্চলা পা কেটেছ?" চঞ্চলা হতাশ হইয়া কহিল,—"হুঁ আমি আর উঠিতে পারি না নামাইয়া দেহ।"

ধানিরাম অতি কষ্টে নামিল, চঞ্চলাকে আলকের নিকট আনায়ন করিয়া দেখিল, চঞ্চলার হস্ত পদ ক্ষত বিক্ষত, পদের অঙ্গুলির নখ উঠিয়া গেছে, গলং করিয়া শোণিত নির্গত হইতেছে, বসাইয়া ধানিরাম বস্ত্র ছিন্ন করতঃ সমস্ত

ক্ত বন্ধন করিয়া দিল "এস আর কোন পথ দেখি গে" বলিয়া চঞ্চার হস্ত ধরিয়া তুলিল, চঞ্চলা চলিতে অক্ষম।

চঞ্চলা উঠিয়া কহিল, "ধানি আমি আর যেতে পারি না, আমার যাবার কোন উপায় নাই—তুমি অক্লেশে যাইতে পার, তুমি যাও, গিয়ে সবাইকে আমার সংবাদ দিও, এই এক উপায় আছে, আর বিলম্ব করিও না আমার জন্য কেন আর প্রাণ দিবে, আমার কপালে যা আছে তাই হইবে" দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

"তা হবে না, নয় তোমাকে নিয়ে যাবো নয় প্রাণ দিব, তোমাকে ছেড়ে যাওয়া হয় না—রাজগুরুকে কি করে এসেছি তাতো জান না—তাকে আজ আদ ফাঁসী দিয়ে এসেছি, আমাদের ধরিতে পারিলে সহজে মার্‌বে না নুন দিয়ে খুচে২ মার্‌বে—এখন এস, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ চেষ্টার কসুর করিব না"—বলিয়া ধানিরাম চঞ্চলা শ্রোণি এক হস্তে জড়াইয়া অন্য হস্তে প্রদীপ লইল।

চঞ্চলা ধানির স্কন্ধে ভর রাখিয়া খোঁড়াতে২ চলিল। পুনর্ব্বার ঐ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল, আর একটী দ্বার অর্গল রুদ্ধ রহিয়াছে নয়নগোচর হইল, ধানি মনে২ করিল আবার কেহ আছে না কি—দ্বারের নিকট আসিয়া স্থির হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিল, কোন শব্দ নাই, চঞ্চলাকে দাঁড়াইতে কহিয়া দ্বার খুলিল, উঁকি মারিয়া দেখিল, একটী যুবতী হস্তে মস্তক অর্পণ করিয়া নিমগ্ন হইয়া ভাবিতেছেন।

ধানিরাম স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়া-

ইয়া পড়িল, স্বপ্নানুভাবে চক্ষু মর্দ্দন করিয়া পুনশ্চ দেখিল, যথার্থই বটে, ধানি অগ্রসর হইয়া করযোড়ে কহিল, "মা তুমি হেতায় !!" স্ত্রীলোকটী পদ শব্দ শ্রবণে বসনে বদনাচ্ছাদন করিয়া মস্তক ফিরাইয়াছিলেন,কিন্তু মাতৃ শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, ধানিকে চিনিতে পারিয়া নম্রমুখী হইয়া অঞ্চল দিয়া বদনাবৃত করিলেন।

ধানিরাম পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল "মা আপনাকে হেতায় কে আনিল, আর আপনাকে এমন করে বন্দী করে কে রাখিল ? মা আমি আপনার কেনা দাস, আমাকে বলুন আমি এক্ষণে রাজা মহাশয়কে এ সংবাদ দিইগে-আর আপনি যদি পথ জানেন তাহা হইলে আমাকে বলিয়া দিন-আমি বার হইবার পথ জানি না।

স্ত্রীলোকটী মৃদুস্বরে কহিলেন, "কেন তুমি কি বার হইবার পথ জান না, তবে কেমন করে এখানে এলে ?"

ধানিরাম সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইল।

স্ত্রীলোকটী সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ধানিরাম এদের অসাধ্য কিছুই নাই, এরা সব করিতে পারে—এক্ষণে চঞ্চলা কোথায় আমার নিকট আন, আমার নিকট থাকিলে কোন ভয় নাই; আমার প্রাণ থাকিতে তাহার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না, আমার নিকট খুঁজিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যদি আসে তাহা হইলে চঞ্চলাকে ঐ পালঙ্কের নিম্নে লুকাইয়া রাখিব, এক্ষণে তাকে নিয়ে এস। ধানিরাম এতদ্শ্রবণে হৃষ্ট মনে চঞ্চলাকে গৃহ দ্বার হইতে ভিতরে আনিল।

চঞ্চলা নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল, রাজ্ঞী চঞ্চলার হস্ত

ধরিয়া নিকটে বসাইয়া অভয় দান করিলেন, ধানি প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তোমার আর এর জন্য কোন চিন্তা নাই এক্ষণে তুমি যাতে বার হইতে পার, এমত চেষ্টা দেখ, আর বিলম্ব কোরো না।

ধানিরাম হাত জোড়ে কহিল "আজ্ঞা না আর বিলম্ব করিব না, তবে বার হইয়া কি রাজাবাহাদুরকে সংবাদ দিব?"

রাজ্ঞী শিহরিয়া কহিলেন—কি আমার সংবাদ? না না আমার সংবাদ কাহাকে দিতে হবে না, এ পোড়ারমুখী নিজের পাপের ভোগ নিজে ভুগ্‌ছে, তার কে কি করিবে, (অতি ব্যগ্র হইয়া কহিলেন) ধানি তুমি আমার নিকট দিব্য কর যে তুমি আমাকে হেতায় দেখিয়াছ এমন কথা প্রাণ গেলেও কাহার নিকট বলিবে না—আর এমুখ কাহাকে দেখাইব! এক্ষণে মরিলেই বাঁচি—তবে ঐ পাঞ্জা নরাধমকে এর প্রতিফল দিতে পারি তবে মনের দুঃখ যায়, (দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন) হনুমন্ত হইতে কিছুই হবে না, তবে যদি মাধবলাল শোনে তো কি করে বলিতে পারি না; মাথায় করাঘাত করিয়া কহিলেন, আর সেই বা কি করিবে আমি রাক্ষসী তার কি পথ রেখেছি, ধানি তুই এখন যা আমার জন্যে তোকে কিছুই করিতে হইবে না— যা।" ধানিরাম রাণীকে নমস্কার কয়িয়া চঞ্চলাকে আশ্বাস দিয়া বিদায় লইল, দ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ করিয়া প্রাচীর বাহিয়া ছাদে উঠিল, চতুর্দ্দিক দর্শন করিয়া দিক্ নির্ণয় করিল, ছাদ হইতে আর একটী একতোলা ছাদে নামিল তাহার নিকটে

এক নিম্ববৃক্ষ ছিল তাহা বাহিয়া ভূতিলে নামিল, বস্ত্র খুলিয়া গাত্রে দিল—এখন ফটক পার হইতে পারিলেই হয়। এক জন দ্বারী দ্বার রক্ষণ করিতেছে, আর এক জন ধানির আলাপী প্রহরী দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ধানিরাম দ্রুত গমনে গিয়া তাহার স্কন্ধে হস্ত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভাই মামা হেতা এসেছেন? তাঁকে সন্ধ্যা অবধি দেখিতে পাইতেছি না।"

দ্বারী চম্‌কাইয়া ফিরিল, ধানিকে দেখিয়া কহিল, "কে ধানি তোমার মামা তো হেতা আসেন নি।"

দ্বার রক্ষকও ধানির প্রশ্ন শ্রবণ করিয়াছিল, সেও কহিল "কৈ তোমার মামা তো হেতায় আসেন নি।"

"তবে তিনি নলান্দায় আছেন, আমি সেথায় য্যাই" বলিয়া ধানিরাম ফটক পার হইয়া চম্পট দিল।

ওদিকে চতুরজী পাণ্ডা সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া, অল্প বিশ্রাম লইয়া চঞ্চলা সহ রসরঙ্গাভিলাষে আগমন করিলেন, সে দিকে কাহার যাইবার আজ্ঞা ছিল না, সদত রুদ্ধ থাকিত, একজন বিশ্বাসী রক্ষক সর্ব্বদা রক্ষণ করিত।

পাণ্ডাজী প্রহরীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন গুরুজী আসিয়াছেন?"

প্রহরী উত্তর করিল "আজ্ঞা হাঁ তিনি অনেক্ষণ আসিয়াছেন।" "আচ্ছা" বলিয়া পাণ্ডাজী দ্বার খুলিয়া প্রবেশ ক'রলেন, প্রহরী পুনশ্চ দ্বার রুদ্ধ করিল।

পাণ্ডাজী প্রকোষ্ঠে যাইতে দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে বড় আশ্চর্য্য মানিলেন, চোরের মন পুঁই আঁধারে—"গুরুর

দ্বারে দৃষ্টিপাত করিলেন, দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ নহে ফাঁক দিয়া আলোক দেখা যাইতেছে, পাণ্ডাজী ভাবিলেন বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়, শীঘ্রগতি দ্বারের নিকট আসিলেন, কোন শব্দ নাই, আস্তেং গৃহ মধ্যে উঁকি মারিলেন, কি আশ্চর্য্য! গুরুজী ঊর্দ্ধ দৃষ্টে কাষ্ঠ পুত্তলির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, গৃহ প্রবেশ করিলেন, গুরুজী পদ শব্দ পাইয়া ফাঁসীর ভয়ে মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন "বাবা মলুম আর দাঁড়াতে পারি না, ব্রহ্মহত্যা হোল—বাবা তোর পায়ে ধরি খুলে দে" এতদ্শ্রবণে পাণ্ডাজী "একিং" বলিয়া শীঘ্র নিকটে গেলেন, গুরুজী বন্ধন দেখি তাড়াতাড়ি মোচন করিয়া পালঙ্গে বসাইলেন।

গুরুজী পাণ্ডাজীকে চিনিতে পারিয়া, "কেও চতুর, বাবা বাঁচলুম শালা মেরে ছিল আর কি।"

পাণ্ডাজী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শালা কি" "আরে বাবা শালা কি শালী তা তো বলিতে পারি না,— বাবা বড় তৃষ্ণা একটু জল দে" বলিয়া গুরুজী ঘটীর অবশিষ্ট জল চোঁ করিয়া পান করিলেন,—একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পাণ্ডাজীকে সমস্ত ব্যাপার বলিয়া অতি আক্রোশে কহিলেন "বাবা তুমি তাকে একবার বেঁধে আমার হাতে দেহ, আমার মনের দুঃখ মিটাই, ব্যাটাকে রোজ তিন বার কোরে ফাঁসী দি।"

পাণ্ডাজী অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "তা আর বলিতে, এখন কোথা গেল দেখি গে" বলিয়া কএক জন বিশ্বাসী ভৃত্যকে ডাকিয়া সমস্ত অন্বেষণ করিতে কহি-

লেন, আপনি চঞ্চলার গৃহে গমন করিলেন, চঞ্চলা নাই! এঘর ওঘর করি অন্বেষণ করিলেন, কোথাও নাই! রাণীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি উত্তর করিলেন, কৈ আমি কিছু জানি না—ছাদে চুনারি শাটী শণিত চিহ্ন দেখিতে পাইলেন, মনে ভাবিলেন এই স্থান দিয়া পলায়ন করিয়াছে, সিংহ দ্বারে জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বারী-উত্তর করিল কেহই বার হইয়া যায় নাই, শেষে শিদ্ধান্ত করিলেন, যে তাহারা কোথায় লুকাইয়া আছে, অদ্য রাত্রে উত্তম রূপে চৌকি রাখ কল্য অনুসন্ধান করা যাইবেক।

ওগো শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি, বল বৃন্দে সই।
যদি ত্যজি গো কুল, তবে হাসে গোকুল,
যদি রাখি গো কুল, কৃষ্ণ বঞ্চিত হই॥

ধনিরাম মন্দিরদ্বার অতিক্রম করিয়া, চঞ্চলার উদ্ধারে উপায় ভাবিতে২ নগর প্রবেশ করিল, তাঁহার মাতুলকে এ সংবাদ সর্ব্বাগ্রে দেয়ন কর্ত্তব্য বিবেচনায় শীঘ্র বাটীতে উপস্থিত হইল।

বাটীর দ্বার হাঁহাঁ করিতেছে, দোকানের দ্বার ভগ্ন, দ্রব্যাদি ছড়াছড়ি রহিয়াছে, আশ্চর্য্য হইয়া বাটী প্রবেশ করিল, সমস্ত অন্ধকার, এঘর ওঘর করিয়া খুজিল; শেষে রন্ধন গৃহে গেল, কে যেন ফোশ২ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে বোধ হইল।

ধানিরাম "আয়ী আয়ী" বলিয়া আস্তেং ডাকিল।

গৃহাভ্যান্তর হইতে তাহার মাতামহী "কেও ধানিরাম আর বাবা সর্ব্বনাশ হোয়েছে" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

ধানিরাম "কেন কি হইয়াছে" বলিয়া তাহার মাতামহীর হস্ত ধরিয়া বাহিরে আনিল।

ধানির মাতামহী ক্রন্দন করিতেং কহিল "আর ভাই সর্ব্বনাশ হইয়েছে, আমার মনোহরকে রাজা বেঁধে ধোরে নিয়ে গেছেন, সর্ব্বস্ব লুট করেছেন, এখন যে ভাই তোকে ধোত্তে পারেনি এই ঢের, তুই এখন পালা আর এখানে থাকিস্‌নি।"

এতদ্‌বৃত্তান্ত শ্রবণে ধানিরামের প্রাণ উড়িয়া গেল, সুমতীর কথা মনে পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, আয়ি রাজকুমারী কি হেতায় এসেছিলেন।"

ধানির মাতামহী আশ্চর্য্য হইয়া উত্তর করিল, "রাজকুমারী হেতায় আস্‌তে যাবেন কেন! তুই কি বলিতেছিস্‌? আমিত বুঝ্‌তে পারিলাম না, এখন সে যা হোগ, তুই ভাই আমার অন্ধের নড়ী, একটা উপায় করিয়া আমার মনোহরকে বাঁচা, ভাই তোকে এত দিন নিজের ছেলের মতন মানুষ কোরেছে, তার একটা কাজ কর" ধানির হস্ত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ধানিরাম হতাশ, স্তব্ধ হইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল। মামা বন্দী, চঞ্চলা বন্দী, সুমতী নিরুদ্দেশ, কাহার জন্য অগ্রে চেষ্টা পাইবেন, সকলেই সমান, সকলেরি নিতান্ত আবশ্যক,

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া তাহার মাতামহীকে কহিল, "দিদি তুমি হেতায় থাক, আমার বিশ্রাম লইবার সময় নাই, আজ রাত্রেই শিবশঙ্কর বাবুর নিকট চলিলাম, তিনি বৈ আমাদের আর উপায় নাই, এখন তুমি দ্বার দিয়া ঘরে গিয়া শোও, আমি নলান্দয় চলিলাম।"

ধানিরাম গাত্রবস্ত্র লইয়া নলন্দায় যাত্রা করিল, পূর্ব্ব-দিকে আলোক হইয়াছে এমত সময় নলন্দায় উপস্থিত হইল, রাজদ্বারের রক্ষক্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, শিবশঙ্কর বাবু সেথায় আছেন কি না? দ্বারী ধানির আলাপী উত্তর কহিল "হাঁ হেতায় আছেন।"

ধানি ব্যগ্র হইয়া কহিল, "তবে ভাই একবার তাঁকে সংবাদ দিতে হবে, যে ধানিরাম তাঁহার কাছে অত্যন্ত দর-কারে এসেছে।"

দ্বারী উত্তর করিল, এখনও অনেক রাত রহিয়াছে কেমন করিয়া সংবাদ দিব।"

ধানিরাম তাহার হস্ত ধরিয়া কাকুতি মিনতি করিয়া কহিল "ভাই এক্ষণে সংবাদ না দিলে আমার সর্ব্বনাশ হবে, মামাকে রাজা ধোরে নিয়ে গেছেন, সকালে শূলে দেবেন, ভাই আর দেরি করিস্‌নি" দ্বারী চমৎকৃত হইয়া কহিল "বল কি, তা আমাকে আগে বলিতে নাই" তাড়াতাড়ি এক জন অন্দরের ভৃত্যকে ডাকিয়া শিববাবুর নিকট সংবাদ পাঠা-ইল, ফিরিয়া আসিয়া ধানিকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল।

ধানিরাম, আমি তার কিছুই জানিনা বলিয়া কাটাইল শিবশঙ্কর বাবু সংবাদ পাইবা মাত্র যেমন শয্যায় শয়ন

করিয়াছিলেন তেমতি উঠিয়া বাহির বাটীতে আগমন করিলেন, বাসপরিবর্ত্তন করিতে বিলম্ব করিলেন না, ধানিরামকে ডাকিয়া সমস্ত অবগত হইয়া, মাথায় হস্ত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "সুমতী কোথায় আছেন তাহার কোন সংবাদ পাই নাই ?"

ধানিরাম উত্তর করিল "আজ্ঞা না তাঁকে আমাদের বাটীতে যাইতে বলিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি সেখানে যাননি, বোধ হয় গ্রামস্থ কোন না কোন লোকের বাটীতে থাকিবেন, কিম্বা মামার সহিত ধৃত হইয়া থাকিবেন।"

শিবশঙ্কর বাবু হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা কলিলেন "তবে ধানি উপায় কি ?" ধানিরাম উত্তর করিল "আজ্ঞা এখনত আর উপায় দেখি না, আমি গ্রামে গেলে আমার প্রাণ সংশয়, তবে যদি আপনি যান তবে মামারও জগন্নাথের প্রাণ বাঁচে, আর রাজকুমারীর ও ভিতরেং সন্ধান লইতে পারেন।"

শিবশঙ্কর বাবু আচ্ছা রহ আমি একবার কাকার সহিত পরামর্শ করি, তিনি কি বলেন আগে শুনি, বলিয়া পুনশ্চ অন্দরে গেলেন কিয়ৎক্ষণ পরে দুর্ব্বার ও শিবশঙ্কর উভয়েই বাহিরে আসিলেন।

দুর্ব্বার ধানিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন ধানি তুমি যে সকল বলিয়াছ সে কি সব সত্য, যথার্থই রাজগুরু ও পাণ্ডাজীর লোকে নাগাদের বেশে এই কার্য্য করিয়াছেন ?"

ধানি করজোড়ে উত্তর করিল "আজ্ঞা হাঁ আমাকে আর

চঞ্চলাকে ধোরে নিয়া গিয়াছিল, চঞ্চলা এক্ষণে বন্দী আছে।”

দুর্ব্বার মস্তক নাড়িয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, এত বড় সর্ব্বনেশে ব্যাপার এরাত সব করিতে পারে, ব্রাহ্মণ বোলেই কি এমত অহঙ্কার ও অত্যাচার কে সহিবে-দেখ শিব-শঙ্কর তুমি হনুমন্তের নিকট যাই, আমার নাম লইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইও, আর কহিও যে আমাদের বিশেষ অনুরোধ যেন মনোহর কিম্বা জগন্নাথকে কোন সাজা দেন না, আর তিনি যেন পাণ্ডাজীকে বলিয়া চঞ্চলাকে ছাড়িয়া দেন, আমি স্বয়ং রাজা মহীপাল ভায়ার নিকট যাইতেছি তাহার সঙ্গে একটা পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল বোধ হইবে তাহাই করিব, আর যদি দেখ হনুমন্ত আমাদিগের কথা গ্রাহ্য করিতেছেন না, তাহা হইলে বলিও যে অদ্যাবধি তাহার সহিত আমার অমিল, আর ধানি তুমি আমার সহিত যাইবে।”

ধানিরাম করজোড়ে উত্তর করিল, আজ্ঞা মহারাজার যদি অনুমতি হয় তো আমি অগ্রে গমন করিয়া মহারাজের আগমন বার্ত্তা দি,” দুর্ব্বার উত্তর করিলেন, “বেশ কথা তবে তুমি যাও, আর শিবু তুমিও বিহারে যাত্রা কর, আমি প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিয়া রাজ গৃহে যাইতেছি, এর একটা উপায় না করিতে পারিলে আমাদের রাজ্য করা বৃথা, এ পাণ্ডা ব্যাটাকে শেষ না কোত্তে পারিলে কিছুই হইবেক না”

ধানিরাম নমস্কার করিয়া রাজগৃহে যাত্রা করিল, রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিল, বাঁকে সিং মুড়িছুড়ি দিয়া

খাটিয়ায় শয়ন করিয়াছিল, চঞ্চলার নাম শ্রবণ করিবা মাত্র ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, ধানিকে নিকটে বসাইয়া আগ্রহ হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিল।

"সাজ২" বোলে সৈন্যদের সাজিতে অনুমতি দিয়া নিজে সাজিতে আরম্ভ করিল।

রামদোবে বাঁকেসিংহের আক্রোশ দেখিয়া মনে ভাবিল, এ যে উন্মত্ত, এক্ষণে যাইয়া রাজগুরুর সহিত একটা বিষম্বাদ করিবে, রাজগুরুত সামান্য লোক নহে রাজ তুল্য, রাজার অনুমতি ভিন্ন একার্য্যে প্র বৃত্তহওয়া উচিত নহে, বাঁকেরত বিলম্ব সহে না, এই ভাবিয়া অন্দরে রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

রাজ্ঞী প্রথমে এই সংবাদ পাইলেন, স্বয়ং মোহিনীকে জানাইতে গেলেন, রাজকুমারী শয্যা হইতে এখন উঠেন নাই, রাণী শয্যায় বসিয়া মোহিনীর গাত্রে হস্ত দিয়া নাড়িলেন।

মোহিনী জাগরিত হইয়া চক্ষু মুদিয়া রহিয়াছিলেন, রাণীর হস্ত স্পর্শনে ফিরিয়া চাহিলেন, রাজ্ঞীকে দেখিয়া মস্তক নত করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

রাণী দেখিলেন মোহিনী চক্ষে জলধারা বহিতেছে, রাজ্ঞী মোহিনীকে নিকটে টানিয়া ক্রোড়ে লইলেন অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন, চিবুক ধরিয়া একটি চুম্বন করিয়া কহিলেন,মা শুনেছ তোমার চঞ্চলার সংবাদ পাওয়া গেছে, ধানিরাম সংবাদ এনেছে তাকে হেথা ডেকে আনবে সব শুনিবে ?"

মোহিনীর ধানিরামের নাম শুনিয়া মনে হইল যে মাধব ও চঞ্চলার দুই সংবাদই পাওয়া যাইবেক, আবার রাত্রের দিব্য মনে পড়িল, ধানি আসিলে কি হইবেক তিনি তো মাধবের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না, তবে আবশ্যক কি—আনিতে বারণ করিলেন।

রাণী "কেন বেস তো আস্থুগ্না" বলিয়া মুখ তুলিয়া গাল টিপিয়া আদর করিলেন।

মোহিনী রাজ্ঞীর মুখ প্রতি চকিতের ন্যায় দৃষ্ট করিয়া মুখ ফিরাইলেন, চক্ষে জল আসিল "বাবাকে বলুন গো" বলিলেন।

মোহিনী রাণীর এক মাত্র কন্যা, অত্যন্ত প্রিয়া, মুখ দেখিয়া মনে অত্যন্ত বেদনা পাইলেন, মোহিনীর সদত সহাস্য আস্য অদ্য মলিন, কালী মাড়িয়া গিয়াছে, আর হাস্য নাই, কথা কহিতে গেলে চক্ষে জল আইসে, বোধ হইল সমস্ত রাত ক্রন্দন করিয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ স্ফিত। সান্ত্বনার উপায় কি? মনে ভাবিলেন, যা হোগ এখন চঞ্চলার সংবাদ পাওয়া গেছে, তাকে অত্যন্ত ভাল বাসে, এখন আনিতে পারিলে কতক সান্ত্বনা করা যাইতে পারে,—মোহিনীকে কহিলেন, "মা এখন উঠ অনেক বেলা হইয়াছে কাপড় ছাড়গে,।"

মোহিনীকে উঠাইয়া কিঙ্করীদের ডাকিয়া দিয়া রাজ্ঞী আপনি রাজ সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, যে তোমার মোহিনী কাল থেকে চঞ্চলার জন্য কাঁদিতেছে, তাকে বড় ভাল বাসে, যাহাতে তাকে শীঘ্র আনিতে পারেন তাহার

সম্যক রূপে চেষ্টা করুন তা না হোলে তোমার মেয়ে একটা কারখানা কোরে বসিবে।”

মহারাজা এতদ্‌শ্রবণান্তর বহিঃদেশে আগমন করতঃ ধানির প্রমুখাৎ চঞ্চলা হরণের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মনে ভাবিলেন—রাজগুরু তাতে ব্রাহ্মণ তিনি যদি যথার্থই হরণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে সহজে দিবেন না, আর কি বলিয়া বা এমন অপবাদে সম্মত হইবেন, তবে কি একটা দাসীর জন্য তাহার সহিত বিসম্বাদ করা উচিত? কিন্তু তাহা হইলে অন্দরে যাওয়া ভার—যা হোগ, এক্ষণেত দুর্ব্বার ভায়া আসিতেছেন, তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল বিবেচনা হইবেক তাহাই করা যাইবেক—এই স্থির করিয়া ধানিকে কহিলেন “আচ্ছা, ভায়া দুর্ব্বারত আসিতেছেন তাহার সহিত একটা পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা উচিত, আর তোমার মামার বিষয় আমি এক খানি পত্র দিতেছি তুমি সেই খানি লইয়া হনুমন্ত ভায়াকে দিয়, তাহা হইলেই হইবেক।

পাত্রকে ডাকিয়া পত্র দিতে অনুমতি করিলেন—

ধানিরাম পত্র পাইয়া বিহার যাত্রা করিল, কএক দিবসের পরিশ্রম রাত্র জাগরণ মনের উদ্বিগ্নতা বশতঃ শরীর আক্রান্ত হইয়া আসিল, আর চলিতে অক্ষম হইল, একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া ভাবিল যে দুর্ব্বার সিংহ আসিতেছেন. তাহার একটী অশ্ব লইয়া বিহারে যাইবেন, এই স্থির করিয়া বৃক্ষমূলে শৈসান দিল, অমনি নিদ্রা আসিল। অনন্তর যেন কে ধরিল বোধ হইল, চমকি জাগ্রত হইল, কএকজন সন্ন্যাসী

তাহাকে যথার্থই ধরিয়াছে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই ধরিলে কেন?" তাহারা "বলিব এখন" বলিয়া তাহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া গেল।

আমি ছিলেম কি, হোলেম কি, আর বা কি হয়।
কি না বলে লোক, কি কথা না কয়॥
সিংহের রমণী হোয়ে সই মর্ম্মে মোরে আছি।
গেজলা গুঁই!

সন্ন্যাসীরা ধানিরামকে বন্দী করিয়া নলন্দার ভগ্ন মন্দিরে উপস্থিত করিয়া মুখের বস্ত্র মোচন করতঃ সেই বস্ত্র দিয়া হস্তদ্বয় বদ্ধ করিল, একটী গৃহে পুরিয়া কহিল "এ ঘর হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করিলেই প্রাণে মারিব চুপ ধরিয়া থাক।"

ধানিরাম জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কে, আর কি নিমিত্ত ধৃত করিয়াছেন? তাহারা উত্তর করিল, আমরা নাগা সন্ন্যাসী কল্য রাত্রে আমাদের কএক জনকে তোমরা ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছ,তাহার শোধ দিতেছি,এখন শোয়গে।

ধানিরাম—তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছে শ্রবণ করিয়া এক প্রকার কারণ বুঝিতে পারিল, তাহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া বলিল "যে ভাই, এ সকল ভুল ক্রমে হইয়াছে, যদি তোমরা আমাকে নিতান্ত না ছাড়িয়া দেহ তাহা হইলে

হনুমন্তে পত্র খানি পাঠাইয়া দেও। তাহারা ধানির নিকট হইতে পত্র লইয়া হাস্য করতঃ ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

ধানিরাম হাঁ করিয়া রহিল, নিরূপায়, শরীর নিদ্রায় অবশ, এক্ষণে নিদ্রা যাই উঠিয়া এখন পলায়নের একটা উপায় করিব, এই স্থির করিয়া শয়ন করিল, অল্প ক্ষণের মধ্যেই নিদ্রায় অভিভূত হইল।

দ্বিপ্রহরের পর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, উঠিয়া বসিল, এক জন সন্ন্যাসী এক কুমণ্ডলু জল ও কএক ফল ভক্ষণ করিতে দিল, ধানিরাম হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া কএকটী ফল ভক্ষণ করিল, বক্রী ফল চাদরে বন্ধন করিয়া পুনশ্চ আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়া শয়ন করিল, তাহার অভ্যন্তর হইতে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিল, কি কথা বার্ত্তা হইতেছে মন রাখিল এক জন সন্ন্যাসী আসিয়া কহিল "ওহে আর এক জন ছোক্‌রাকে আগের ষষ্টিদেবীর মন্দিরে তাড়াইয়া পুরেছি, কিন্তু ধরিতে পারি নাই" সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে আর কহিল, "ভাই তার হাতে একটা মহিষের শৃঙ্গের ধনুক আছে আর তীরও আছে আমরা এগতে গেলেই তীর জুড়ে বসে, ছোড়াটাকে বেস দেখিতে, এক খানা লাল বালাপোষ, ও কাগডিমি পায়জামা ও ঐ রঙ্গের অঙ্গরাখা এখন ভাই তোমরা এস, ব্যাটাকে ধোরে আনি— আমি চার জনকে রেখে এসেছি।"

"চল" বোলে প্রায় দশ বার জন উঠিল।

ধানিরাম শয়ন করিয়া সমস্ত শুনিল, প্রাণ উড়িয়া গেল, মহিষের ধনুক, লাল বালাপোষ, কাগডিমি জামা.

আর পায়জামা, বড় সুন্দর —এ নিশ্চয় রাজকুমারী, উপায় কি? এবার নিশ্চয় ধরিবে, এরা যে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য, টের পাইলে ধর্ম্ম রক্ষা হওয়া ভার হইবেক, এখন কি করি, ধরাত পড়িয়াছেন, এখন জাতটা রাখিতে পারিলে হয়। এই ভাবিয়া উঠিয়া বসিল—সন্ন্যাসীদের ডাকিয়া কহিল—"ভাই আমি ওকে চিনি, তোমারা যদি তাকে কিছু না বল তো আমি বুঝাইয়া বিনা কষ্টে ধরিয়া দিতে পারি।"

তাহারা ধানির কথায় সম্মত হইল, কিন্তু তাহার হস্ত পদ উত্তম করিয়া বন্ধন করিয়া লইল, মন্দিরের নিকট গমন করিয়া পদের বন্ধন মোচন করিয়া ছাড়িয়া দিল।

ধানিরাম মন্দিরের নিকট আসিয়া উচ্চৈস্বরে কহিল, মতি! আমি ধানি, মন্দিরের দ্বারে আসিয়া কহিল "ভয় নাই আমি ধানি শীঘ্র দ্বার খুলে দেহ।"

দ্বার খুলিল, ধানিরাম ভিতরে গিয়া দেখিল সুমতী বটে—জিজ্ঞাসা করিল, কেমন মন্দির আস্ত কি না?

সুমতী উত্তর করিলেন "হু কোন দিকে ভাঙ্গা নাই।"

ধানি "তবে দ্বার রুদ্ধ কর" সুমতী দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন, ফিরিয়া ধানিরামের হস্তের বন্ধন মোচন করিলেন।

ধানিরাম ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করিল, তিনদিকে তিনটী বাতায়ন রহিয়াছে, সুমতীকে রুদ্ধ করিতে কহিল। ও দিকে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করাতে সন্ন্যাসীদের মনে সন্দেহ জন্মিল, তাহারা দ্বারের নিকট আসিয়া দ্বার ঠেলিল ধানিরাম ভিতর হইতে বলিল "সোরে যাও তা না হোলে তির্ মারিব" তাহারা ভয়ে একটু সরিয়া

দাঁড়াইল, ধানিরাম পুনশ্চ কহিল, "এক্ষণে শুন আমার নাম ধানিরাম, আমার তীর শিক্ষা তোমরা বিলক্ষণ জান, যে খানে মনে করিব সেই খানেই তীর মারিব, তোমাদের সঙ্গে আমার কোন বৈরিতা নাই তোমরা বৈরিতা না করিলে আমি মারিব না, এক্ষণে যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয় তো পরীক্ষা দেখ, ঐ বৃক্ষের মূলস্থ সন্ন্যাসীর হস্তস্থিত কমণ্ডলু ভেদ করি, দেখ" বলিয়া শর ত্যাগ করিল, কমণ্ডলু বিন্ধিয়া শর কাঁপিতে লাগিল, সকলে ত্রাসে শরক্ষেপান্তরে গিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল।

ধানিরাম চতুর্দ্দিক্ দর্শন করিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে দাঁড়াইল, পালাইবার পথ দেখিতে লাগিল। এক জন সন্ন্যাসী ত্রিশূল ফেলিয়া মারিল, ধানি সরিয়া গেল, ত্রিশূল দ্বারে বিদ্ধ হইয়া রহিল, ধানিরাম এক তীরে তাহার হস্ত বিদ্ধ করিল, সকলে পলায়ন করিয়া আর দূরে দাঁড়াইল।

ধানিরাম চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অদ্য পলায়ন করা ভার ভাবিল, প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে দুই ক্রোশ পথ যুঝিতে যুঝিতে যাইতে হইবেক, রাত্র হইলেই সর্ব্বনাশ হইবেক, অদ্য রাত্র এই স্থলেই কাটান শ্রেয়, ভাবিয়া মন্দিরের ভিতর আসিল ত্রিশূলটী উত্তোলন করিয়া সুমতীর হস্তে দিয়া কহিল "আপনি বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখুন যেন কেহ আমার পশ্চাতে আসে না।" ধানি ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া শুষ্ক শাখাদি সঞ্চয় করতঃ সুমতীকে আহ্বান করিয়া মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিল চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া সুমতীকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার আহার হইয়াছে?"

তিনি উত্তর করিলেন “না কল্য সন্ধ্যা অবধি আহার হয় নাই এই স্থলেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।”

ধানিরাম নিজ বস্ত্র হইতে সন্ন্যাসী দত্ত ফল আহার করিতে দিল, সুমতীর আহার সাঙ্গ হইলে শুইতে কহিল, স্বয়ং ধনুর্হস্তে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বেড়াইয়া চৌকি দিতে লাগিল, দূরে সন্ন্যাসীরা উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে নয়নগোচর হইল, ডাকিয়া বলিল “খবরদার,একশ হাতের ভিতর এসনা নিশ্চয় মারিব।”

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইল ধানিরাম কাষ্ঠে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি নির্গত করিল শুষ্ক পল্লব গুলি মন্দিরের দ্বার সন্মুখে জ্বালাইয়া দিল, মন্দিরের ভিতর আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

একবার এ বাতায়নে আরবার ও বাতায়নে নয়ন দিয়া দেখিতেছে অল্প শব্দেই “ফের, খবরদার” বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিতেছে, অত্যন্ত সাবধানে রহিল, কি জানি কেহ যদি মন্দিরের দ্বারে অগ্নি লাগাইয়া দেয়।

সুমতী এক ধারে নিদ্রা যাইতেছেন, ধানিরামের “কেও” “আবার খবরদারেতে” এক২ বার চমকিয়া জাগ্রত হইতে-ছেন।

মন্দিরের সম্মুখে ধানি কৃত অগ্নিতে আলো করিয়াছে, বহির্ভাগে সমস্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

প্রথম রাত্রে দুই একটী প্রস্তর মন্দিরের দ্বারে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু রাত্র অধিক হইলে আর কোন সাড়া শব্দ রহিল না, ধানিরাম তাহারা চলিয়া গেছে ভাবিয়া বাতা-য়নে মুখ দিয়া দেখিল, অমনি টকাস করিয়া একটী তীর

তাহার উষ্ণীষে আসিয়া বিদ্ধ হইল, ভাগ্য বশতঃ উষ্ণীষ ভেদ হইল না।

ধানিরাম উষ্ণীষ হইতে তীর খুলিয়া বাতায়নটী প্রস্তর দিয়া রুদ্ধ করিল, মনে ভাবিল, কল্য পলায়ন ভার হইল, এক জন ধানকীও আছে, দ্বারের নিকট বসিয়া উহার ফাঁক দিয়া বাহিরে দৃষ্টি রাখিল।

ক্রমে দ্বিপ্রহর গত হইল, ধানিরাম আর চক্ষু খুলিয়া রাখিতে পারে না উঠিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল, ক্রমে তিন প্রহর রাত্র অবসান হইল, সুমতীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া "ধানিরাম" বলিয়া ডাকিলেন "কত রাত্র হইয়াছে" জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রায় রাত্র শেষ শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থান করতঃ ধানিরামকে শয়ন করিতে কহিলেন, সুমতীকে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে কহিয়া ধানিরাম নিদ্রা গেল। ক্রমে প্রভাত হইল, দূরে সন্ন্যাসীরা রহিয়াছে সুমতীর নয়নগোচর হইল— মনে ভয় হইল, অনাহারে আর কত দিন থাকিবেন, এখন ধানিরাম ভরসা ভাবিলেন, তাহার প্রতি নেত্রপাত করিলেন, ধানিরাম অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে, একবার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে অভিলাষ হইল, আবার ভাবিলেন, সমস্ত রাত্র জাগরণ করিয়াছে অল্প নিদ্রা যাউক, নিদ্রা ভঙ্গ হইলে যাহা করে করিব।

সূর্য্য উদয় হইল, ক্রমে বেলা হইল, ধানিরামের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, পার্শ্ব মোড়া দিয়া উঠিল।

সুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধানিরাম উপায় কি সন্ন্যাসী রাত রহিয়াছে।"

ধানিরাম "ভয় কি" বলিয়া গাত্রোত্থান করিল বাতয়ন দিয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিল, প্রায় ২০ জন নাগা রহিয়াছে, একলা হইলে কোন ভাবনা ছিল না অক্লেশেই পলাইতে পারি, তাহার সহিত ছুটিতে অল্প লোকেই পারক হয়, কিন্তু তাহা হইলে রাজকুমারীর দশা কি হইবেক—এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদীরাণি আপনি অর্দ্ধ ক্রোশ ছুটিতে পারিবেন ?"

সুমতী নিরাশ্বাসে কহিলেন "আধ্ ক্রোশ ! এত খানিত আমি পারিব না, ঐ গাছটী অবধি ছুটিতে পারি।"

ধানিরাম, "নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ" ভাবিয়া সুমতীকে কহিল"আপনি বসুন সুযোগ বুঝিলেই এখন বলিব।"

ক্ষণেক এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধানিরাম জিজ্ঞাসা করিল, দিদীরাণি তোমাকে আমাদের বাটীতে যাইতে বলিয়া ছিলাম, হেথা আসিলেন কেমন কোরে ? সুমতী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "সে বিপদের কথা আর বোল না, তুমি যা বলিয়াছিলে রক্ষকেরা আমাকে তুমি ভাবিয়া ছাড়িয়া দিল, আমি ক্ষণেক পরে তোমাদের বাটীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখি যে মনোহরকে বন্দী করিয়া লইয়াছে আর তোমাদের বাটী লুটদরাজ করিতেছে, আমি এই দেখিয়া অমনি সেথা হইতে ফিরিলাম, ভাবিলাম কোথায় যাই, একবার মনে করিলাম. রাজবাটীতে যাই আবার ভাবিলাম তাহাপেক্ষা মরণ মঙ্গল, শেষে নলন্দায় দাদার কাছে যাইব স্থির করিয়া নগর বাহির হইলাম, পথে অনেক লোক চলিতেছে,মনে ভাবিলাম,

চিনিতে পারিবে, মাঠ ভাঙ্গিয়া যাই, মাঠ দিয়া অনেক দূর আসিয়া রাত্রে দিক্‌ভ্রম হইল, অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, একটী বৃক্ষতলে বসিলাম, বসিয়া২ ঘুমাইয়া পড়িলাম, নিদ্রা ভঙ্গে দেখি বেলা হইয়াছে, আবার চলিলাম, সম্মুখের জলাশয়ে জল পান করিলাম, এমন সময় দেখি চারিজন সন্ন্যাসী আমার দিকে আসিতেছে, মনে ভয় হইল, আমি উঠিয়া এই মন্দিরের দিকে আসিলাম, তাহারা দাঁড়াও২ বলিয়া আমার দিকে ছুটিল, আমিও ছুটিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, আমার পৃষ্ঠে তোমার তীর ধনুক বাঁধা আছে মনে পড়িল, ধনুক মোচন করিয়া একটী তীর জুড়িলাম, তাহারা তীর ধনুক দেখিয়া অন্তর হইতে অনেক ভয় দেখাইল, আমি কিছু না শ্রবণ করিয়া মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম, তীর মারিব বলিয়া ভয় দেখাইলাম, তাহারা আর কেহ নিকটে আসিল না, তার পর তুমি আসিলে, এখন তোমাকে ওরা ধোরে ছিল কেমন কোরে বল, শুনি, ধানিরাম স্বীয় বৃত্তান্ত সমস্ত বলিল, কিন্তু চঞ্চলার কিম্বা তার বিমাতার নাম উল্লেখও করিল না।

সুমতী সমস্ত শ্রবণ করতঃ শীহরিয়া উঠিলেন, ধানিকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "ধানি আমাকে যদি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পার তবে তোমার আমি উপকার করিব, যা চাবে তাই দিব।"

ধানিরাম এতদ্‌শ্রবণে ক্ষণেক ভাবিয়া কহিলেন, "দিদি এক উপায় আছে আমি বার হইয়া পলায়ন করি, তুমি দ্বার বন্ধ করিয়া তীর ধনুক লইয়া থাক" যদি এক প্রহর

কাল থাকিতে পার তাহা হইলে আমি নলান্দা থেকে সাহায্য আনিতে পারিব-কেমন আপনি ভরসা করিয়া থাকিতে পারিবেন? এই বৈ এক্ষণে আর উপায় দেখিতে পাই নি।”

সুমতীর মুখ সুখাইয়া গেল, মনে ভাবিলেন ধানি তাকে ছেড়ে পালাবার চেষ্টা পাইতেছে, সন্দিগ্ধ লোচনে ধানির প্রতি চাহিলেন।

ধানিরাম এই কথপোকথন করিতেছিল ও এক২ বার উঁকি মারিতে ছিল সুমতীর ভাব দেখিতে পাইল না, পিচন ফিরিয়া দ্বারের ফাক দিয়া বাহির দেখিতে ছিল তাহার দৃষ্টিগোচর হইল, যেন এক দল অশ্বারোহী সৈন্য আসিতেছে, তাহারা নিকটে আসিল ধানির মনে দেশস্ত ভাবিয়া ভরসা হইল-আবার নির্ভরসা হইয়া পড়িল তাহারা আসিয়া সন্ন্যাসীদের সহিত মিলিত হইল!

সকলেই অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল, কেবল এক জন কি কথা বাত্রা কহিতে লাগিল, আর এক২ বার মন্দিরের দিকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে লাগিল।

ধানিরামের প্রাণ সুখাইয়া গেল, এরা কবচাবৃত সৈন্য তীরে কি করিবেন।

সুমতী ধানির উৎসুকাস্য দর্শন করিয়া মনে ভয় হইল তিনিও আসিয়া উঁকি মারিলেন, “ধানি এবার কি হবে” বলিয়া উঠিলেন।

“ভয় কি” বলিয়া ধানি আশ্বাস দিয়া কহিল, আমি

এই বারে যদি পলাইতে পারি তবেই হোল, তা না হোলে আর উপায় নাই তুমি দ্বার ভাল কোরে দিও।”

সুমতী উঁকি মারিতে ছিলেন কহিলেন, “ঐ আস্‌ছে” ধানিরাম দেখিল যে যথার্থই বটে—ঐ অশ্বারোহী মন্দিরের দ্বারাভিমুখে আসিতেছে, ধনুকে তীর বসাইল দ্বার খুলিয়া দিয়া সুমতীকে কহিল, “এই শেষ” কবচে আর তীর বসে না তুমি দ্বার দিও।”

সুমতী ত্রিশূল হস্তে আগন্তু পুরুষকে দ্বারের পার্শ্ব হইতে এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন।

আগন্তু পুরুষ নিকটে আসিলেন, ধানি তীর বদনে লক্ষ করিল—এমন সময় সুমতী ধানির হস্ত ধরিয়া নিবারণ করিয়া প্রফুল্ল স্বরে কহিয়া উঠিলেন—ধানি দাদা বাবু।”

ধানি চম্‌কি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল “তাইত, আর ভয় নাই” “জগদীশ রক্ষ” মন্দির হইতে বাহির হইয়া প্রণাম করিল।

মাধবলাল আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কেও ধানিরাম আয়২ আর ও কে?”

সুমতী লজ্জায় লুকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন ধানিরামকে কহিলেন “দাদাকে ভিতরে আসিতে বল।”

—"হেষে অশ্ব, গর্জ্জে গজ, উড়িছে আকাশে
রাজ কেতু, মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য—কিন্তু কোন্ হেতু ?
সাজিছ কি নররাজ যুঝিতে সদলে
* * প্রতিবিধিৎসিতে

মাঃ মঃ দত্ত।

সুমতী লজ্জায় জড়শড় হইয়া গাত্রে বস্ত্র উত্তম রূপে আচ্ছাদন করতঃ ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন, পুরুষবেশ বশতঃ লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন।

মাধবপ্রসাদ ভূমিষ্ট প্রণাম দর্শনে আশ্চর্য্য হইলেন, মস্তকে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক মুখোত্তোলন করিলেন, মনে সন্দেহ জন্মিল, মস্তক হইতে উষ্ণীষ মোচন করিলেন, মনে সুমতী জন্য শঙ্কা দূর হইল, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রফুল্ল বদনে কহিলেন—"মতী যে", সাদরে মস্তক ঘ্রাণ লইলেন, তবে মতী এখানে কেমন কোরে আসিলে? আমি শুনিয়াছিলাম যে তোমাকে নাকি রাজগুরু আর চতুরে যুটে হরণ করিয়া ছিল, তবে সে কথা কি মিথ্যা ?"

"আজ্ঞা সে কথা বড় মিথ্যা নয়" বলিয়া ধানিরাম সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল, তাহার বিমাতার কথা সুমতীর নিকট না বলিয়া, মাধবলালকে অন্তরে লইয়া বলিল।

মাধবলাল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ কহিলেন, যাহোক তিনি মাতা বটেন, তাহার বাক্য শিরোধার্য্য ত্রুটি করিব না।

মাধবলাল পুনর্ব্বার সুমতীর নিকট আসিয়া কহিলেন

মতী তোমার একার্য্যটী ভাল হয় নাই, যত বড় হইতেছ তত কি এই জ্ঞান হইতেছে, হনুমন্তের নিকট থাকিলে তোমার এমত কি কষ্ট হইত, এক্ষণে আমি যদি না আসিতাম তাহা হইলে কি হইত বল দেখি ?" ছিঃ তোমার কোন জ্ঞান হয় নাই।

সুমতীর মুখখানি কাদ২ হইল, চক্ষে জল আসিল, মাধব লাল এতৎ দর্শনে "আচ্ছা যাহা হইয়াছে তাহার ত আর উপায় নাই "এস" বলিয়া নিকটে আনিয়া চক্ষের জল পুছাইয়া দিলেন, হাসিতে২ "এক্ষণে আবার উষ্ণীষ পর" বলিয়া উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া দিলেন, ফিরিয়া ধানিরামকে কহিলেন

"যাহা হইয়াছে তাহার নিমিত্ত আর আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু দেখ এমন পরামর্শ জেন আর দিও না" এক্ষণে তুমি নলন্দায় গিয়া শিবশঙ্কর বাবুকে আমার নিকট এইখানে আসিতে কহ গে, আর এক খানা ডুলি আনিতে কহিবে, যদি ডুলি কেন জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলিবা—ঈষদ্হাস্যে সুমতীর প্রতি চাহিলেন, সুমতী নম্রমুখী হইলেন—"বলিবা যে আমাদের একজনের পদ ক্ষত হইয়াছে কেমন মতী এই কথা বলিবে, না তোমার নাম করিবে ?" ঈষদ্হাস্যে সুমতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুমতী লজ্জায় অধমুখী হইয়া কহিলেন" যাতে ভাল হয় তাই বলিয়া দিন, মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, আমার নাম কোত্তে হবে না।"

"আচ্ছা তোমার নাম করিবে না" বলিয়া হাসিতে২ উ-

ঠিয়া গেলেন "ধানিরামকে কহিলেন যাও আর দেরি করিও না।"

ধানিরাম করপুটে কহিল" আমার বলিতে লজ্জা হইতেছে, কাল অবধি এখন আহার হয় নাই, আহার করিয়া গেলে আমি লহমার মধ্যে সংবাদ দিতে পারিব।"

মাধবলাল চমকি উঠিয়া কহিলেন—সে কি, মতী কি খাইয়া ছিল ?

"তিনটী ফল" ধানিরাম উত্তর করিল। মাধবলাল ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ধানিকে আহার দিতে কহিয়া, স্বহস্তে সুমতীকে পক্ক ফলচয় আনিয়া দিলেন, জলও দিলেন, আহার করিতে কহিয়া স্বয়ং বাহিরে আসিলেন।

অশ্বারোহীরা কয়েক জনকে চৌকির নিমিত্ত রাখিয়া সকলে কবচময় করতঃ আহারাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল, দুই প্রহরের সময় প্রহরিরা সংবাদ পাঠাইল যে কএকজন অশ্বারোহী সৈন্য আর একখানিডুলি প্রান্তর দিয়া আসিতেছে।

এতদ্শ্রবণে মাধবলাল অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে ধানিরাম শিবশঙ্কর বাবু ও ডুলি আসিতেছে, ক্রমে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাধবলাল শিবশঙ্কর বাবুকে অন্তরে লইয়া সুমতীর সংবাদ দিয়া কহিলেন, "এবিষয় যাহাতে কেহই না টের পায় এমত করিবেন, সুমতী আমার সহিত ছিলেন এমন বলিবেন।"

শিবশঙ্কর বাবু ধানিকে আর তাহার রক্ষকগণকে ডাকিয়া সুমতীকে নলন্দায় লইতে কহিলেন,।

সুমতীর গমনান্তে মাধবলাল শিবশঙ্কর বাবুকে গাঁয়ের বাত্রা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শিবশঙ্কর কহিলেন, এ সকল ঘটনা আমি কিছুই জানিতাম না, কল্য প্রত্যূষে ধানিরাম আমাকে এই সমস্ত সংবাদ দিয়াছিল, আমি সমস্ত শ্রবণ করিয়া কাকা মহাশয়কে জানাইলাম, তিনি প্রথমে অদ্ভুত ভাবিয়া বিশ্বাস করিলেন না, শেষে আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে হনুমন্তের নিকট পাঠাইলেন, আপনি রাজগৃহে গমন করিলেন, আমি বিহারে পৌঁছিয়া হনুমন্তকে সমস্ত বলিলাম, তিনি হেসে উড়াইয়া দিলেন, বলিলেন তুমি ভাই কি বল, রাজগুরু অতি ধার্ম্মিক, একাহারী, তাহাকে এই অপবাদ, আমি গতিক বুঝিয়া ও কথা ত্যাগ করতঃ মনোহর ও জগন্নাথের ক্ষমার জন্য অনুরোধ করিলাম।

হনুমন্ত গম্ভীর হইয়া উত্তর করিলেন, "সে আমার প্রজার কথা আপনাদিগের সে কথা কহা উচিত হয় না, যেমন বুঝিব তেমনি করিব"—আমি ছাড়বার লোক নহি, রাজা মহীপালের নাম করিলাম, রাজগৃহের নাম শ্রবণ করিয়া ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, আমি জানি হনুমন্তের মহিনীর সহিত বিবাহ করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা, না বলিতে পারিবে না, উঁঃ রাঃ করিয়া মনোহরকে খালাস দিলেন, আর জগন্নাথের শিরমকুব হোল, আমি বিদায় হইয়া বৈকালীন আসিতেছি এমন সময় দেখি কাকা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত, তাকে

আপনি বিশেষ জানেন, যা ধরেন তার একটা শেষ না করিয়া ক্ষান্ত হন না।

তিনি তোমার আর রাজগুরুর অত্যাচার নিমিত্ত স্বয়ং মহারাজ কর্ণ দাহারিয়ের সমীপে গমন করিতেছেন,আমাকে সমস্ত ভার দিয়া কল্যই যাত্রা করিয়াছেন।

আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে নলন্দায় যাত্রা করিলাম, পথে দেখি যে বাঁকে সিংহ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে, আমাকে দেখিয়া ভেউ২ করিয়া কান্না, কি বলে কিছুই বুঝিতে পারি না. শেষে রাম দোবে আমাকে বুঝাইয়া বলিল, যে আমরা রাজগুরুর নিকট চঞ্চলার জন্য গমন করিয়াছিলাম, রাজগুরু আমাদের কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর দিলেন, যে এরা পাগল হইয়াছে, কাকে কি বলে তার ঠিক নাই, বাঁকের আর সহ্য হইল না. দুএকটা কড়া কথা বোলে বসিল, গুরুজী বহিষ্কৃত করিয়া দিতে কহিলেন, মহা গোলযোগ হইয়া উঠিল, আমি মাঝে পড়িয়া এক রকম করিয়া সকলকে বাহিরে আনিলাম।কিন্তু কোন মতে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিতেছি না, কিছু বলিলেই আমাদের গালি দিতেছে,—এমন সময় বাঁকে বলিয়া উঠিল, বাবা ঘুঘু দেখেচ ফাঁদ দেখনি, তিনি রাজগুরু তা আমাদের কি? আমাদের মাগছেলে ধোরে নিয়ে যাবেন, আমি রাজার কেমন কোতয়াল তা আজ দেখাব, এই রাস্তায় বোসে রহিলাম, কেমন কোরে লইয়া যান দেখিব, "গেঁথেছি বড়িষে মাছ আর কোথা যায়', বলিয়া সকলকে ডাকিয়া বসিল, আমি অনেক বুঝাইলাম. কিছুতেই বুঝিলনা. উত্তর করিল যদি নিয়ে পলায় তাহা হইলে

কোথায় নাগাল পাইব, আবার দেখি মনোহর ও তাহাদের সহিত বসিল, আমি সুমতীর—

মাধব বাবু চক্ষু টিপিলেন।

শিবশঙ্কর বাবু বুঝিতে পারিয়া কহিলেন আমি "বাটী পৌছিয়া রাজগৃহের সংবাদ পাইলাম, জ্ঞাত হইলাম যে রাজা মহীপাল গুরুজীকে এক পত্র পাঠাইয়াছেন, তার পর আর কোন সংবাদ নাই, এক্ষণে আপনি কি করিবেন বলুন দেখি।"

"কি করিতে আসিয়াছি তাহাতো দেখিতে পাইতেছ, জিজ্ঞাসা আর কেন কর? অদ্য এত দিনের শোধ দিব, সকলের আহারাদি সমাধা হইলেই বিহারে যাত্রা করিতেছি।

শিবশঙ্কর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহারা কে" আর আপনি ইহাদিগকে কোথা হইতে পাইলেন।

"ইহারা নাগা সন্ন্যাসী, ইহাদের মোহন্তকে আমি একবার বাঁচাই, আর এদের রাজগুরুর উপর অত্যন্ত আক্রোশ, এক সঙ্গে দুই কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক—এখন তোমার সহিত ইহাদের পরিচয় করিয়া দি। এঁর নাম রামদাস ইনি নাগাদের সৈন্যাধ্যক্ষ" বলিয়া তাহার নিকটস্থ এক জন নাগার হস্ত ধরিয়া পরিচয় করিয়া দিলেন।

পরস্পর যথোচিত আলাপের পর শিবশঙ্কর বাবু মাধবলালকে কহিলেন "আমাকে কি সঙ্গে লইবেন না?"

মাধবপ্রসাদ উত্তর করিলেন "না ভাই তোমার গিয়া আবশ্যক নাই, কি জানি রাগের মুখে কি হয়, অদ্য আর ছাড়িয়া কথা কহিব না, প্রাণ লইয়া টানাটানি হইবেক,

ব্রহ্মহত্যা হইবার সম্ভাবনা, তাতে আবার রাজগুরু তোমার গিয়া আবশ্যক নাই।”

শিব বাবু ক্ষণেক ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কখন্ যাত্রা করিতেছেন।

আর দুই দণ্ডের মধ্যে।

“তবে অনুমতি হইলে আমি আসি ”

মাধবপ্রসাদ শিবশঙ্করের মুখ প্রতি চাহিলেন—ঈষদ্ হাসিয়া স্কন্ধে হস্ত দিয়া কহিলেন “তাহা হইবেক না, আমরা যাত্রা করিলে পর আপনাকে ছাড়িব।”

শিবশঙ্কর বাবু মস্তক চুলকাইতে২ কহিলেন “আচ্ছা তাই সহি, এক্ষণে আমার লোকদিগকে বিদায় দিয়া আসি” বলিয়া স্বীয় কিঙ্করদিগের প্রধানকে ডাকিয়া কহিলেন।

“তুমি বাটী গিয়া যত অশ্বারোহী ও পদাতিক একত্র করিতে পার একত্র করিয়া বিহারের অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বের আম্র বাগানে লুকাইয়া থাকগে, অধিক লোকের আবশ্যক নাই, কিন্তু যাহাদের লইবে তাহারা যেন চোখা২ যোধ হয়, আর আমার রণঅশ্ব ও কবচ লইবে, আর ধানিকে ধনুক লইয়া সঙ্গে লইও, এক্ষণে যাহ, দেখ যেন দেরি না হয়, ইহাদিগের অগ্রে যেন পৌঁছিতে পার, সে যে আজ্ঞা বলিয়া বিদায় হইল, আবার শুন২ বলিয়া ডাকিয়া কহিলেন, “দেখ কেহ যেন টের না পায়, আর কোথায় যাইতেছ যেন গ্রামের লোক জানে না, আর মুখে আচ্ছা করিয়া রঙ্গ মাখিও, ও আমার কোন ধ্বজা কিম্বা পতাকা লইও না।

সে যে আজ্ঞা বলিয়া বিদায় হইল।

অনন্তর শিবশঙ্কর বাবু মাধবের সহিত বসিয়া অনেক কথা বার্ত্তা কহিলেন, মাধব বাবু কি করিবেন তাহা সমস্ত অবগত হইলেন।

সকলের আহার সাঙ্গ হইল, সকলে রণসজ্জায় যাত্রা করিলেন, প্রথমে অশ্বারোহী পিছনে পদাতিক ও ধানুষ্কীচয়।

শিবশঙ্কর বাবু বিদায় লইয়া নলন্দাভিমুখে চলিলেন, রাজপথ অবধি পৌঁছিয়া অশ্বের মুখ বিহারাভিমুখে ফিরাইয়া দিলেন অশ্ব বায়ুবেগে চলিল।

রূপবতী বিগড়ে যদি, যৌবনে হয় শেষ।
শেষকালে বেশ ধারীর বেশ, পাক্‌লে মাথার কেশ,
পিরিতের শেষ হয় যখন-জীবন অবশেষ, হয় মানের শেষ,
প্রাণের শেষ হয় মরা বিশেষ ॥
যেমন রিপুর শেষে সর্ব্বনাশে, রোগের শেষে নাই আরাম।

রাজগুরু অদ্য বিদায় হইবেন তাহার রেশালাচয়, সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পঞ্চদশ লৌহ কবচাবৃত অশ্বারোহী সৈন্য, দুইটী হস্তী, পঞ্চরথ, পদাতিক ও দাস প্রভৃতিতে প্রায় দুই শত লোক হইবেক। রাজগুরু ও চতুরঙ্গী পাণ্ডা দুই জনে নির্জ্জনে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

রাজগুরু পাণ্ডাজীর কর্ণে২ কি বলিলেন।

পাণ্ডাজী শিহরিয়া মস্তক নাড়িলেন।

রাজগুরু বিরক্ত ভাবে বলিলেন “তবে তোমার যাহা ইচ্ছা—আমিত এক্ষণে চলিলাম, একবার পাটলিপুত্রে পৌঁছিতে পারিলে আমার আর ভয় কি? কিন্তু তোমাকে যে সুপরামর্শ দিতেছি তাহা শুনিতেছ না, মহা বিপদে পড়িবে তাহার কোন সন্দেহ নাই—এই মন্দিরের মধ্যে নিঃসন্দেহ তাহারা লুকাইয়া আছে যদি বার হয় তবে ত সর্ব্বনাশ, সুদ্ধ যে তোমার হইবেক এমত নহে আমারও দুর্নামের পরিসীমা থাকিবেক না। এখন সময় আছে আর বিলম্ব করিয় না—একেবারে পরিষ্কার করিয়া অগ্নি লাগাইয়া দেহ তোমার যথেষ্ট অর্থ আছে অক্লেশে আবার নির্ম্মাণ করিতে পারিবেক, পাণ্ডাজী গালে হস্ত দিয়া অন্য হস্তে আসনের লোম টানিতে ছিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

গুরুজী বিরক্ত ভাব ত্যাগ করতঃ দুঃখ প্রকাশ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন “এবার আমি কি কুলগ্নে যাত্রা করিয়াছি যে আমার সমস্ত কর্ম্মে বিঘ্ন ঘটিতেছে আর কুলক্ষণ দেখিতেছি। মরা-মাধব জীবিত হইল, রাম শ্যামের সংবাদ নাই, আবার শুনেছি যে সেই গোঁয়ার গণ্ডমুর্খ দুর্ব্বার না কি মহারাজের নিকট আমাদের বিপক্ষে অভিযোগ করিতে যাত্রা করিয়াছে, রাজা মহীপাল আমাদের এমত ভক্ত তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ না কি আমাদের খানা তল্লাসি করিবেক, আমাদের পথ রুদ্ধ করিয়াছে আবার আমাদের হনুমন্তকে এতক্ষণ ডাকিয়া পাঠাইয়াছি তাহার দেখা নাই, আর সর্ব্বাপেক্ষা, আমার প্রিয়শিষ্য চতুরকে সুপরামর্শ দিলাম তিনিও

অবজ্ঞা করিলেন, এক্ষণে দুই দিবসের জন্য আমোদ করিতে আসিয়া মান বাঁচান ভার হইল।'

এতদ্‌শ্রবণে চতুর করযোড়ে কহিলেন, "গুরুজী আমার অপরাধ কি? আমার যদি কোন ত্রুটি হইয়া থাকে তবে আপনি যাহা বলিলেন তাহা সম্ভবে, আর, আর যে কথা বলিতেছেন, তাহার এক্ষণে তত প্রয়োজন হয় নাই প্রয়োজন হইলে আপনাকে আর বলিতে হইবেক না।"

গুরুজী হস্ত ধৃত করিয়া কহিলেন "ওহে সময় থাকিতে কর্ম্ম শেষ করা ভাল, আবশ্যক হইলে সময় পাইবেক না।"

পাণ্ডাজী উত্তর করিলেন "আজ্ঞা অবশ্যই পাইব, আর না পাইত আর কাহাকে বলিয়া রাখিব।"

"ওহে এসব কর্ম্মে আর কাহাকে বলার কর্ম্ম নহে. নিজেকেই করিতে হয়, এই দেখ আমি কি আমার সৈন্য দিয়া পথ করিয়া যাইতে পারি না—অক্লেশেই পারি, কিন্তু করিব কেন, কি জানি যদি কিছু হয়, হনুমন্তকে ডাকিয়াছি তাহাকে দিয়া এই কার্য্য সমাধা করিব "যা শত্রু পরে পরে" যদি মহীপাল রাগ করেন, সে হনুমন্তের উপর করিবেন, যদি বিগ্রহ হয় তাহা হইলে উহারাই শেয়াল কুক্কুরের মত খেও খেই কোরে মরিবে, এখন, উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে আমাদের কি জানিলে হে, ভবিষ্যতে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হয়।"

এমত সময়ে একজন প্রহরী হনুমন্তাগমন সংবাদ দিল উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলেন, হনুমন্ত সর্ব্বাঙ্গ কবচাবৃত রণ বেশে অশ্বোপরি বসিয়া রহিয়াছেন

হস্তে বিশাল ররষা, রাজ গুরুকে দেখিয়া নত্রশিরে প্রণাম করতঃ বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাজগুরু আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবাজী তোমাকে আর কি বলিব, ধর্ম্ম রাখা ভার হইল, ঘোর কলি, কল্য রাজা মহীপাল্ তাহার কোতয়ালকে দিয়া আমার নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে তাহার এক জন দাসীকে আমি হরণ করিয়াছি অনুগ্রহ করিয়া ছাড়িয়া দিব।"

"বাবা আমি ব্রাহ্মণ, তাতে রাজগুরু, এক সন্ধ্যাহারী প্রায় সংসার ত্যাগ, আমার প্রতি এবম্প্রকার সন্দেহ করিয়া অবমাননা করা কি তাহার উচিত? তিনি বিজ্ঞ ধার্ম্মিক রা-লক নহেন, তিনি যখন এমন কথা বলিলেন, তা সেই অধা-র্ম্মিক পাষণ্ড শিবশঙ্কর আর বলিবে না কেন? সেও আসিয়া ঐ কথা বলিয়া আমার অবমাননা করিয়া গেল—আর এখানে থেকে সুখ কি? আমি অদ্যই যাত্রা করিতে ছিলাম, দেখি যে রাজ গৃহের কোতয়াল আমার সহিত যুদ্ধ করি-বেক, আমাকে যাইতে দেবে না, আমার সৈন্যাধ্যক্ষের ইচ্ছা যে আমি যুদ্ধ করিতে অনুমতি দি—বাবা আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমার কি যুদ্ধ শোভা পায়, লোকে বলে "যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠী বাজে" এই ভেবে তোমাকে সংবাদ দিতে কহিলাম—বাবা তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া যদি আমার অবমাননা হয়, তাহা হইলে তোমারি অপমান, বাবা এক্ষণে বিনা কলহে যাইতে পারি এমন করহ, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার কলহে আবশ্যক কি।"

হনুমন্ত এতদ্শ্রবণে মহা দর্পে কহিলেন "আমার রাজ্যে কাহার সাধ্য যে রাজগুরুর অবমাননা করে, আপনি প্রস্তুত হউন আমি এক্ষণে রাজপথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছি" বলিয়া স্বদলে সিংহদ্বার অতিক্রম করিলেন। অগ্রে কথিত হইয়াছে যে অবলোকিতেশ্বরের পুরী নগরীর বহির্ভাগে, যে রাজ পথ নগরের দক্ষিণ দ্বার হইতে নলন্দায় গিয়াছে, তাহারি এক শাখা বক্র হইয়া ঐ মন্দিরের পুরী অবধি আছে, সেই তেমাত্রা পথ রুদ্ধ করিয়া বাঁকে সিংহ দলবল লইয়া রহিয়াছে, নগরের প্রাচীর চাপিয়া ধানকি ও পদাতিক—আর কবচাবৃত অশ্বারোহী দুই শ্রেণীতে রাজপথের উপর রহিয়াছে।

হনুমন্ত ক্ষণেক বাঁকেসিংহের সৈন্য স্থাপন তাৎপর্য্য দর্শন করিয়া তাহার সৈন্যাধ্যক্ষ হরিবোল্লা পাঁড়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন দেখিতেছ?"

সে উত্তর করিল, বাঁকে ইদিকে পাগল টাগল যা হউক রণ নিপুন বটে, যে প্রকার উচুনিচু স্থলে ধানুষ্কীচয় স্থাপন করিয়াছে অশ্ব চলিতে পারিবে না আর যদি পদাতিক দিয়া আক্রমণ করি তাহা হইলে উহারা অশ্বারোহীদিগের পিছনে যাইবেক, আর যদি অশ্বারোহীদিগকে আক্রমণ করি, তাহা হইলে ধানুষ্কীদের শর ও অশ্বারোহীদের আক্রমণ এক সঙ্গে সহিতে হইবেক, অনেক প্রাণী নাশের সম্ভাবনা।"

এতদ্শ্রবণে হনুমন্ত কহিলেন "তাহার উপায় আছে, তুমি এক দল সৈন্য লইয়া নগরের ভিতর দিয়া ঐ ধানুষ্কীদিগের

পিছনে নগর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া আক্রমণ কর, আমি এখন অশ্বারোহীদিগকে আক্রমণ করিব, কিন্তু দেখ যদি বিনা রণে তাড়াইতে পার, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম আমার রাজগৃহের সহিত বিরোধেএকান্ত ইচ্ছা নাই”—বলিয়া স্বয়ং রাজপথ ত্যাগ করিয়া পুরীর সম্মুখস্থ মাঠে অশ্বারোহীদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এক জন লোক দিয়া বাঁকে সিংহকে ডাকাইয়া পাঠালেন।

বাঁকে সিংহ নিকটে আসিয়া নমস্কার করতঃ দণ্ডায়মান হইল।

হনুমন্ত তাঁহার রাজ্যে তাহার এই প্রকার আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, স্বগ্রামে সসৈন্য যাত্রা করিতে অনুমতি করিলেন।

বাঁকে সিংহ করযোড়ে উত্তর করিল “মহারাজ আপনকার এ অত্যন্ত অন্যায় অনুমতি, আমরা আপনকার সহিত কোন বিসম্বাদ করিতে আসি নাই ও কাহার সহিত কলহ করিতে ইচ্ছা নাই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের চঞ্চলাকে ছাড়িয়া দিতে বলুন, আমরা তাহাকে পাইলে সন্তুষ্ট হইয়া ফিরে যাইতেছি, আর যদি তাহা না দেন, তবে আমার মৃত দেহের উপর দিয়া রাজগুরুকে যাইতে হইবেক, আমাদিগের মাগ ছেলে তাঁহার ব্যবহারের নিমিত্ত হয় নাই, বলিয়া ফিরিয়া স্বদলে আসিয়া মিলিল।

হনুমন্ত অত্যন্ত প্যাঁচে পড়িলেন, তাহার মনে২ মোহিনীর পাণিগ্রহণ করিবার অত্যন্ত অভিলাষ—যদি আক্রমণ

করেন, তাহা হইলে সে আশা বিসর্জ্জন করিতে হয়, আর যদি না করেন তাহা হইলে কি বলিয়া তাহার প্রজাদের নিকট মুখ দেখাইবেন, এমত সময় দৃষ্টি হইল যে তাহার কোতয়াল ধানুষ্কীদিগের পিছনে আসিয়া পড়িয়াছে।

"আগাও" বলিয়া অনুমতি দিলেন, অশ্বারোহীরা বরসার ফলক নত্র করতঃ অগ্রসর হইয়া দুই দলে প্রায় মিশামিশি হইল, হনুমন্ত "লাগাও" হুকুম দিবেন কি না মনে আন্দোলন করিতেছেন, এমত সময় বাঁকে সিংহ "লাগাও" বলিয়া আক্রমণ করিল, হনুমন্তও "লাগাও" অনুমতি করিলেন, তাঁহার অশ্বারোহীরা অশ্বকে কাঁটা মারিয়া বেগে আসিয়া পড়িল।

বাঁকে সিংহ এমন অশ্ব সঞ্চালন করিল, যে তাহার শত্রুর ফলক তাহার গাত্রের ঠেকিল না, কিন্তু তাহার ফলক তাহার বিপক্ষের বক্ষে বিদ্ধ হইল, অশ্ব হইতে ভূতলে পড়িল, দুই দলে মিশামিশি হইল—বরছা ত্যাগ করিয়া অসি চর্ম্ম মুদ্গার মুষল টাঙ্গি চলিতে লাগিল, বাঁকে সিংহের দল অল্প বশতঃ পিছাইতে লাগিল, দুএক জন পলাইতে আরম্ভ করিল। ওদিকে পদাতিক ধানুষ্কীচয় দেখিল যে তাহাদের পশ্চাতে শত্রুরা আসিয়াছে, পলাইবার পথ নাই, নগরের প্রাচীর পিছনে করিয়া প্রাণপণে জুঝিতে লাগিল, তাহাদিগের দল পিছাইতেছে হতোদ্যম হইয়া মুখপানে চাওয়া চাই করিতে লাগিল, কিন্তু মনোহর একলা ভরসা দিয়া তাহাদিগকে লড়াইতে লাগিল, এমন সময় হনুমন্ত এক টাঙ্গি

মারিয়া তাঁকেকে ভূতলে পাড়িলেন, "মহারাজ কি জয়" বলিয়া ধ্বনি হইল।

"গিরিব্রজ কি জয়" বলিয়া প্রতিধ্বনি হইল।

সকলে চমকি চাহিল, এক দল কবচাবৃত অশ্বারোহী সৈন্য বিহারে ধানুষ্কীদের আক্রমণ করিল, তাহারা ভঙ্গ দিয়া পুনর্ব্বার নগরে প্রবেশ করিল, আগন্তুক অশ্বারোহীদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ্য মনোহরকে ডাকিয়া আর এক দল অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে দিয়া গ্রামের ভিতরকার মন্দির আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিতে আদেশ করিলেন।

আগন্তুকদিগের মধ্যে এক জন কহিল "লালমাধবপ্রসাদ এই ধানুষ্কীদিগকে এস্থল হইতে লইয়া অন্যস্থলে যাইতে আদেশ করা কি ভাল হইতেছে, অশ্বারোহীদের আক্রমণ করিতে গেলে ইহারা বিলক্ষণ সাহায্য করিতে পারিত।"

মাধবলাল উত্তর করিলেন,—"রামদাস তুমি যা বলিতেছ তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু যদি উহারা একবার নগরের ও মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিতে পারে, তাহা হইলে সকলি বিফল হইবেক, আমাদের চতুর্গুণ সৈন্যেও কিছু করিতে পারিব না, আর আমাদিগের সম্মুখস্থ যোধদিগকে আমরা অক্লেশে বিমুখ করিতে পারিব এক্ষণে আইস আক্রমণ করি।"

ওদিকে হনুমন্ত এই ব্যাপার দর্শনে আপনার সৈন্য পুনশ্চ শ্রেণী বদ্ধ করিয়া মাধবলালের আক্রমণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—"এমন সময় আর এক দল অশ্বারোহী যোধ মন্দিরের পার্শ্ব হইতে" "গিরিব্রজ কি জয়" বলিয়া

তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল তাহার যোধেরা ভীত হইয়া পিছাইতে লাগিল, এতদ্ দর্শনে হনুমন্ত সকলকে মন্দিরের ভিতর যাইতে আদেশ করিয়া স্বয়ং বাছা২ যোধ লইয়া সম্মুখ আটকাইলেন, বিপক্ষ দুই দল একত্র হইয়া আক্রমণ করিল, হনুমন্ত এক২ ঘায়ে অশ্ব শোয়ার সমভূম করিতে লাগিলেন। এক প্রকাণ্ড মেঘবর্ণ অশ্বোপরি সর্ব্বাঙ্গ কবচ মুণ্ডিত—টাঙ্গি হস্তে কালান্তকালসদৃশ একবার পার্শ্বে একবার মধ্যে ঘুরিয়া যুদ্ধ করিতেছেন বিপক্ষেরা ভীত হইয়া পিছাইতে লাগিল।

মাধবলালের প্রকাশ্য যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল না, পার্শ্ব হইতে তাহার সৈন্য ভঙ্গ দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, অসি নিষ্কোষিয়া অগ্রসর হইলেন, হনুমন্ত দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিলেন—"আহা! মাধবলাল যে? সাক্ষি গোপালের হাতে পিণ্ডি দিয়াছ?" বলিয়া অশ্ব ফিরাইয়া বজ্রাঘাতের মত এক টাঙ্গি প্রহার করিলেন।

মাধব অশ্ব চালনে মস্তক বাঁচাইলেন, ঢালে আঘাত লইলেন, ঢালের এক অংশ উড়িয়া গেল, মাধব প্রতি খড়্গাগাঘাত করিলেন, কিরিটী কাটিয়া মস্তক স্পর্শ করিল, উভয়ে উভয়ের বিক্রম বুঝিতে পারিয়া সাবধানে জুঝিতে লাগিলেন, বাকি যোধেরা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া উভয়ের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

দুজনেই তড়িতের ন্যায় অশ্ব চালাইয়া পরস্পরের বামে যাইতে চেষ্টা পাইলেন, ছোট ছোট আঘাত ও খোঁচা চলিতে লাগিল; দুর্ব্বারের হস্তে চর্ম্ম নাই দুই এক অঙ্গে ক্ষত

হইতে লাগিলেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার অশ্বের পদ পিছ্লাইল, অমনি মাধবলাল পুনশ্চ সবলে মস্তকে অস্ত্রাঘাত করিলেন, শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। যেমত আহত ব্যাঘ্র চিৎকার করিয়া আক্রমণ করে, তেমত হুঙ্কার দিয়া দুই হস্তে টাঙ্গি সাপটিয়া হনুমন্ত প্রতি আঘাত করিলেন, মাধবলাল মস্তক সরাইয়া ঢাল দিয়া আটকাইলেন, ঢাল কাটিয়া অশ্বের মস্তকে পড়িল, টাঙ্গি চুর্ণ হইয়া গেল, মাধবলালের অশ্ব আর্ত্তনাদ করিয়া মাধবলালের পদ চাপিয়া ভূতলে পড়িল—নিষ্কৃতি না হইতেং হনুমন্ত অসি নিষ্কোসিয়া মস্তকে হানিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিলেন, (বাহুমূলে কবচ থাকে না) বাহুমূল দৃষ্টিগোচর হইল, ধানিরামের চাপে তীর বসান ছিল, অমনি তীর বিদ্ধ করিল, হস্ত হইতে অসি খসিয়া পড়িল। সকলে মাধলালের সাহায্যে ব্যাস্ত, হরিবোল্লা অবসর পাইয়া হনুমন্তকে লইয়া মন্দিরের প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করিল, দ্বার রুদ্ধ হইল।

এমন জ্ঞান হয়, রাধার ভাগ্যোদয়,
ঘুচিল কুহুর নিশি, আসি গোকুলে শশীর উদয়,
গত নিশিতে বাঁশি শুনেছি সোই বাজে বলে রাধা৩॥

মাধবলাল মৃত অশ্ব হইতে নিষ্কৃতি হইয়া পুনর্ব্বার অন্য অশ্বারোহণ করিলেন, মন্দিরের প্রাচীর হইতে ঝাকেং শর পাত হইতেছে দেখিয়া শর ক্ষেপান্তরে দাঁড়াইলেন, আহত ব্যক্তিগণকে স্থানান্তর করিতে আদেশ করিলেন, ধানি-

রামকে ডাকিয়া অত্যন্ত প্রশংসা করতঃ সে কখন আগমন করিয়াছ জিজ্ঞাসা করিলেন, ধানিরাম ইঙ্গিতে তাহার নিকটস্থ এক জন যোধকে দেখাইয়া কহিল “শিববাবুর সহিত আসিয়াছি।”

মাধব বাবু ফিরিয়া দেখিলেন শিবশঙ্কর বাবু বটে—হাসিয়া কহিলেন “আপনকার পাগলামি গেল না, এক্ষণে আসুন একটা পরামর্শ করা যাউক।”

অনন্তর লাল মাধবপ্রসাদ শিবশঙ্কর ও রামদাস বসিয়া আক্রমণ পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময় মন্দির ও পুরীর মধ্যস্থলের বাটী হইতে অধিকতর ধূম নির্গত হইতে লাগিল, মাধবলাল ক্ষণেক দৃষ্ট করিয়া কহিলেন—যাঃ মন্দিরের পথ রুদ্ধ হইল, এমত সময় ধানিরাম ছুটে আসিয়া মাধবের পদদ্বয় ধৃত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

মাধবপ্রসাদ ধানির ক্রন্দন দর্শনে ব্যগ্র হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ধানিরাম মন্দির দেখাইয়া কহিল “তাঁহারা ঐ খানে আছেন, পুড়ে মরিলেন” মাধবলাল চমকি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ঐ খানে আছেন ঠিক জান?”

ধানিরাম কাতর স্বরে উত্তর করিল, “আজ্ঞা হা আমি ঠিক জানি, সব পরিশ্রম বৃথা হোল।”

“সব পরিশ্রম বৃথা হবে না” এখন সময় আছে’ বলিয়া মাধবলাল উঠিলেন, শিবশঙ্করকে ডাকিয়া চোখা২ যোধ লইয়া পশ্চাতে আসিতে কহিয়া ধানিকে সঙ্গে লইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন।

নগরের সমস্ত বাটীর দ্বার রুদ্ধ কেহই পথে নাই, কিয়ৎ দূর গমন করিয়া কতক পথে মনোহরের সহিত সাক্ষাৎ হইল, সে মন্দির-হস্তগত হইয়াছে সংবাদ দিতে আসিতে- ছিল, এই সংবাদে সঙ্গে চলিল, মাধবলাল মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পুত্রাভিলাষী রমণীগণ যে কুঠারিতে পুত্র কামনায় হত্যাদান করে, সেই কুঠারি প্রবেশ করিয়া মেঝের একখানি প্রস্তর উত্তোলন করিলেন, এক গুপ্ত পথ প্রকাশ পাইল সকলে তাহার ভিতর দিয়া গমন করিলেন, সুড়ঙ্গ পথের এক স্থলে শিব সাজিবার দ্রব্যাদি রহিয়াছে, মাধবলাল ইঙ্গিত করিয়া শিবশঙ্করকে দেখাইলেন, আর বাকি লো- ককে সেই স্থলে থাকিতে কহিয়া আর এক দ্বার উৎঘাটন করিয়া এক সোপান দিয়া নিম্নে নামিলেন, কতক দূর গিয়া আবার সোপান দিয়া উঠিয়া ধানিকে ডাকিয়া কহিলেন "আমরা আসিয়াছি এক্ষণে কোথায় আছে খুজে লইতে হইবেক সতর্ক হও।"

সোপানের সম্মুখস্থ দ্বার উৎঘাটন করিলেন, দ্বার প্রস্তর নির্ম্মিত রুদ্ধ থাকিলে চেনা দুষ্কর—অমনি দ্বার দিয়া গলং করিয়া ধূম আসিতে লাগিল, নামিবার শিড়ি নাই, মেজে হইতে ৪ হস্ত উচ্চ, লম্ফ দিয়া নামিলেন, ধানিরামও নামিল চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল "এইখানে বটে, সম্মুখে রাশীকৃত কাষ্ঠ প্রভৃতি জ্বলিতেছে "ঐ দ্বার" বলিয়া জ্বলন্ত কাষ্ঠ সরাইয়া পথ করিল, একটী দ্বার জ্বলিতেছে দৃষ্টিগো- চর হইল, মাধবের হস্তে টাঙ্গি ছিল, তুলিয়া আঘাত করি- লেন, শিকল সহ হুড়কা কাটিয়া পড়িল, টাঙ্গি দিয়া

ঠেলিয়া দ্বার খুলিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন, গৃহ ধূমে পরিপূর্ণ কিছুই দেখা যায় না, মনোহর ও ধানিরাম উভয়ে একত্রে প্রবেশ করিয়া চঞ্চলা২ বলিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিতে লাগিল ধূম মধ্য হইতে এক জন স্ত্রীলোক "ধানি আমি হেতায়" বলিয়া ছুটে আসিয়া ধানিরামের গলা জড়াইয়া ধরিল, ধানিরাম স্কন্ধে তুলিয়া ঘর হইতে প্রস্থান করিল—মনোহর ও পশ্চাৎ২ গমন করিয়া ধানি সহ স্ত্রীলোকটীকে ধরিয়া সুড়ঙ্গ পথে তুলিয়া দিল।

মাধবপ্রসাদও ফিরিতে ছিলেন, এমত সময় বাবাঃ উঁঃ শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল, তাহার বিমাতার বন্দি কথা স্মরণ হইল, শব্দানুসারে গমন করিয়া দেখিলেন যে একটী স্ত্রীলোক পড়িয়া রহিয়াছে, বিমাতা বোধে স্কন্ধে করিয়া লহমার মধ্যে সুড়ঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সুড়ঙ্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন, তথাচ এত ধূম যে মনুষ্য চেনা যায় না, মাধবলাল ধূমে প্রায় অন্ধ নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছে দেখিয়া শিবশঙ্কর তাহার স্কন্ধ হইতে রাজ্ঞীকে স্বীয়স্কন্ধে লইয়া অগ্রসর হইলেন, ওদিকে মনোহর ও চঞ্চলাকে ধানিরামের স্কন্ধ হইতে স্বীয় স্কন্ধে লইয়া গমন উদ্যোগ করিল, চঞ্চলা ধূমে অন্ধ, প্রাণভয়ে জ্ঞান হারা, মনোহরকে চিনিতে পারিল না, সবলে মনোহরের হস্ত মোচন করিয়া "ধানি ধানি তুই কোথায় আমায় রক্ষা কর, তুই আমায় নে" বলিয়া পুনশ্চ ধানিরামের গলা জড়াইয়া ধরিল, ধানিরাম ক্রোড়ে করিয়া শিবশঙ্কর বাবুর অনুবর্ত্তী হইল।

মনোহর ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, একটা পতিত

বরছা উত্তোলন করিয়া ধানির উপর হানিবার জন্য লক্ষ করিল।

মাধবলাল সর্ব্ব শেষে যাইতে ছিলেন তাহার নয়ন গোচর হইল, শীঘ্র আসিয়া মনোহরের হস্ত ধরিলেন, হস্ত হইতে বরছা লইয়া বলিলেন “মনোহর তুমি কাকে লক্ষ করিতে ছিলে, ছিঃ তোমার কি হইয়াছে, এমন কি কখন ভাবিতে আছে, ওদের কি এখন জ্ঞান আছে, ছিঃ দেখ যেন এমন ভেবে একটা কারখানা করিয়া বসিও না-এস এক্ষণে চল” বলিয়া হস্ত ধরিয়া লইয়া চলিলেন, ইত্যবসরে ধানিরাম প্রভৃতি দৃষ্টির অগোচর হইয়া গেল, মাধবলাল আস্তেং আসিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, আলকে আসিয়া দৃষ্টি হইল যে তাহার কবচময় রক্ত, বিস্ময়াপন্ন হইয়া সমস্ত শরীর সঞ্চালনা করিলেন, কোন অঙ্গে ক্ষত বোধ হইল না, তবে এত রক্ত কোথা হইতে আসিল ?

মনোহরের ও দৃষ্টিপাত হইল, ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মাধবলাল কোন কারণ দিতে পারিলেন না, মনোহর রক্ত পুছাইয়া সমস্ত কবচ উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করিল, কোন স্থলে আঘাতের চিহ্ন নাই। এমত সময় শিবশঙ্কর বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন—চক্ষু রক্ত বর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ শোণিত শিক্ত, ক্রোধে থরং করিয়া কাঁপিতেছেন, মাধবলাল প্রতি মুষ্ঠি তুলিয়া কহিলেন “মাধব বাবু শালাকে টুকরাং কোরে কেটে ফেলিলে শোধ যায় না” শালার ঘরের শালা ব্রাহ্মণ, মুচি। মাধবলাল আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন “ব্যাপার কি, তোমার গাত্রে রক্ত কেন ?”

"রক্ত কেন ? সেই শালার ঘরের শালা পাণ্ডা তোমার বিমাতার বক্ষে ছুরিকা মারিয়া জ্যান্ত পুড়াইয়া মারিতে ছিল, এ তাঁর রক্ত, ভাই একবার তিনি কি বলিবেন শীঘ্র শুনিয়া আইস, আমি ততক্ষণ সব সৈন্য প্রস্তুত করিয়া রাখি, তুমি আসিলেই আমি পুরী আক্রমণ করিব, শালার ঘরের শালাকে একবার যদি ধরিতে পারি, তবে শালাকে টুক্‌রা২ কোরে লুণ দিয়া মারিব" বলিয়া শিবশঙ্কর বাবু মন্দিরের দ্বারাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

মাধবলাল তাহার বিমাতার সহিত সাক্ষাত করিতে চলিলেন, মনোহর যে তাহার পিছনে২ চলিল তাহার ক্ষম হইল না, পার্শ্বের গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া চমকিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহ মধ্যে ধানিরাম চঞ্চলাকে রাখিয়া গমন করিতে চাহিতেছে—চঞ্চলা কোন মতে ছাড়িতেছে না, গলা ধরিয়া ব্যাকুল স্বরে কহিতেছে "ধানি তুমি আমায় ছেড়ে যেওনা, আমার মাথা খাও যেও না, আমি তোমার কখন ছাড়িব না।" "না চঞ্চলা আমি যাই, মামাকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিচ্ছি, তোমার আর ভয় কি, আমরা সকলে এই খানে থাকিব" ধানিরাম বলিল। "নানা তোমার মামাকে আমার কাজ নাই, তোমাকে থাকিতে হবে" বলিয়া চঞ্চলা ধানিরামকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলপূর্ব্বক বসাইতে চেষ্টা করিল, বদনে বদন স্পর্শ হইল। "ভয় কি চঞ্চলা" বলিয়া ধানিরাম চঞ্চলার চিবুক ধরিয়া ভয় নিবারণার্থ মুখ চুম্বন করিল।

"তবেরে কুলাঙ্গার! এই জন্য কি তোকে এত দিন খাওয়াইয়া মানুষ করিয়া ছিলাম?" চিৎকার করিয়া অসি হস্তে মনোহর মাধবপ্রসাদের পিছন হইতে ছুটিয়া গৃহ প্রবেশ করিল।

অমনি মাধবলাল হস্ত সহ অসি সাপুটি ধৃত করতঃ ধানিকে প্রস্থান করিতে কহিলেন, ধানি এক ছুটে পলায়ন করিল।

মনোহর মাধবলালের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল, মাধবলালের দ্বিগুণ শক্তি, কোন মতে মুক্ত হইতে সক্ষম হইল না, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "রাজা বাবু আঁপনার এই কি বিচার? অমন নরাধমের জন্য আমার সর্ব্বনাশ করিলেন, আমাকে একবার ছেড়ে দিন, আমি মনের তাপ মিটাই, ওর মাথা কেটে রক্ত দেখিব, তবে শোধ যাবে।"

এমত সময়ে দুই জন যোধ আসিয়া কহিল "মহারাজ শীঘ্র আসুন; মন্দিরের ভিতর দিয়া পাণ্ডাজী স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া পথ করিয়া পলাইতেছেন, শিবশঙ্কর বাবু একলা রাখিতে পারিতেছেন না, আপনি শীঘ্র না আসিলে আর রক্ষা নাই।"

এতদ্ শ্রবণ মাত্র মাধবলাল মনোহরকে তাহাদের জিম্মা করিয়া দিয়া, টাঙ্গি হস্তে লইয়া দ্রুতবেগে চলিলেন! এক্ষণে ওদিকে কি হইতেছিল তাহা পৃথক প্রকরণে কথিত হইবে।

অসময়ে না ফলে ফল, সময়েতে ফলে।
রাবণের ব্রহ্মসাঁপ ফলে এত কালে।

হনুমন্ত সাংঘাতিক আহত হইয়া মন্দিরের ভিতর আসাতে তাহার সৈন্য ও রাজগুরুর যোধেরা নির্ভরসা হইয়া পড়িল, সেস্থানে এতাধিক সৈন্য ছিলনা যে বিপক্ষ দলের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে পারে, বাটীর এক স্থলে অগ্নি জ্বলিতেছে, মন্দির বিপক্ষ হস্তগতঃ, পলাইবার আর পথ নাই, রাজগুরু স্বভাবতঃ ভীরু এই সমস্ত দেখিয়া নৈরাশ হইয়া পাণ্ডাজীকে সন্ধি করিতে কহিলেন, পাণ্ডাজী হনুমন্ত প্রমুখাৎ মাধবলাল যুদ্ধ করিতেছেন শুনিয়াছিলেন, মস্তক নাড়িয়া কহিলেন "তাহা হইবার জো নাই, মাধব তাহাদের একবার ধৃত করিতে পারিলে, যদিচ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রাণে না মারেন, তথাচ অত্যন্ত যন্ত্রণা দিবেন, তাহার সন্দেহ নাই, এক্ষণে এক উপায় আছে মন্দিরের এক গুপ্ত দ্বার আছে, সেই দ্বার দিয়া মন্দিরের ভিতর যুদ্ধ করিয়া যদি একবার নগরের ভিতর পড়িতে পারি, তাহা হইলে আর কোন ভয় নাই, নগরের অনেকে আমার সাহায্যে আসিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই, সন্ধি করা হইবেক না" বলিয়া পাণ্ডাজী স্বয়ং কবচাবৃত হইয়া এক টাঙ্গি হস্তে করিয়া হরিবোল্লা পাঁড়েকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলেন।

হরিবোল্লা বাছা২ যোধ লইয়া তাহার সঙ্গে চলিল।

পাণ্ডাজী মন্দিরের গুপ্ত দ্বার মোচন করিলেন, সকলে একেবারে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করতঃ একেবারে আক্রমণ করিল।

মাধব বাবুর দলেরা কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিল, কেহ বা লুটের চেষ্টায় ফিরিতেছিল, অকস্মাৎ

এবম্প্রকার আক্রমণে সকলেই বিমুখ হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল।

ভাগ্য বশতঃ শিবশঙ্কর বাবু মন্দির আক্রমণার্থে বাছা২ যোধ একত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন, এতদ্ শ্রবণ মাত্র উহাদিগকে লইয়া অগ্রসর হইলেন, তাহাকে অধিক আসিতে হইল না, পাণ্ডাজী ও হরিবোল্লা দ্বারের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়া ছিলেন, আর এক দণ্ড বিলম্ব হইলেই দ্বার পার হইয়া পড়িতেন, শিবশঙ্কর বাবু সম্মুখ লইয়া তড়িত মত ফিরিয়া রক্ষির মত অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন, এতক্ষণ পাণ্ডাজীও কোতোয়াল কিবল মারিয়া পথ করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে হইল—অস্ত্রের ঠনাঠনি ঢালের ধড়াধড়িতে মন্দির কাঁপিতে লাগিল, শিবশঙ্করের সহিত এমত কোন যোধ ছিল না যে পাণ্ডাজীর কিম্বা কোতোয়ালের মহড়ালহে, সুতরাং আপনাকে একবার পাণ্ডাজীর সমক্ষে আর বার কোতোয়ালের সমক্ষে যুদ্ধ করিতে হইল, শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, হটিতে লাগিলেন, তাহার পাণ্ডাজীর উপর অত্যন্ত আক্রোশ, কোতয়ালকে ত্যাগ করিয়া পাণ্ডাজীর সহিত প্রাণপণে যুঝিতে লাগিলেন।—

এমত সময়ে "গিরিব্রজ কি জয়" বলিয়া মাধবলাল এক টাঙ্গির ঘাতে পাণ্ডাজীকে তিন হস্ত পিছাইয়া দিলেন—শিবশঙ্করকে হরিবোল্লাকে দেখিতে কহিয়া স্বয়ং যে প্রকার কামারে লৌহা পিটে সেই প্রকার পাণ্ডাজীর কখন বামে কখন দক্ষিণে কখন মস্তকে মারিয়া পিছাইয়া চলিলেন।

পাণ্ডাজী হতাশ গণিয়া প্রাণপণে চর্ম্ম ও টাঙ্গিতে আটকাইয়া পিছাইতে লাগিলেন, নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পান না।

মাধবলাল বিকট হাস্য করিয়া কহিলেন, "হাঃহা চতুর! অস্ত্রহস্তে ব্রাহ্মণকে মারিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ নাই" "এইবার নিজের ফাঁদে নিজে পা দিয়াছ, এমন পরামর্শ কে দিলে?" "এই আমার বাবার বিয়ে" বলিয়া সতেজে আঘাত করিলেন, "এই সেই রাত্রের শোধ" বলিয়া পুনশ্চ আঘাত করিলেন, এই আমার "রাজ্য ভ্রষ্ট" আর এক ঘা—এই সুমতীর বিবাহ"—"আর এই আমার বিমাতার শোধ" বলিয়া বজ্রাঘাতের মত পাণ্ডাজীর কিরীটোপরি টাঙ্গি মারিলেন, অগ্নি কণা বিস্ফারিত হইল, চতুরজী পাণ্ডা মাংস পিণ্ডের ন্যায় ভূতলে পড়িলেন।

মাধবলাল পাণ্ডাজীকে ফেলিয়া দেখেন যে হরিবোল্লা শিবশঙ্করকে ঠেলিয়া প্রায় মন্দির উত্তীর্ণ হয়েন, অমনি ব্যাঘ্রের মতন তাহার উপর আক্রমণ করিলেন, দুই ঘায়ে নিরস্ত্র করিয়া বন্দী করিয়া লইলেন, বক্রি-যোধেরা তাহাদিগের সেনানীর গতি দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া কতক পুরীতে পুনঃ প্রবেশ করিল, বক্রি অস্ত্র ত্যাগ করিয়া শরণ লইল, মাধবলাল তাহাদিগকে বন্ধন করিতে কহিয়া সদলে পাণ্ডাজীর পুরী প্রবেশ করিলেন।

রাজগুরু রোঘোনাথজী সর্ব্ব পশ্চাতে ছিলেন, দল ভঙ্গ হইয়া পলাইতে দেখিয়া স্বয়ং ছুটিয়া পলাইতে গেলেন, একে বৃদ্ধ তাহে অনভ্যাস, হোছট খাইয়া পড়িলেন, সকলে প্রাণ

ভয়ে পলায়ন করিতেছে, তুলিতে সময় পাইল না পৃষ্ঠের উপর দিয়া পলায়ন করিল, একপ্রকার বেং থেঁতলান হইয়া গেলেন, কষ্টস্থষ্টে হাটু ধরিয়া উঠিলেন—সম্মুখে মাধব-লাল! দেখিয়া প্রাণ উড়িয়া গেল, ঠকং করিয়া কাঁপিতেং হস্তে পৈতা জড়াইয়া উত্তোলন পূর্ব্বক “বাবা তোমার জয় হউক, অবলোকিতেশ্বর ভাল করুন, এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটাকে আর মেরনা, বাবা ব্রহ্মহত্যাটা আর কোর না” কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন।

মাধবলাল কিরীট উন্মোচন করতঃ মস্তকের ক্ষত চিহ্ন দেখাইয়া কহিলেন “এ কিসের দাগ মনে আছে না ভুলেছেন।” বন্ধন করিয়া লইতে কহিয়া অগ্রসর হইলেন। মাধবের সহিত অধিকাংশ নাগারা ছিল, অনুমতি করিবা মাত্র বন্ধন করিল, রাজগুরুর প্রতি তাহাদিগের অত্যন্ত আক্রোশ দু এক টিপনি ও দিল—রাজগুরু অভিসম্পাত্ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহারা তাহার মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া লুকাইয়া তাহাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ রামদাসের নিকট লইয়া গেল। লাল মাধবপ্রসাদ অগ্রসর হইয়া পুরীর সিংহ দ্বার মোচন করতঃ স্বীয় সৈন্য সকলকে আসিতে আহ্বান করিলেন। “গিরিব্রজ কি জয়” বলিয়া সকলে পুরী প্রবেশ করিল নাগারা লুটপাট আরম্ভ করিল, অন্য লোকেরা ব্রহ্মস্ব ও দেবস্ব বলিয়া হস্তার্পণ করিল না, কেবল বিপক্ষ দলকে নিরস্ত্র বিবস্ত্র করিয়া লইল।

পুরীর অগ্নি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সন্ধ্যার সময়ে সমস্ত পুরীতে অগ্নি লাগিয়া ভস্মীভূত হইল। প্রথমে যে

স্থলে অগ্নি লাগিয়াছিল সে স্থল হইতে সমস্ত পুরীতে অগ্নি লাগিবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু কি প্রকারে যে সমস্ত বাটীতে অগ্নি লাগিল কেহই বলিতে পারিল না, কিন্তু এমত গল্প আছে, যে নাগারা দেবস্ব ব্রহ্মস্ব হরণ প্রকাশ ভয়ে সমস্ত পুরীতে অগ্নি লাগাইয়া ছিল।

মাধবলাল সমস্ত সৈন্যকে একত্র করিলেন, নলন্দার ও রাজগৃহের যোধদিগকে রাজবাটীতে যাইতে কহিলেন আহত ব্যক্তিচয় ও নাগাদিগকে ঐ মন্দিরে অবস্থিতি করিতে কহিলেন, তাহারা লুট করিতে অগ্রগণ্য কি জানি যদি নগরবাসীদের উপর কোন অত্যাচার করে, তাহাদিগের নিকট বাধিত আছেন কোন কথা বলিতে পারিবেন না।

হনুমন্ত বাঁকে সিংহ ও তাহার বিমাতাকে ডুলি করিয়া রাজ বাটীতে লইয়া চলিলেন, চঞ্চলাকে এই সুভ সংবাদ মোহিনীকে দিবার জন্য রাজগৃহে পাঠাইলেন।

লাল মাধবপ্রসাদ শিবশঙ্কর বাবু রামদাস মনোহর প্রভৃতি রাজ বাটীতে উপস্থিত হইলেন, ধানিরামের কোন সংবাদ পাইলেন না, মনে বড় ভাবিত হইলেন, সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ কোন সংবাদ দিতে পারিল না—নগরের লোক চয় অত্যন্ত অস্থির ও উচাটন দেখিয়া স্থির করিবার জন্য ঢেডরা ফিরাইয়া দিলেন "যে কাহার কোন ভয় নাই সকলে অদ্য রাত্রে যেন বাটী হইতে বাহির না হয়।"

অনন্তর সকলে মিলিয়া হনুমন্তকে দেখিতে গেলেন—হনুমন্ত মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তাহাদিগকে দেখিয়া ভিত্তির দিকে মুখ ফিরাইয়া হস্ত দিয়া মুখাচ্ছাদন

করিলেন, মাধবলাল গাত্রে হস্ত দিয়া কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন।

হনুমন্ত গাত্র হইতে হস্ত সরাইয়া কহিলেন “আর কেন ডাইনির মায়া, এখন পুরোহিতকে ডাকিয়া দেহ প্রায়শ্চিত্ত ও বৈতরণীটা কোরে যাই, এক্ষণে আর বিরক্ত কোর না এরপর এস একটা কথা বলিব।”

এমত সময় এক জন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল যে রাজ্ঞীর মৃত্যু সময় উপস্থিত আপনাকে একবার ডাকিতেছেন, সকলে ব্যস্ত হইয়া রাণীর নিকট উপস্থিত হইল।

মাধবলাল সকলকে বাহিরে থাকিতে কহিলেন। রাণী এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন “মাধব আমার জন্য আর ভাবিয় না, ওঁরা যদি তোমার আত্মীয় বন্ধু হয়েন তাহা হইলে যাইবার আবশ্যক নাই, বরং আমি যাহা বলিতেছি তাহা সকলের সমক্ষে বলা কর্ত্তব্য, আমার আর লজ্জা কি— তোমরা নিকটে আইস আমি আর বড় চেঁচিয়ে কথা কহিতে পারি না” বলিয়া চক্ষু মুদিলেন।

মাধব তাড়াতাড়ি তাঁহার মুখে জল দিলেন—ক্ষণেক পরে রাজ্ঞী চক্ষু উন্মিলন করিয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন “শুন—চতুরজী পাণ্ডা যখন রাজগুরুর নিকট পাঠ করিতেন, তখন তিনি আমাদের বাটীতে সর্ব্বদা আসিতেন, আমি তখন নিতান্ত বালিকা, আমাকে দেখিলেই অত্যন্ত আদর করিতেন আর বাবাকে বলিতেন, যে এ কন্যাটী বড় সুলক্ষণা ইনি রাণী হইবেন, কিছু দিন পরে তিনি এখানকার পাণ্ডা হইলেন, আমাদের নগরে আসিলে আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ

করিতেন আর আমাকে ঐ প্রকার রাণী হবেক বলিতেন, আমি ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলাম, আমার বয়েসের সঙ্গে পাণ্ডার উপর ভক্তিও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনি যা বলিতেন আমার ধ্রুবজ্ঞান হইত; কিন্তু আমি যখন যথার্থই রাণী হইলাম তখন তাহাকে আমার দেবতার তুল্য জ্ঞান হইল" এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, ক্ষণেক পরে আবার মৃদুস্বরে কহিতে আরম্ভ করিলেন, "সকলে পাণ্ডাকে ভাল বাসিত কিবল মাধব তাহার প্রতি বৈরিতাচরণ করিত—আমি তাহাকে দেবতা স্বরূপ ভাবিতাম, সুতরাং আমার মাধবের উপর অত্যন্ত আক্রোশ জন্মিল—তোমরা সকলে জান যে মাধব ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিল, সে মাধব করে নাই সে ঐ দুরাত্মা পাণ্ডাই করে, সেই রাত্রে আমাকে যেমন বলিতে শিখাইয়া দিয়া ছিল আমি সেই প্রকার রাজার নিকট বলিয়াছিলাম, রাজা তচ্ছ্রবণে মাধবকে ত্যজ্যপুত্র করিয়াছিলেন" বলিয়া আবার স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ক্ষণেক পরে চক্ষু মুদিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিলেন "তাহার পর এক দিবস আমি পাণ্ডার সেবা করিতেছি, এমত সময় হটাৎ রাজা আসিয়া পড়িলেন, রাজার বড় ভক্তি বোলেই হউক, কিম্বা দেখিতে নাই পান কিছুই বলিলেন না, সেই দিবস আহারের সময়ে পাণ্ডাজী নানা প্রকার প্রসাদ পাঠাইয়া দেন, আহার করিয়া পীড়া হইল, পাণ্ডাজী উপস্থিত ছিলেন, আমাকে অন্য গৃহে পাঠাইয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, অল্প ক্ষণের মধ্যে তিনি স্বর্গ লোকে গেলেন, পাণ্ডাজী আমাকে কহিলেন যে তিনি হনুমন্তকে

পোষ্যপুত্র লইতে কহিয়া গেছেন, আমি তাহাই করিলাম। আমি বিধবা হইলে পাণ্ডাজী আমাকে কহিল যে মন্দিরে থাকিয়া দেব সেবা আর ব্রাহ্মণ সেবা করিলে আমার স্বর্গ হইবেক, আমি তাহাই করিলাম, কিন্তু মন্দিরে যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার অন্য জ্ঞান জন্মিতে লাগিল, রাজগুরু আর পাণ্ডা যে মহাপাপী আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিল, আমি রাজ বাটীতে আসিতে চাহিলাম, আমাকে বন্দী করিয়া এক মুঠা চাল বৈ আর দিত না, অদ্য আমার নিকট আসিয়া এই প্রকার মারিয়াগেছে পুড়াইয়া মারিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু বাবা তোমার পুণ্যে তাহাহইতে রক্ষা পাইয়াছি মাধব তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা যে আমি যত কষ্ট দিয়াছি মা বোলে ক্ষমা কর, আমার জন্য একটা পিণ্ড দিও, মাধব ভুল না" বলিতে২ বাক্য রোধ হইল, রামদাস "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" বলিয়া নাম শুনাইতে লাগিলেন সকলে ধরাধরি করিয়া ভূমে শুয়াইলেন, প্রাণ ত্যাগ হইল।

মাধবলাল ক্ষণেক মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন, অসময় মৃত্যু দেখিলে কাহার না চক্ষে জল আসে, মাধবের চক্ষে জল আসিল, মোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "পাণ্ডা কোথায় মোরেছে না বেঁচে আছে?" কেহ কোন সংবাদ দিতে পারিল না, গুরুজীরও কোন সংবাদ পাইলেন না, বড় আশ্চর্য্য হইলেন। এমত সময় এক জন ভৃত্য আসিয়া কহিল হনুমন্ত আপনাকে ডাকিতেছেন, সকলে পুনর্ব্বার তাহার নিকটে আসিয়া দেখিলেন, পুরোহিত প্রায়শ্চিত্ত ও বৈতরণী সমাধা করিয়া কর্ণে নাম শুনাইতেছেন।

হনুমন্ত তাহাদের দেখিয়া ইঙ্গিতে নিকটে আসিতে কহিলেন, অতি মৃদুস্বরে বলিলেন "মাধব তোমার পিতার স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই, তাঁহার অপঘাত মৃত্যু হয়, পাণ্ডা তাঁহাকে বিষ খাওয়ায়, আমি জানিতে পারিলে তিনি আমাকে পোষ্যপুত্র কল্পনা করিয়া এই রাজ্য দেন, তোমার পিতা তোমাকে রাজ্য দিতে কহিয়া গিয়াছিলেন, "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাংগতি, তোমার রাজ্য তোমার হোল, আমার লোভে পাপ পাপে মৃত্যু হইল, এক্ষণে তুমি সুখে তোমার রাজ্য ভোগ কর" বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ চক্ষু মূদিলেন, কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ হইল।

দুদিক রয় এই আশায় রেখে, ডেকো আমারে,
যষ্টিরও সম্মান থাকে, ভুজঙ্গ না প্রাণে মরে॥

প্রভাতে রাজগৃহে রাজদ্বারে লোকে লোকারণ্য, গত রাত্রে ভগ্নপাইক আসিয়া সংবাদ দিয়াছে, যে বাঁকে সিংহ প্রভৃতি কএক জন যোধ বিনষ্ট ও বক্রী বন্দী হইয়াছে, রাজা হনুমন্ত ও রাজগুরু একত্র মিলিত হইয়া তাহাদিগকে বিনা কারণে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনিই কেবল অনেক যুদ্ধ করিয়া প্রাণ লইয়া আসিয়াছেন। লোকে কানাকানি করিতেছে কেহ বা "কি হে" কেহ বা "তাইত" বলাবলি করিতেছে, বলিষ্ঠ লোকেরা "গিরিব্রজ কি জয়" বলিয়া আস্ফালন করিতেছে।

এমন সময় এক জনকে দেখিয়া আর এক জন কহিল "পাঁড়েজী প্রণাম, কিছু শুনেছেন।"

পাঁড়েজী গ্রামের এক জন চাঁই, গম্ভীর ভাবে মস্তক নাড়িয়া উত্তর করিলেন "কিছু২ শুনেছি।"

এই কথা শ্রবণ মাত্রে সকলে ব্যগ্র হইয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল।

পাঁড়েজী এমত শ্রোতা সর্ব্বদা প্রাপ্ত হন না, হাতনাড়িয়া বক্তৃতা করিয়া কহিলেন, "ভাই ভারি ব্যাপার হোয়ে-গেছে" কাল রাত্রে দেদোউর পাঁড়ে আসিয়া সংবাদ দি-য়াছে যে রাজা হনুমন্ত ও রাজগুরুর লোকেতে একত্র হইয়া আমাদের বাঁকেকে আক্রমণ করিয়াছিল, সকলে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া কেহ বা বন্দী কেহ বা মরিয়াছে, কেবল দেদো-উড় পাঁড়ে অনেক যুদ্ধের পর প্রাণ লইয়া আসিয়াছে, তাহার কবচময় অস্ত্রাঘাত চিহ্ন।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া এক জন কহিয়া উঠিল, "কি দেদোউড় পাঁড়ের গায়ে অস্ত্রের দাগ? তবেই হোয়েছে আমি দিব্য করিতে পারি যে সে কার বেড়াভেঙ্গে শশা চুরি কোরে খেতে গিয়েছিল, খড়ের পুতুল দেখে পালিয়ে এসেছে, কি কোঁতকানি খেয়ে পালিয়ে এসেছে, বরং তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর।" একটা বড় হাসি পোড়ে গেল।

দেদোউড় পাঁড়ে বুক ফুলাইয়া গোঁপে তা দিয়া পাঁচু হাতিয়ার বন্ধন করতঃ দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন, এই কথা অল্প২ শ্রবণ গোচর হইল, অগ্রেসর হইয়া স্বীয় ঢালের অস্ত্রাঘাত চিহ্ন দেখাইয়া মহা আস্ফালন করিয়া কহিতে

লাগিল” যাও সোরে যাও, কালকার লড়াই যদি দেখ্তে তো টের পেতে, আমারি দলে বিশ আদ্মি রাজার দলে শহ আদ্মি।

উক্ত ব্যক্তি হস্ত যোড় করিয়া কহিল, “ভাই দেদোউড় একটু থাম, আষাঢ় মাস কোরে ফেল্লি যে, এখন গল্প রেখে একটিবার সত্যি বল দেখি, ও সব দাগ কোথেকে হোল। এই কথা শ্রবণ মাত্র দেদোউড়-চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া “কি আমি মিথ্যা কথা কৈই” বলিয়া তরবালের মুষ্টিতে হস্ত দিল, সকলে পোড়ে দুজনকে দুঠাই করিল, লোকে দুদল হইল, কেহ বা বলে সর্ব্ব সত্যি, কেহ বা বলে সর্ব্ব মিথ্যা, মহা আন্দোলন হইতে লাগিল।

রাজসভায় পাত্র মিত্র প্রভৃতি রাজাগমন প্রতিক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন, প্রধান২ লোকেরা পরামর্শ করিতেছেন। এমত সময় প্রধান মন্ত্রী সভাসদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “এতদিনে আমাদের এই তিন নগরের মিল ও আলাপ নষ্ট হইল, এক্ষণে নগরের বাহিরে গমন করিতে হইলে সকলকে লোক লস্কর সঙ্গে করিয়া চলিতে হইবেক, ভাল করিয়া কোমর বাঁধিতে হইবেক, তরবারের মুষ্টিতে হস্ত রাখিয়া চলিতে হইবেক, স্বদ্ধ যে নগরের বাহিরে যাইতে হইলে এমত সাবধানে চলিতে হইবেক এমত নহে, নগরের ভিতরে, স্বীয় বাটীতে, এমত কি শয়ন গৃহে ও অস্ত্র সঙ্গ ছাড়িতে পারিবেক না—কৃষিদিগকে এক হস্তে তরবার অন্য হস্তে হল ধরিয়া চাষ করিতে হইবেক, আর শস্য হইলেই যে কে পাইবেক তাহার কিছুই স্থির থাকিবে না। এক জন বিহার

নিবাসী এক জন রাজগৃহ নিবাসীর পিতা কিম্বা পুত্র কিম্বা ভ্রাতাকে মারিয়াছেন, মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে তাহার প্রতিবিধিৎসিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইবেক, যে পর্য্যন্ত না এক জন বিহার নিবাসীর প্রাণ লইতে পারিবেক তদবধি তাহার আহার নিদ্রা ত্যাগ, তাহার সময় নাই অসময় নাই, রাত্রে সুযোগ পাইলে নগরের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়াও মারিতে ত্রুটি করিবেক না, তাহারা মাতৃক্রোড়ে গুপ্ত শিশু বধ করিতেও বিমুখ হইবেক না, তাহাদের অবধ্য কিছুই থাকিবেক না। "জন্ম লইলেই মৃত্যু তাহা সকলেরি ঘটিবেক, তাহাতে কষ্ট নাই, এমত দুঃখও নাই, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ মৃত্যু আশঙ্কায় তরবারের মুষ্টিতে হস্ত দিয়া বেড়ান, প্রত্যেক শব্দে চমৎকান অপেক্ষা আর কি কষ্টতম আছে, এপ্রকার কষ্ট কত দিবস, সহ্য হইবেক, আমাদিগকে ইহা দূর করণার্থ নিতান্ত যুদ্ধ করিতে হইবেক, আর যুদ্ধ করিলেই যে ক্ষান্ত পাইব এমত নহে, মহারাজ কর্ণ দেহারিয় যে তাঁহার অধীনস্থ এমত দুই জন রাজাকে যুদ্ধ করিয়া হীনবীর্য্য হইতে দিলেন এমত কখনও সম্ভবে না, তিনি অবশ্যই হস্তার্পণ করিবেন, আর হস্তার্পণ করিলে কাহার প্রতি প্রতিপক্ষতা করিবেন তাহারও সন্দেহ নাই, কারণ রাজগুরু লইয়াই এই যুদ্ধ হইতেছে। আমাদিগের পক্ষ নলন্দা আর লালমাধব-প্রসাদকে পাইব, তাহা হইলে বিহারের অনেক লোকও সাপক্ষতা করিতে পারে, কিন্তু আপাতক নগরবাসী লোক-দিগের মন সান্ত্বনা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য, তাহারা অত্যন্ত উৎবিগ্ন হইয়াছে, তাহারা বিনা যুদ্ধে যে এই অপ-

মান সহ্য করিবে তাহা বোধ হইতেছে না, আমরা যুদ্ধ স্বীকার না করিলে তাহারা স্বয়ং যুদ্ধ করিবেক, আমাদেরও শেষে থাকিতে হইবেক, তবে আমার মতে যুদ্ধসজ্জা করাই যুক্তি সিদ্ধ, তবে অত্যন্ত সাবধানে আটঘাট বান্ধিয়া করিতে হইবেক, হটাৎ কোন কার্য্য করা অনুচিত” এই বলিয়া মন্ত্রী সভাগণ প্রতি চাহিয়া কহিলেন, “কেমন আপনাদের মত কি, কি বলেন? রাজা মহাশয়কে এই পরামর্শ দেওয়া যাইবেক?” সভাসদ সকলেই এই মতে মত দিল, কিবল রাজপুরোহিত বিমর্ষ ভাবে কহিলেন “আপনারা এমত বিজ্ঞ হইয়া মূল কারণ ত্যাগ করতঃ বৃথা কথা লইয়া তর্ক করিতেছেন এবড় দুঃখের বিষয়, আপনারা বিহারের সহিত বিগ্রহ হইলে কি কষ্ট ও দুঃখ হইবেক তাঁহারি কথা কহিলেন, সে ইহলোকের কষ্ট মাত্র, কিন্তু যদি ব্রহ্মকোপ হয় তাহা হইলে ইহলোক পরলোক উভয় লোকে সমান কষ্ট হইবেক, আমি শ্রবণ করিলাম যে বাঁকে সিং রাজগুরুর অপমাননা করিয়াছিল, তিনি ব্রাহ্মণ, ঋষিতুল্য, তাঁহার অভিসম্পাত্ অব্যর্থ, আমাদিগকে অভিসম্পাত্ না দিয়া যে দমন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের পরম ভাগ্য বলিয়া মানিতে হইবেক, তিনি মনে করিলে এক মুহূর্ত্তকে ভস্ম করিতে পারিতেন, আমার মতে বাঁকে উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছে, তাহার নিমিত্ত যুদ্ধ করা কোনমতে বিধেয় নহে, আর আমাদিগের এক্ষণে এই কর্ত্তব্য যে মহারাজের সম্মতি লইয়া আমরা সকলে রাজগুরু রঘুনাথজীর নিকট গমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি, কি জানি যদি তাঁহার মনে এখ-

নও রাগ থাকে তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবেক, আমি আমার নিমিত্ত কহিতেছি না, সর্পের বিষ সর্পে ভুঞ্জে না, আমি আপনাদিগের নিমিত্ত বলিতেছি, তাহা হইলে আপনাদিগের দশা কি হইবেক, একেবারে নরকস্থ হইতে হইবেক—ব্রাহ্মণের অপমান! রাজগুরুর অপমান! ঋষির অপমান! কি আশ্চর্য্য! এখনও চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইতেছে, ঘোর কোলি!" বলিয়া হস্ত নাড়িয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিলেন।

সকলে ব্রহ্মশাপ শ্রবণ করিয়া মুখ চাহাচাহি করিতে লাগিল, এতদ্ বিপক্ষতাচরণে রাজমন্ত্রীর মনে রাগ হইল, কিন্তু পুরোহিত ব্রাহ্মণ কি করিবেন, বিভ্রাট দেখিয়া মনোভাব গোপন করিয়া বাহ্যিক নম্রভাব প্রকাশ করতঃ কহিলেন "প্রভো! যাহা কহিলেন তাহা সত্য বটে, যদি রাজগুরু শুদ্ধ থাকিতেন তাহা হইলেই আমাদিগের পক্ষে ইহাই কর্ত্তব্য, কিন্তু ইহার ভিতর আর এক কথা জন্মিতেছে, হনুমন্ত আবার ইহাতেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, প্রথমতঃ মেলায় রাজগুরুর অনুমত্যানুযাইক হনুমন্ত আমাদিগের বিলক্ষণ অবমাননা করিয়াছিলেন, আমরা রাজগুরু ও ব্রাহ্মণ বলিয়া কিছু না বলাতে নগরস্থ সমস্ত লোকই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহার উপর এই সংবাদ প্রাপ্তে তাহারা যে কিপর্য্যন্ত রাগত হইয়াছে তাহা আপনিত রাজদ্বারে দৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন, আমাদের ইহলোক দেখিয়া কার্য্য করিতে হয়, যাহাতে প্রজারা সন্তুষ্ট থাকে তাহাই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য, রাজার প্রতি ভক্তি অচলা হয় ইহাই আমাদিগের কর্ত্তব্য, আমরা যদি এবিষয়ে কিছুই না বলি, প্রজারা আমাদিগকে

ঘৃণা করিবেক এই অপমাননার প্রতিবিধিৎসিতে আপনারাই চেষ্টা পাইবেক, অবোধ লোক হিতে বিপরীত করিয়া বসিবেক, আর যদি রাজ্য শাসন জন্য কোন পাপ করিতে হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইবেক, কোন দেবতা রুষ্ট হন, হোম করিলে রাগ নিবারণ হইবেক, আপনি পুরোহিত যাহা করিলে পরলোক থাকে তাহা আপনার ভার, আমাদিগের উহাতে দৃষ্টি রাখিলে রাজকার্য্য চলিবেক না।"

অধিকাংশ সভ্যের যুদ্ধ করা মনন ছিল, কিন্তু ব্রহ্মশাপ শ্রবণে ভীত হইয়াছিলেন এমত উপায় শ্রবণে সকলে "এইত কথা" "ঠিক বলিয়াছেন" বলিয়া প্রশংসা করিয়া উঠিল।

রাজ ভাঁড় লালজী কহিলেন, "এ পরামর্ষ মন্দ নহে তবে পুরোহিত দাদা প্রায়শ্চিত্তের খাতা খুলুন গে, বৃত্তি ও ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় যেন আমাদের ভুল না।"

একটা হাসি পড়ে গেল, পুরোহিত রাগে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলেন, মন্ত্রী এদদ্দর্শনে মনে ভাবিলেন যে পুরোহিত বিপক্ষতা করিলে সকল ভ্রষ্ট হইবেক, সকলের প্রতি বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "তোমরা কি হে—এই কি তোমাদিগের বিদ্রূপ পরিহাসের সময়" গাত্রোত্থান করিয়া পুরোহিতকে কহিলেন "প্রভু এদিকে আসুন ইহাদিগকে লইয়া কোন কার্য্য হইবার যো নাই, সময় নাই, অসময় নাই, হিহি কোরে হাসে রাজা মহাশয় আসিতেছেন আমরা অগ্রসর হই।"

পুরোহিত উত্তর করিলেন, "আর আবশ্যক নাই. রাজা আসিতেছেন তিনি যাহা মত করেন তাহাই হইবেক।"

মহারাজ সভাস্থ হইলেন, সকল লোক দণ্ডায়মান হইয়া

অভ্যর্থনা করিল, বর্ণ ভেদে আশীর্ব্বাদ ও প্রণাম করিল, চামর ব্যজক চামর ঢুলাইতে লাগিল, ছত্রধর ছত্র ধরিল, খড়ম বাহক খড়ম নিকটে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইল, তাম্বুল করঙ্কবাহিনী তাম্বুল লইয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল, ভাটে কুলজী পাঠ করিতে লাগিল, একদিকে চণ্ডিপাঠ আরম্ভ হইল, অন্য দিকে কর্ম্মচারীরা স্বীয়২ কর্ম্মে নিযুক্ত হইল, সিংহ দ্বারে দামামা দগড়া বাজিতে লাগিল, দ্বারস্থ লোক "মহারাজ কি জয়" ধ্বনি করিতে লাগিল, তচ্ছ্রবণে গ্রামবাসীচয় রাজা বার দিয়াছেন জ্ঞাত হইল, এক্ষণে কি স্থির হয় এই আশয়ে একবার "গিরিব্রজ কি জয়" ধ্বনি করিয়া নিস্তব্ধে রহিল।

মহারাজ সকলকে বসিতে কহিয়া অভয় দান করতঃ মত জিজ্ঞাসা করিলেন অমাত্য পাত্র মিত্র প্রভৃতির মত যুদ্ধ; পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ মণ্ডলির মত রাজগুরুর ক্ষমা প্রার্থনা।

রাজা মহা বিভ্রাটে পড়িলেন, বয়স প্রযুক্ত যুদ্ধে অনিচ্ছা জন্মিয়াছে, তাহার উপর ব্রহ্ম শাপে নরকস্থ ভয়, ওদিকে বিলক্ষণ অপমান বোধ হইয়াছে, গালে হস্ত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী কিছু বলিবার আশয়ে হস্ত জোড় করিলেন, কিন্তু অনুমতি ভিন্ন বলিতে পারেন না, রাজা নত্র মুখে রহিয়াছেন কোনদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না, এমত সময়ে লালজী অগ্রসর হইয়া হাঁ হুঁ গলা খাকড়ী দিলেন, রাজার কর্ণগোচর হইল, মুখোত্তোলনপূর্ব্বক তাহার প্রতি চাহিলেন।

ভাবনা রাজাদিগের প্রতি অত্যন্ত কষ্টদায়ক মন্ত্রি সমস্ত

রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, আর পুরোহিত দ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়, রাজাকে কিছুই ভাবিতে হয় না কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিতে হইলে অনভ্যাস বশতঃ মহা কষ্টদায়ক হইয়া উঠে।

রাজা লালজীকে অগ্রসর দেখিয়া চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি বোধ হইল, অল্প হাসিলেন।

লালজী রাজার হাস্য দেখিয়া করজোড়ে কহিলেন "মহারাজ যদি অভয় দান করেন তবে বলি, সকলকার মত লয়া হইয়াছে কিন্তু এই গরিব ব্রাহ্মণের মতটা লয়া হয় নাই।

রাজা হাস্য বদনে কহিলেন, "কেন হে তোমার মত কি লয়া হয় নাই? তবে তোমার কি মত বল।"

লালজী উত্তর করিলেন "আজ্ঞা তবে বলি এক্ষণে খিচুড়িকরাই কর্ত্তব্য এই আমার মত।"

"এক্ষণে বিলক্ষণ খিচুড়িত হইয়াছে আর কষ্ট করিয়া করিতে হইবেক কেন" রাজা উত্তর করিলেন।

লালজী কহিলেন "বিষস্য বিষমৌষধং বিষের বিষই ঔষধী, এক খিচুড়ি হইয়াছে আর এক খিচুড়ি করিয়া নাশ করা"—"সে কেমন" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন।

লালজী উত্তর করিলেন "মহারাজ মন্ত্রী মহাশয় এক মত দিয়াছেন, আর পুরোহিত আর এক মত দিয়াছেন, এক্ষণে এই দুই মত একত্র করিয়া খিচুড়ি করা যাক—মন্ত্রী মহাশয়ের মতে যুদ্ধ করা আবশ্যক আপনি যুদ্ধ সজ্জা করুন, আর পুরোহিত মহাশয়ের মতে যুদ্ধ করিলে মহাপাপী, তজ্জন্য পুরোহিত মহাশয় ও আমরা মিলিয়া যাগ

যজ্ঞ হোম প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি পাপখণ্ডব্রত করি, তাহা হইলে দুকুল থাকিবে, তাঁতি কুল থাকিবে বৈষ্ণব কুলও থাকিবেক, রথ দেখা হবে কলা বেচাও হবে, আপনারা রথ দেখিবেন আমরা এখন কলা বেচিব” এতদ্ শ্রবণে রাজা হাসিলেন, তদ্দর্শনে সভাস্থ সকলে হাসিল।

“এ পরামর্শ বড় মন্দ নহে কেমন?” বলিয়া রাজা সকলের প্রতি চাহিলেন, রাজার মন বুঝিয়া সভাস্থ সকলে সায় দিল—রাজা সৈন্যাধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া সৈন্য রণ সজ্জিত করিতে কহিলেন, আর বিশেষ সংবাদার্থে দূত প্রেরণ করিতে অনুমতি করিলেন।

পুরোহিত ম্লানভাবে কহিলেন, “মহারাজ অদ্য অশ্লেসা মঘা” লালজী উত্তর করিলেন, “যুদ্ধ যাত্রায় মঘাই অত্যুত্তম দিবস” “মঘা এড়াবি ক’ ঘা” যদি শত্রু পক্ষে ফলে তবেত রণে জয়ী হইব, আর যদি আমাদিগের প্রতি ফলে তাহা হইলে মন্দ কি, আমাদের আর ঘরে খেতে হবে না মহারাজ ছয় সহস্র যোগ, শ্রাদ্ধে কিছু২ বিদায় পাইলেই বড় মানুষ হইয়া পড়িব।

এমত সময়ে এক জন দ্বারপাল আসিয়া সংবাদ দিল যে বিহার হইতে রাজকুমারীর দাসী চঞ্চলা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তিনি এবিষয়ের সবিশেষ বলিতে পারেন।

রাজা তাহাকে রাজ সভায় আনিতে আদেশ করিলেন, চঞ্চলা সভায় উপস্থিত হইয়া রাজ আজ্ঞানুযায়ীক তাহার বন্দী, লালমাধবপ্রসাদ কর্তৃক উদ্ধার, যুদ্ধ বিষয় যাহা জ্ঞাত ছিল তাহা সমস্ত কহিল।

রাজা, রাজগুরুর ও পাণ্ডাজী এক্ষণে কোথায় আর কি অবস্থায় আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন, চঞ্চলা তাহার কিছুই বলিতে পারিল না।

লালজী এই অবসরে পুরোহিতকে মৃদুস্বরে কহিলেন "আপনকার ঋষিতুল্য রাজগুরু বড় মন্দ নন, একেবারে শক্তি সাধন করিতে বসিয়াছিলেন, নজরও আছে। পুরোহিত রাগাত হইয়া উত্তর করিলেন "বেল্লিক, তোর যা মুখে আসে তাই বলিস্, পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই, তুই এই দুশ্চারিণী পাপীয়সীর কথায় বিশ্বাস করিলি, তোদের মতন ব্রাহ্মণের জন্য ব্রাহ্মণ কুলের উপর অশ্রদ্ধা জন্মে, লোকের দোষ কি? রাজগুরু যদি এমত পাপীয়সীদের স্পর্শন করেন তাহা হইলে তাহারা পবিত্র হইয়া যায়।"

"ঠিক কথা "দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি" কিন্তু মামা একটু আস্তে বল তুমি যে দুশ্চারিণী পাপীয়সী কোচ্চ—যদি শুন্তে পায় তা হোলে আবার কীচক বধ হবে, যাঁকে সিংহ মনোহর তাহার পশ্চাতে আবার লাল মাধবপ্রসাদ এরা বামুন গরু মানে না, তোমার রাজগুরু ও পাণ্ডাজীর কি হোয়েছে ত শুনিলে—এ দ্রৌপদীর পেছনেও গন্ধর্ব্ব আছে, দণ্ডবৎ মামা আমি এর ভিতরে নাই" বলিয়া লালজী একটু সরিয়া বসিলেন। "থাকুক্—তোর মতন লোকেই তাদের ভয় করে আমি ব্রাহ্মণ" এই কথা বলিয়া পুরোহিত রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ যাহা শ্রবণ করিলাম তাহা অগ্রে অপেক্ষা ভয়ানক, মাধবপ্রসাদ রণজয়ী হইয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মণ গো মানেন না, মহা পাষণ্ড, কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান

নাই, যদি রাজগুরু আর পাণ্ডাজী তাহার হস্তে পতিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাহাদের নিতান্তই প্রাণ সংশয়, ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা পেক্ষা আর কি ধর্ম্ম কর্ম্ম আছে, শতং অশ্বমেধ অধিক ফল, তাহাতে আবার রাজগুরু আমাদিগের অতিথি, তাঁহার প্রাণ রক্ষার্থে আমাদের চেষ্টা পাওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, আমাদিগের এক্ষণে স্ববলে একেবারে বিহারে পড়িয়া সেই ধর্ম্মভ্রষ্ট পাষণ্ডের হস্ত হইতে এই দুই ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করাই উচিত, যদি সহজে না দেন তবে তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক লওয়া কর্ত্তব্য, যথা ধর্ম্ম তথা জয়ঃ আমরা চেষ্টা করিলে নিশ্চয় উদ্ধার করিতে পারিব। লালজী সকলের অমত দেখিয়া উত্তর করিলেন, হুঃ উত্তম পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু যদি আপনকার সুদ্ধ কথায় জয় হইতে পারে তাহা হইলে ভাবনা নাই, কিন্তু মাধবলাল শিবশঙ্করের অগ্রে কে অগ্রসর হইবেক, আর বাঁকেত নাই, তবে যদি আপনি দ্রোণাচার্য্যের মত অস্ত্র ধরে এগতে পারেন তবে দেখুন, যা শত্রু পরে২ নিজে ঘরে বসে স্বস্ত্যয়ন করিলে হইবে না।”

পুরোহিত মহা কোপে উত্তর করিলেন “ওহে তুমি একবার থাম, এ ভাঁড়ামর কথা হইতেছে না একটু স্থির হও।”

মন্ত্রী সুযোগ বুঝিয়া একটু মুচকি হাসিয়া কহিলেন “আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা যথার্থ, কিন্তু আপনি এই মাত্র কহিলেন যে অদ্য মঘা যাত্রা নাস্তি, তবে কি মতে অদ্য যাত্রা করা যাইতে পারে? পুরোহিত এইবার আপনকার কথায় আপনি ঠেকিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ নাই

জানিয়া কহিলেন "মন্ত্রি মহাশয় সে রণ বিষয়ে নিষিদ্ধ, ধর্ম্ম বিষয়ে নহে।"

"হুঁঃ মাকড় মারিলে ধোকড় হয়" লালজী উত্তর করিলেন সকলে মুচকি হাসিতে লাগিল, রাজপুরোহিত অপ্রতিভ আশঙ্কায় রাজা লালজীকে বিরক্ত ভাবে স্থির হইতে কহিয়া চঞ্চলাকে অন্দরে যাইতে অনুমতি করিলেন।

চিতেন—বিরহিনীর বেদনা, বোঝেনা বিরহিনী বোই।
দুঃখের কথা শুন্‌বে কেন, সুখিলোকে সোই॥
কন্দর্পে পিড়িত আমার প্রাণ,
একথা জনতা হোলে বড়ই অপমান,
পাছে কুলেতে কুরব হয়, সশঙ্কিত এই ভয়,
কান্ত বিনে কে করিবে সান্ত্বনা।
মহড়া—আমার প্রাণ জ্বলে তা কেউ বোঝে না।
থাকি বিরসে, মনের হুতাশে,
পোড়া লোকে বলে হেসে কথা জানে না॥
শোয়ে রব সোই কত লাঞ্ছনা।
আমার অন্তরেতে বিরস বিষাদ,
মুখে হেসে কথায় কিসে কোর্ব্ব গো আহ্লাদ।
আমি মনে করি হাসি সোই, বোবার হাসি হেসে রোই,
মুখে থেকে মুখের হাসি বেরয় না॥

রাম বসু।

মোহিনী স্বীয় শয়নগৃহ বাতায়নে হস্তে হস্ত রাখিয়া ম্লান

স্থিরভাবে বসিয়া কি ভাবিতেছেন, এমন স্থৈর্য্যভাব যে ভ্রমে রঙ্গিল পুত্তলিকা বোধ হয়, কেবল ঘন বক্ষ উত্থিত ও পতিত হওয়াতে সে ভ্রম দূর হইতেছে, মুখম্লান ওষ্ঠাধর শুষ্ক চক্ষু রক্তিমা বরণ, নীরহীন—রাজবাটীর কোলাহল কর্ণগোচর হইয়াও বোধগম্য হইতেছে না।

এমত সময় চঞ্চলা আসিয়া প্রণাম করিল, পদধূলি লইবার আশয়ে এক পদ স্পর্শ করিল, অন্য পদ মোহিনী চাপিয়া বসিয়াছিলেন, এক পদধূলি লওয়া অমঙ্গল, সুতরাং অন্য পদধূলি অভিলাষে "দিদি ও পায়ের ধূলা দিন" কহিল।

মোহিনী চমকাইয়া একবার মাত্র চঞ্চলার প্রতি দৃষ্টি করতঃ পুনশ্চ মুখ ফিরাইলেন, কিন্তু পদ বাহির করিয়া দিলেন।

চঞ্চলা পদধূলি লইয়া মোহিনীকে নিরুত্তর দেখিয়া মনে ভাবিল মোহিনী ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, যোড়হস্ত করিয়া কহিল দিদি আমার অপরাধ কি, আমার সহিত কথা কহিতেছেন না কেন?

এতক্ষণ মোহিনীর চক্ষু শুষ্ক ছিল, মনের দুঃখ প্রকাশ করিবার লোক ছিল না, প্রিয়সখী চঞ্চলাকে দেখিয়া চক্ষে জল আসিল, স্বজন সমীপে দুঃখানল প্রদর্শন সভাবসিদ্ধ লজ্জা বশতঃ মুখ ফিরাইয়া ম্লানভাবে কহিলেন, "চঞ্চলা তুই আর আমার কি অপরাধ করিয়াছিস, এক্ষণ আমার যে কপাল হইয়াছে তুই যে প্রাণে২ ফিরে এসেচিস এই আমার ঢের, এখন এইখানে বোস্ তোর কি হোয়েছিল আমাকে সব বল দেখি।"

চঞ্চলা নিকটে বসিয়া চারিদিকে চকিতের ন্যায় দৃষ্টি-পাত করিয়া কহিল, "দিদি আপনার জন্য একটি বড় সুসংবাদ এনেছি" (কর্ণের নিকট মুখ লওত কহিল) লালমাধবপ্রসাদ স্বরাজ্য যুদ্ধ করিয়া পাইয়াছেন।"

আঁ্যা কে পেয়েছে! সত্যি, বলনা, সব বলনা, কেমন কোরে পেলেন বলনা? বলিয়া মোহিনী ফিরিয়া চঞ্চলার স্কন্ধ ধরিলেন, আশাপূর্ণ লোচনে চঞ্চলার মুখপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। চঞ্চলা (ধানিরাম ও মনোহর বৃত্তান্ত ভিন্ন) সমস্ত অবগত করাইল, যেমন জলনিমগ্ন ক্লান্ত হতাশ ব্যক্তির একখান বৃহৎ কাষ্ঠ পাইলে জীবনাশা পুনর্ব্বার উদ্দীপ্ত হয়, এতদ্‌শ্রবণে মোহিনীর মনে মাধব প্রেমলাভ আশা সেই প্রকার উদ্দীপ্ত হইল, সমস্ত বৃত্তান্ত উত্তমরূপে জিজ্ঞাসা করিবার অভিলাষ হইতে লাগিল, কিন্তু রাত্রের সত্য মনে পড়িয়া মুখবন্ধ রাখিল, একান্তঃকরণে শুনিতে লাগিলেন।

অনন্তর চঞ্চলা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিল, দিদী এতদিনে তোমার সুখতারা আবার উঠ্‌লো—আমার কপালে যা লিখিয়াছিল তাই ঘটিল, এক্ষণ পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে তোমাদের সুখ সচ্ছন্দ দিন২ বৃদ্ধি হউক, তুমি সুখী হইলেই এক্ষণে আমার জগৎ সুখী, আমার আর এজগতে তুমি ভিন্ন কেহ নাই, চঞ্চলার চক্ষে জল আসিল, অঞ্চল দিয়া মুখাবৃত করিল।

মোহিনীর চমক হইল "সে কিলা! চঞ্চলা তোর এজগতে কেউ নাই কিলা!" বলিয়া সযত্নে চঞ্চলার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া

নিকটে টানিয়া আনিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন” “কেন মনোহর তো ভাল আছে, সে কি এ যুদ্ধে ছিল? চঞ্চলা হস্তে মুখাবৃত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করাতে “ হুঁ ছিলেন” উত্তর করিল।

মোহিনীর উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি হইল, পুনশ্চ কহিলেন “কোন ভাল মন্দ হয় নাইত?”

চঞ্চলা শিহরিয়া উঠিয়া “না না তা কিছু হয় নাই উত্তর করিল।” “তবে কি বল না” মোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না, অনেক জেদ করাতে চঞ্চলা তাঁ-হার চরণ ধরিয়া ব্যাকুল স্বরে কহিল “দিদী আমাকে আর জেদ কোর না, তোমার পায়ে ধরি আমাকে আর জিজ্ঞাসা কোরনা, আমার কপালে যা লেখা ছিল তা ঘটিয়াছে, এক্ষণে এ পৃথিবীতে তুমি বৈ আর আমার কেহ নাই, এখন আমি অনাথিনী, যদি কখন কোন দোষ করি, অনাথিনী বোলে রাগ কোরনা, তুমি ত্যাগ করিলে আমার দাঁড়াবার আর স্থান নাই, তবে পতিতপাপনী গঙ্গা সকল পাপীকেই স্থান দেন এ দুঃখিনীকেও দিবেন।”

“সে কিরে চঞ্চলা এর নাম কি কথা, তুই পাগল হয়ে-চিস, না তোর উপর আমি কবে রাগ করেছি” বলিয়া মোহিনী আশ্চর্য্য হইয়া চঞ্চলার বদন হইতে হস্ত মোচন করতঃ মুখ উত্তোলন পূর্ব্বক দেখিলেন—যে আশ্য সতত হাস্য রসে পরিপূর্ণ, চপলার ন্যায় চঞ্চলা, প্রত্যেক পলকে ভাব পরিবর্ত্তন হইতে থাকিত, সে বদন এক্ষণে স্থির, ভাবহীন নৈরাশ প্রকাশক, চক্ষু রক্তবর্ণ স্ফিত-পার্শ্বদ্বয় ভুরা পড়িয়া

গিয়াছে, কপোল শীর্ণ, ওষ্ঠাধর শুষ্ক—বদন একান্ত মলিন বিবর্ণ, মনে ভাবিলেন একি! এক দিবসের কষ্টে এমত পরিবর্ত্তন সম্ভবে না, তবে কি পাণ্ডা—মোহিনী শিহরিয়া উঠিলেন, একদৃষ্টে চঞ্চলার বদন প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, চঞ্চলা আমার নিকট তোর লজ্জা কি, কি হইয়াছে বল তোর কিছু ভাবনা নাই, পাণ্ডার সঙ্গে তোর দেখা হইছিল?

চঞ্চলা মোহিনীর প্রশ্নের ভাব বুঝিতে পারিয়া শিহরিয়া ত্রস্ত হইয়া উত্তর করিল "না না তাঁর সঙ্গে আমার এক বারও দেখা হয় নাই।"

মোহিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন "তবে কি? চঞ্চলা বল্‌না, আমার কাছে তোর লজ্জা কি।"

চঞ্চলা কোন উত্তর দিল না, মোহিনী ক্ষণেক ভাবিয়া পুনশ্চ চঞ্চলার প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, চঞ্চলা ধানিরাম কোথা বল্লি?

যে প্রকার ক্ষত অঙ্গ প্রতি অঙ্গুলি লইলে আহত ব্যক্তি স্পর্শনাশঙ্কায় অঙ্গ কুঞ্চিত করিয়া সরিয়া যায়, এতদ্‌শ্রবণে চঞ্চলাও সেই প্রকার কুঞ্চিত হইয়া মোহিনী হস্ত মোচন করিয়া পুনশ্চ নম্রমুখী হইল। মোহিনী পূর্ব্ব সন্দেহ বশতঃ এক প্রকার বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু সবিশেষ জ্ঞাত হইবার জন্য স্ত্রীস্বভাব বশতঃ অত্যন্ত লোলুপ হইলেন, চঞ্চলা স্পষ্ট কিছুই বলিতেছে না, প্রকারান্তরে জানিতে হইবেক স্থির করিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধানিরাম কোথায় বল্লি?"

চঞ্চলা ক্ষণেক পরে উত্তর করিল "আমি জানিনি।"

"সে কিরে চঞ্চলা, এই না বল্লি ধানিরাম ছিল ?

চঞ্চলা কোন উত্তর দিল না।

মোহিনী ক্ষণেক পরে পুনশ্চ কহিলেন "আচ্ছা চঞ্চলা পাণ্ডার বাটী থেকে তোকে কে কোলে কোরে আনে, তুইতো আর আপনি আসিতে পারিসনি, যে হউক এক জন তোকে কোলে কোরে এনেছিল, ধানিরাম না? বল না আমার মাথা খাস বল" বলিয়া মোহিনী চঞ্চলার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আর নিকটে টানিয়া আনিলেন।

চঞ্চলা মহা সঙ্কটে পড়িল, মোহিনীর এত অনুরোধ কি প্রকারে ঠেলে, লজ্জা খাইয়া বলিতেও পারে না, তাপিত হৃদয় আর বেদনা বোধ হইল, মোহিনীর প্রতি সজল নয়নে চাহিয়া কহিল "দিদী তুমি কবে থেকে কাটা ঘায়ে নুন দিতে শিখিলে, তোমারত এমত স্বভাব ছিল না, তোমার পর দুঃখ দেখিলে অমনি চক্ষে জল আসিত, তোমার কি আমাকে এমন কোরে খুচিতে একটুও মায়া হোচ্ছে না ?"

এতক্ষণ মোহিনী সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত উৎসুকতা বশতঃ তৎপ্রশ্নচয় কষ্টদায়ক হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, এতদ্শ্রবণে চমক হইল, অত্যন্ত লজ্জা পাইলেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবতঃ লজ্জা পাইলে অভিমান হয়, চঞ্চলা প্রকারান্তরে নির্দ্দয় বলিল, অভিমান জন্মিল, "ছিঃ চঞ্চলা আমি কি তোকে কষ্ট দিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতে ছিলাম. তুই কষ্ট পাচ্ছিস দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে বলিলেও তোর দুঃখের অনেক অংশ দূর হইত, আমার যখন যে কষ্ট হয় তোকে অমনি বলি, তাই বুঝি আমাকে এই কথা বল্লি ? আচ্ছা আমি

তোকে আর জিজ্ঞাসা করিব না, তোকে আর অমনি বলিতে হবে না” এখন স্নান আহার কোরে একটু শুগে যা” বলিয়া মোহিনী গাত্রোত্থান করিলেন “আর তুই আমাকে বলিস আর নাই বলিস আমি এক প্রকার টের পাইয়াছি, সে দিন রাত্রে তোকে আমি যা বলিয়াছিলাম তাই—মনোহর বোধ হয় টের পেয়েছে” বলিতেং গমনোদ্যোগ করিলেন। চঞ্চলা ছুটে গিয়া পদদ্বয় ধরিল, ব্যাকুলস্বরে কহিল “দিদী তুমি অভিমান করিলে এ হতভাগিনী কোথায় দাঁড়াবে, এ হতভাগিনীর লজ্জার কথা শুনে তোমার কি লাভ হবে?”

“সে কি লো চঞ্চলা আমি কি তোর উপর রাগ করেছি, তোর কষ্ট দেখে আমি আর জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, ছিঃ অমন মনে কত্তে আছে, আমি তোকে নিজের বোনের মত ভাল বাসি, তকেতোর ভালর জন্যই জিজ্ঞাসা করিতে ছিলাম” বলিয়া মোহিনী পুনশ্চ বসিলেন “তবে কি বলিবি বল দেখি, যত বলিবি তত মন খোলসা হইবে, আমিত পর নোই” বলিয়া চঞ্চলাকে নিকটে টানিয়া লইলেন।

চঞ্চলা ক্ষণেক মস্তক নত করতঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল ‘দিদী তোমাকে আর কি বলিব, তুমি যা এঁচেচ তাই হএছে, যখন ধানিরাম আমাকে উদ্ধার করিয়া মন্দিরের এক গৃহে রাখিয়া যাইতে চাহিল, তখন আমি ভয়ে তাকে ছাড়িতে ছিলাম না, এমত সময় মাধবলাল ও মনোহর সে ঘরে এসে পড়িল, তিনি তামাসা বুঝে মন্দ ভেবে ধানিকে কাটিতে গেলেন, রাজকুমার ধরিলেন, ধানি পালাল

তাহার পর আর কিছু জানি না, আমার এ জন্মের মত যা হবার তা হোয়েছে, এখন আর উপায় নাই, এই জন্য তোমাকে বলিতে ছিলাম না।”

“এত দূর হইয়াছে তা আমি স্থির করিতে পারি নাই, এখন তুই কাপড় ছাড়গে যা, এর পর এর উপায় দেখিব এখন, আর আমার একটা কথা আছে তাও বলিব এখন।”

চঞ্চলা জিজ্ঞাসা করিল “আপনার আবার কি কথা ?”

মোহিনী উত্তর করিলেন “আছে, বলিব এখন।”

কেন এখন বলুন না কেন।

“শুন্‌বি তবে শোন” বলিয়া মোহিনী চতুর্দ্দিকাবলোকন করতঃ মৃদুমন্দ হাসিতেং কহিলেন, সে রাত্রে তিনি তোমার কথায় হেতায় এসে ছিলেন, আমরা কথা কহিতেছি এমন সময় মা কেমন কোরে টের পেয়ে এসে পড়িলেন” চঞ্চলা চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বল কি দিদী ! তার পর ?

মো—“তারপর আর কি, সাপের মন্তরে ভূত ছাড়ান হোল।”

চ—আপনি কি বলিলেন।

মো—কি আর বলিব লজ্জায় মোরে গেলুম, মাথা হেট কোরে চুপ কোরে রৈলুম, তার পর তিনি গেলে মা আমাকে অনেক তিরস্কার কোরে, গঙ্গাজল তুলসী হস্তে দিয়া দিব্য করাইলেন, যে তাঁকে দেখিব না তাহার কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব না, তাকে একেবারে ত্যাগ করিলাম।

চ—তার পর আপনি কি বলিলেম।

মো—আমি আর কি বলিব. প্রথমে কোন উত্তর দিলাম

না শেষে মা বাবাকে বলে দিবেন বলিলেন আমি বাবার ভয়ে দিব্য করিলাম।

চ—আচ্ছা আপনি যদি এমন দিব্য করিয়াছেন তবে আমার কাছ্‌থেকে তাঁর কথা শুনিলেন কেন।

মো—কেন শুনিব না, আমিত শুনিব না দিব্য করিনি, আমি জিজ্ঞাসা করিব না দিব্য করিয়াছি, তোকে তো কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই, তুই আপন ইচ্ছায় সকলি বলিলি।

চ—মোনকে আঁখি ঠারিলেন,এখন সে যাহা হউক-এক্ষণে দিব্য করিয়াছেন, কি করিবেন বলুন দেখি ?

মো—তাহার জন্যই তোকে বলিতেছি মার নিকট হইতে কোন প্রকারে দিব্য কাটাইয়া আনিতে পারিস তো হয়।

চ—সে কেমন কোরে হবে, মাকে বলিলে তিনি কি মনে করিবেন, আমি পারিব না।

মো—তা বলিলে হবে না, তুমি না বলিলে আর কে বলিবে।

এমত সময়ে একজন কিঙ্করী আসিয়া সংবাদ দিল যে রাজ্ঞী আসিতেছেন। রাজ্ঞী আসিরা উপস্থিত হইলেন—চঞ্চলা সসম্ভ্রমে উঠিয়া পদধূলি লইল,রাজ্ঞী আশীর্ব্বাদ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। চঞ্চলা সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া কহিল এক্ষণে আপনারা অনুকুল হইলেইরাজকুমার নিজের রাজ্য নিজে পান। রাণী গদ২ বচনে কলিলেন—“কে মাধবলাল আহা! বাছা রাজারছেলে হোয়ে পথের ভিক্ষারির মতন এদোর ওদোর কোরে বেড়াচ্ছিল, সকলে শেয়ালটা কুকুরটা

টার মত দূর২ কোত্ত, আহা পাগ২ আমরা আনুকুল্য কোর্ব্ব বৈকি—রাজ্ঞীর গদ২ ভাবের দুই কারণ, এক মাধবলালকে ভাল বাসিতেন দ্বিতীয়তঃ এই কএক দিবস মোহিনীর যে প্রকার ভাব দেখিয়া ছিলেন তাহাতে তাহার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা জন্মিয়াছিল মোহিনী তাঁহার একই কন্যা না রা-খিতে পারেন বিবাহ দিবেন স্থির করিয়া ছিলেন, মাধব রাজা হইলে সে দুর্নামের ভয় নাই সুতরাং এ সংবাদে মনে আহ্লাদ হইল।

মোহিনীর রাণীর গদ২ বচন শ্রবণে মনে ভরসা হইল মুখে একটু হাসি আসিল, রাজ্ঞীর প্রতি কটাক্ষ করিলেন। রাজ্ঞীও সেই সময় মোহিনীর প্রতি চাহিলেন, চারি চক্ষু একত্র হইল, মোহিনী লজ্জায় নম্রমুখী হইলেন, রাণী মো-হিনীর হাস্য বদন নিরীক্ষণ করিয়া মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, সোহাগ করিয়া কহিলেন, আমি কি তোর সুখে সুখী নই—কন্যার মুখ চুম্বন করিলেন।

মোহিনী এই অবসরে তাহার মাতাকে কহিলেন "তবে আমার দিব্য ছাড়া।"

"দূর বালাই, তুই বড় বেহায়া হোয়েছিস আমি তোকে সেখাচ্ছি" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, মোহিনীর মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ ছলে কহিলেন "পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যেন মাধব নিরুৎবিঘ্নে রাজ্য পান, এক্ষণে মহারাজ আমাদের অনুরোধে কিছু না বলিলেই আমাদের সর্ব্ব প্রকারে শুভ, এখন মা বোস্, অনেক বেলা হইয়াছে আমি পূজায় যাই" বলিয়া রাজ্ঞী চলিয়া গেলেন।

পূর্ব্বাপর নারীর মত অবিশ্বাসী কে আছে।
দিয়ে বিপক্ষের হাতে পতির মৃত্যুবাণ,
দেখ মন্দোদরী সতী পতি বোধেছে ॥

লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস।

ইহার মাসান্তরে এক দিবস প্রত্যুষে মনোহর তাহার দোকানে বসিয়া খেলনা সাজাইতেছে ও মনেং ভাবিতেছে—আমার কি অদৃষ্ট যাহাকে ভালবাসী সেই আমার শত্রু হইয়া উঠে, লক্ষ্মীছাড়াকে নিজের ছেলের মত লালন পালন করিলাম তার এই প্রতিফল, সেদিন বড় বেঁচে গেছে, কিন্তু এবার ধরিতে পারিলে ঘাড়টা মুচুড়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিব, মনোহর একটী সপ্তচূড়া কৌটা সাজাইতে ছিল, তাঁহার অন্যমনস্কতা বশতঃ কৌটার চূড়া ধরিয়া জোর করিল, মট করিয়া চূড়াটী ভাঙ্গিয়া গেল, চমক হইল, মনে করিল যে কল্য কৌটাটী কুঁদে চড়াইয়া সুদ্ধ কৌটা করিব, কিন্তু চূড়াটী কি করিব; ভাবিতেং স্মরণ পথারূঢ় হইল যে ঐ প্রকার একটী রজত নিম্মিত সপ্তচূড়া কৌটা চঞ্চলার সিন্দূর রাখিবার নিমিত্ত রাখিয়াছেন, এক্ষণে চঞ্চলাই বা কোথায় আর তাহার বিবাহ বা কোথায়, স্ত্রীলোকদিগকে কখন বিশ্বাস করিবেক না—লক্ষ্মীছাড়ী মেলার রাত্রে কেমন মুখখানি কোরে আমার নিকট এল, তার মনে এই ছিল, কেহ কি স্বপ্নেও জানিতে পারে, কি প্রবঞ্চনা! অগ্রে জানিতে পারিলে কি এই কষ্ট পাই, এখন লক্ষ্মীছাড়ীকে কুচিং কোরে কেটে কুক্কুর দিয়া খাওয়াইলে রাগ যায় না এমন বিশ্বাসঘাতিনী—দূর কর, আর সে কথা ভাবিলে কি হইবেক, আর

কখন মেয়ের মুখ দেখিব না, বলিয়া হস্তস্থিত কৌটার চূড়াটী রাখিয়া কৌটাটী তাহার দোকান সম্মুখস্থ একটী কুক্কুরের প্রতি নিক্ষেপ করিল, কুক্কুর কেঁউ করতঃ পলায়ন করিল, একটী স্ত্রীলোক শিশু ক্রোড়ে করিয়া খেলনা ক্রয় করিতে আসিয়াছিল, "ওমা ওকি গা" বলিয়া ভয়ে শীঘ্র সরিয়া গেল, তাহার অঞ্চল লাগিয়া খেলনার ধূচনি ভূমে পতিত হইল, মনোহর "আরে কেয়ারে" বোলে ধমকিয়া উঠিল ক্রোড়ের শিশু ধমক শুনিয়া প্যাঁ কোরিয়া কেঁদে উঠিল, স্ত্রীলোকটী আপনকার অকর্ম্ম ঢাকিবার জন্য মহা গোল করিয়া উঠিল, লোক জমিয়া পড়িল, মনোহর অপ্রস্তুত হইল, "মা মাই২" বলিয়া শিশুটীর হস্তে একটী খেলনা দিল, স্ত্রীলোকটী একটী ডাবুয়া ফেলিয়া ফর২ করিয়া চলিয়া গেল, মনোহর ক্ষণেক তাহার প্রতি চাহিয়া মনে ভাবিল অদ্য আর কিছু বিক্রয় হইবেক না, দোকান বন্ধ করিয়া রাজ বাটীতে যাই।

ওদিগে বাঁকে সিংহ দাড়্‌ডিওলা বিহারের সিংহদ্বার সংলিপ্ত এক গৃহে খট্টাঙ্গোপরি শয়ন করতঃ এক২ বার খট্টাঙ্গ বাজাইয়া "তায়রেনা নায়রেনা" গান করিতেছেন, ও এক২ বার স্বীয় অবস্থা ভাবিতেছেন—এক্ষণে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন, প্রায় পূর্ব্বমত বল প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু রাজগৃহের সামন্ত পদচ্যুত হইয়াছেন, রাজা অত্যন্ত রাগত আছেন, এমন কি তাহাকে ধৃত করিতে পারিলে শুলে দেন, তাহার দৃঢ় জ্ঞান জন্মিয়াছে যে মাধবের পরামর্শে ও বাঁকের সহকারে এই সকল ঘটিয়াছে, রাজগুরু ও পাণ্ডাজীর প্রাণ নষ্ট

হইয়াছে, ব্রহ্মহত্যা হইয়াছে, তাঁহার দাস কৃত সংলিপ্ত দোষ জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, বিহার ও রাজগৃহে মনান্তর হইয়াছে।

দেহাধিপতি কর্ণরাজ এই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান নিমিত্ত তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী কৃপারামকে প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি সসৈন্যে আসিতেছেন, মন্ত্রী প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া যথা বিহিত কার্য্য করিবেন। যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, যুদ্ধ হইলে রাজগৃহের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবেক, যদিচ মাধবলাল তাহাকে এক সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তথাচ যাহার এত দিবস অন্ন খাইয়াছেন তাহার সহিত যুদ্ধ করা একান্ত মনোনীত নহে, এক্ষণে সে যাহা হৌক অন্ত সকলে মন্ত্রী কৃপারামের কানাতে গমন করিয়াছেন, যাহা হউক অদ্য একপ্রকার শেষ হইবেক, হয় ছেলে নয় মেয়ে নহে গর্ভপাত,—“দূর কর আর ভাবিলে কি হইবেক, এক্ষণে কি সিদ্ধান্ত হইল, তাহার সংবাদ আনি গে” বলিয়া বাঁকে সিংহ খট্টাঙ্গের কাষ্ঠে ভর রাখিয়া বলপূর্ব্বক উঠিলেন, খট্টাঙ্গ পুরাতন, জীর্ণ, মড়২ করতঃ ভাঙ্গিয়া গেল, বাঁকে সিংহ উলটাইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, মনোহর সেই মাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন, বাঁকের পতন দর্শনে হাঁ হাঁ করতঃ নিকটে আসিল, হস্ত ধরিয়া তুলিল, পতন কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

বাঁকে সিংহ গাত্র ঝাড়িতেং কহিল, “আর ভাই, যাহার উপর নির্ভর করি, তাহাই এমনি করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়, মহারাজের নিকট ৩০ বৎসর কর্ম্ম করিলাম, শেষ দশায়

তাঁহার উপরই নির্ভর ছিল, তাহাত গেল, কোথা বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইব ভাবিয়া সেই ছুঁড়ির উপর নির্ভর করিলাম, তার তো এই ফল, অদ্যাবধি ভাল বল পাই নাই, আরে ভাই আজ এই খাটিয়া খানার উপর ভর দিয়া উঠিতে গেলাম এবেটাও ভেঙ্গে ফেলে দিলে, আজ থেকে আর কাহার উপর নির্ভর করিব না "আপরুচি খানা পররুচি পর্ণা" এখন এস তোমারও যে দশা আমারও সেই দশা, যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে মন খুলে যুঝিতে পারিব, কোন আর পিছুনে টান নাই, বলিয়া বাঁকে সিংহ মনোহরের স্কন্ধ ধরিয়া বসাইল স্বয়ং বসিল, তায়রে না নায়রে না গাইতেং পুনশ্চ কহিল "আর দেখ ভাই তোকে একটা পরামর্শ দি, আর ছুঁড়ি ফুঁড়িতে কাজ নাই, ও আমাদের কর্ম্ম নহে ও ছোড়াদেরই পোষায়, আর বুড়াবয়েসে ধেড়ে রোগের আবশ্যক নাই।" এতদ্ পরামর্শ শ্রবণে মনোহরের হাসি আসিল, বাঁকে তদ্দর্শনে আর আগ্রহসহঃ কহিল, ভাই হাসিস কি? আমি সত্য বলিতেছি, তোমার গা ছুয়ে বলিতেছি, আমার মনের কথা বলিতেছি, যদি এক্ষণে চঞ্চলা আমার কাছে এসে বলে বিয়ে কর, তো কোন্ শালা করে, বাবা উঁহুতে না উঁহুতে এক কাঁদি" বাঁকে গম্ভীর ভাবে মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিল, অনন্তর মনোহরের হস্ত ধরিয়া পুনশ্চ কহিল আর দেখ ভাই আমার একটা কথা শোন, তুই আর বৃথা রাগ কোরে ভুয়ে ভাত খেয়ে কি করিবি, আর ত বিবাহ করিতে পারিবে না, দশ জনে দশ কথা বলিবে, একটা কার খানা হইয়া পড়িবে, আমার পরামর্শ শোন, তাতে আর

কাজ নাই ছেড়ে দে, দেহুটোতে বিয়ে দিয়ে দে, তা হোলেই বড় মজা হবে এপাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে, বাবা চঞ্চলা ত চুপ কোরে থাকবার মেয়ে নয়, এই কমাসে রাজগুরু পাণ্ডাজী তোমার আর আমার সর্ব্বনাশ করেছে, আর এই যুদ্ধ বাধাইয়াছে, দেখ না ভাই লক্ষ্মীছাড়ার মুখে চুনকালী দিবে এখন, আর সে লক্ষ্মী ছাড়াও আমাদের মত কিল খেয়ে কিল চুরি কর্ব্বার ছেলে নয়, আচ্ছা কোরে তায়রে না কোর্ব্বে, খুব কোর্ব্বে, বেশ হবে, আমার ভাই কথা শোন দে বিএ। মনোহর এতক্ষণ মনঃব্যাকুল বশতঃ কিছুই উত্তর দেন নাই, এবম্প্রকার পরামর্শ শ্রবণে মুখে হাসি আসিল হাস্য করিয়া কহিলেন, হুঁ বড় মন্দ পরামর্শ নহে এর পর দেখা যাবে।

বাঁকে সিংহ মনোহরের হুঁতে বড় প্রীতি জন্মিল অতি সুপরামর্শ দিয়াছেন মনে জ্ঞান হইল, মতগর্ব্বে "তায়রে না খুব হবে" "নায়রে না বেস হবে" গাইতেং উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিল।"

অনন্তর একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল যে মহারাজ মনোহরকে ডাকিতেছেন, মনোহর তচ্ছ্রবণে মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করতঃ দণ্ডায়মান হইল।

লাল মাধবপ্রসাদ মনোহরকে কেমন আছ, কি করিতেছ, কি নিমিত্ত তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আস নাই, প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন, মনোহর যথোচিত উত্তর করিলে পর মাধবলাল কহিলেন, "দেখ মনোহর যদিচ আমি যাহা বলিতেছি তোমার পক্ষে ক্লেশদায়ক, তথাচ রাজার উচিত যা-

হাতে প্রজারা সুখ সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে এমত করা সর্ব্ব প্রকারে বিধেয়, আর ও আমি তোমাদিগের নিকট বিশেষ বাধিত আছি, যখন কেহই আমাকে স্থান দেয় নাই তুমি আমাকে স্থান দিয়াছিলে, তাহা প্রকাশ পাইলে তোমার প্রাণ সংশয় হইত তাহার কোন সন্দেহ নাই, আর ধানি ও আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, তোমরা দুজনেই আমার প্রিয়, তোমাদের বিচ্ছেদ আমার বিশেষ অসুখের বিষয়, তজ্জন্য তোমাকে বলিতেছি যাহাতে ইহার শেষ হয় এমত করা সর্ব্বতোরূপে বিধেয় ও আবশ্যক, তোমার ধানিকে ক্ষমা করা উচিত হইতেছে, কারণ তুমি যাহা ভাবিয়া এত কষ্ট পাইতেছ তাহার কিছুই ঘটে নাই, তুমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছ তাহাপেক্ষা আর অধিক দূর যায় নাই, তোমার যদি অদ্যাবধি বিবাহের মনন থাকে তবে অক্লেশে করিতে পার, ধানিরাম কর্ত্তৃক তোমার বিবাহের কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই, ধানিরাম চঞ্চলার ভয় ভঞ্জন নিমিত্ত একটী চুম্বন করিয়াছিল কিন্তু তাহা বাল্য স্বভাব বশতঃ তো হইতে পারে কারণ উহাদের এক গ্রামে জন্ম, একত্রে বাল্য খেলা আর আমি শ্রুত হইলাম, যে উহাদিগের বিবাহের কথা উত্থাপন পর্য্যন্ত হইয়াছিল, ইহাদিগের চুম্বন অন্য লোকের চুম্বন মত জ্ঞান করা যাইতে পারে না; ইহা আলাপ প্রকাশক মাত্র—

মনোহর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ করজোড়ে উত্তর করিল. মহারাজ, আমরা বাল্যকালে ধূলা ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ করিয়া বায়ুর গতি জানিতাম, কুটা ফেলিয়া নদীর স্রোত জ্ঞাত হইতাম, মহারাজ ধূলা কুটা ও চুম্বন অতি সামান্য বটে কিন্তু

তাহাতে বায়ুর নদীর ও মনের গতি জানা যায়, আমি যদি এক্ষণে এই বিবাহ করি তো লোকে করতালি দিবে, যদিচ আমার বয়স হইয়াছে বটে তথাচ এক্ষণে বায়াত্তুরে হই নাই আর উহাদিগের বিবাহের সম্বন্ধের বিষয় যাহা কহিলেন, তাহা আমি কিছুই জানি না, জানিলে এমন ঘটনা ঘটিত না, ও আমি এই কষ্ট পাইতাম না, কিন্তু একথা আমি বিশ্বাস করি না, এ সকল দোষ গোপন জন্য কল্পনা মাত্র, তাহা না হইলে ধানিরাম আমাকে অগ্রে বলিত,

মাধব উত্তর করিলেন "অগ্রে না বলিবার কারণ আছে, ধানিরামের অল্প বয়স বশতঃ প্রেম ভাব জন্মে নাই সখ্য ভাবই ছিল, কিন্তু তুমি বিবেচনা কর, যদি তাহার নিতান্ত ভালবাসা না থাকিত তাহা হইলে সে এত কষ্ট লইবেক কেন, তোমাকে সেই প্রথমে চঞ্চলার পিতৃ মাতৃ বিয়োগের সংবাদ দেয়, সেই সমস্ত করে, কিন্তু স্বীয় মন জানিত না, এক্ষণে জানিয়াও কোন কথা কহে নাই।

মনোহর উত্তর করিল "মহারাজ যখন দুজনের মন মিলে তখন কথা না কহিলেও জানা যায়, মহারাজ এক্ষণে সে কথায় আর প্রয়োজন নাই, তাহাতে কাহারও দোষ নাই কেবল আমার কপালের দোষ, কিন্তু কি কষ্ট তাহা আপনি অপরিচিত নহেন।"

মাধবের পূর্ব্ব কষ্ট স্মরণ হইল, বদন বিবর্ণ হইল, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, হুঁ পরিচিত আছি, তজ্জন্যই তোমাকে বলিতেছি এক্ষণে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিলে তাহার ত কোন নিবৃত্তি হইবেক না।

মনোহর উত্তর করিল "মহারাজ লোকে প্রথমে ক্ষত স্থলে অঙ্গুলিটী অবধি লইলে শিহরিয়া উঠে, কিন্তু সময়ে সেই ঘা টিপিলেও কষ্ট বোধ হয় না, আমার ও সময়ে তাই হইবেক।

মা—আর ওদের কি হইবেক?

ম—কাদের?

মা—চঞ্চলা ও ধানির?

মনোহর উত্তর করিল "সে মহারাজ জানেন, আর তারা জানে, আমার সহিত তাহাদের আর কোন সম্বন্ধ নাই যাহা ইচ্ছা তাহাই করুগ্‌গে না।"

মা—তাহা বলিলে চলিবেক কেন, আর লোকেই বা আমাকে কি বলিবে, তাহারা বলিবে যে মনোহর আমার এত করিল তাহার বেশ প্রতিফল দিলাম, তাহার কোনে লইয়া তাহার ভাগিনাকে দিলাম, আর ধানিরাম ও তোমার অনুমতি ভিন্ন ত বিবাহ করিতে স্বীকার করিবে না।

মনোহরের আর সহ্য হইল না, রাগে রাজ মান্য বিস্মরণ হইল, মুখ ভঙ্গি করিয়া কহিল "আহা কি সুবোধ ভাগিনা, কানায়ে ভাগিনার বাবা, আমার অনুমতি না হইলে বিবাহ করিবে না, আর চুম খাবার বেলা আমার অনুমতি আবশ্যক হয় নাই, অল্প রাগ সম্বরণ করিয়া পুনশ্চ কহিল "মহারাজ আপনকার অন্ন অনেক দিবসাবধি খাইয়াছি, এক্ষণে আপনি রাজ্য পাওয়াতে আমার এজন্মের সাধ মিটিয়াছে, এক্ষণে মাতা প্রাচীন হইয়াছেন আর আমারও বয়স হইয়াছে, অনুমতি হইলে কাশিবাসী হই।"

এতদ্শ্রবণে মাধবপ্রসাদ অনেক প্রকার বুঝাইলেন কিছুতেই উত্তর দিল না, অনন্তর অবোঝ দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তি ভাবে বিদায় করিলেন ’

এতদ্দেশীয় লোকের রাজ ভক্তি অত্যন্ত প্রবল মনোহর মাধবলালকে বাল্যাবধি বুকে পিঠে করিয়াছেন, তাহাতে ধানিরাম চঞ্চলা বিয়োগ বিধূর, অতি বিমর্ষ ভাবে বাটী প্রত্যাগমন করিতে লাগিল।

বাটীর নিকটস্থ হইয়া তাহার মাতার ক্রন্দন ধ্বনি কর্ণগোচর হইল, অতি ব্যাগ্র হইয়া বাটী প্রবেশ করিল, তাহার আগমন পদ শব্দ পাইয়া তাহার মাতা ক্রন্দন করিতে২ নিকটে আসিলেন, মনোহরকে দেখিয়া আর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া কহিলেন “বাবা আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে আমাদের ধানি কেমন করিতেছে দেখসে।”

মনোহর চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, “কে ধানি? কোথায়! আমি তার কেমনকরা ভাংছি” মনে এক প্রকার রাক্ষসী হর্ষ জন্মিল।

তাহার মাতা তাহার কথার শেষাংশ বুঝিতে না পারিয়া উত্তর করিলেন “ধানির শোবার ঘরে।”

মনোহর শীঘ্র গৃহ প্রবেশ করিয়া শয্যোপরি দৃষ্টিপাত করিল চমকিয়া নিকটে গেল, শয্যার দুই পার্শ্বে হস্ত রাখিয়া ধানি২ বলিয়া ডাকিল।

ধানির কোন উত্তর নাই।

চূড়াধড়া পিতাম্বর, পোরে বাঁকা বংশীধর, নয়নেতে নটবর,
হেরিবে নিশ্চিন্তে, যাবেং বিচ্ছেদ চিন্তে,
জুড়াবে তাপিত প্রাণ ॥

৺ রামচাঁদ মুখ

ধানিরাম শয্যোপরি শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

শিবনেত্র স্ফীত রক্তিমা বর্ণ পার্শ্ব দিয়া টপং করিয়া জল নিঃসরণ হইতেছে, সমস্ত মুখস্ফীত ওষ্ঠস্ফীত শুষ্ক গ্যাজলা ভাঙ্গিতেছে, অধর কম্পমান হইতেছে, বালিশে মস্তক এপার্শ্ব ওপার্শ্ব করিতেছে। একবারং মাং বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিতেছে, গাত্রতাপে নিকটে বসা ভার।

মনোহর এক দৃষ্টে ধানির প্রতি চাইয়া রহিল, চক্ষু দিয়া দুই ফোটা জল ধানির বক্ষে পড়িল, তাহার মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "ধানি হেতা কখন এল।"

তাহার মাতা ক্রন্দন করিতেং উত্তর করিলেন "ও বেণীদের বাটীতে ছিল, কএক দিন জ্বর হইয়াছিল আজ বাড়াবাড়ী দেখে ও তাহারা এ গ্রাম থেকে আজ যাওয়াতে তাহারা ধরাধরি কোরে এখানে শুইয়ে দিয়ে গেল, তখন থেকে ও কেমন কোচ্ছে বাবা ওর কেউ নাই তুই ওর সব বাবা রাগ করে এমন কত্তে হয়।"

মাতার কথা মনোহরের মনে শূল হেন বিদ্ধ হইল, চক্ষু মুছিয়া কহিল "মা সে কথায় আর কাজ নাই এখন দৌড়িয়া জগন্নাথকে ডেকে আন" আবার স্মরণ হইল যে তাহার মাতা অতি বৃদ্ধ বিলম্ব হইবেক, নিবারণ করিয়া

তাঁহাকে ধানির নিকট রাখিয়া স্বয়ং গমন করিল, জগন্নাথকে ধানির নিকট পাঠাইয়া রাজ বাটীতে সংবাদ দিল।

মাধবলাল এ সংবাদ পাইবা মাত্র রাজ বৈদ্য সমভিব্যাহার করতঃ উপস্থিত হইলেন।

রাজ বৈদ্য তর্জ্জনী টিপিয়া ও অবস্থা দর্শন করিয়া মস্তক নাড়িলেন "সম্পুর্ণ বিকার রক্ষা পাওয়া ভার" বলিলেন।

এতদ্ শ্রবণে লাল মাধবপ্রসাদ উত্তর করিলেন "জীবন মৃত্যু পরমেশ্বরের হাত, কিন্তু যাহাতে আরোগ্য হয় এমত চেষ্টা সম্পুর্ণ করিবেন যেন কোন ক্রটি হয় না।"

ক্রমশঃ রাত্র হইল, রাত্র সহ পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, গাত্রদাহ সহপ্রলাপ বৃদ্ধি হইল, একথা ওকথা সহ চঞ্চলার কথা কহিতে লাগিল, চঞ্চলার সহ বাল্য ক্রীড়ার কথা কহিতে লাগিল, চঞ্চলা অমন করিলে তোমার সহিত খেলিব না, তুই বড় দুষ্টু চঞ্চলা শুনেচিস্ তোর বাবা বোলেছে আমার সঙ্গে বিয়ে দিবে, আচ্ছা, উঃ! জল জল বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

মনোহর রোগির শুশ্রূষার নিমিত্ত এতাবৎকাল নিকটে বসিয়াছিলেন, জল লইয়া ধানির মুখে দিলেন, ক্ষণেক স্থির হইয়া আবার বকিতে আরম্ভ করিল "চঞ্চলা উঠ ভয় কি এক্ষণে তোকে মামার কাছে নিয়ে যাব, সেখানে কার সাধ্য এগোয়, মনোহর শুশ্রূষা করিতেছেন, আর শুনিতেছেন, জগন্নাথ শয়ন করিয়াছে শেষ রাত্রে জাগরণ করিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিবেক, মনোহরের মাতা এক২ বার চক্ষুর জল মুছিতেছেন ও হা হুতাশ করতঃ দেবতার নিকট বক্ষ চিরিয়া

রুধির দিবেন প্রভৃতি মানন করিতেছেন, ধানির এলমেল বকার অর্থ সংলগ্ন হইতেছে না, একবারং ঢুলিতেছেন।

ধানিরাম পুনশ্চ বকিতেছে, "চঞ্চলা চঞ্চলা তোমার এই কাজ? আমি হটাৎ একটি চুম খেয়েছিলাম তাও কি মামাকে বোল্‌তে হয়, আমি কেমন কোরে তাঁর কাছে মুখ দেখাব।"

মনোহর চমকিয়া উঠিল, তাহার মাতার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিল, তিনি ঢুলিতেছেন, কেহই এ কথা শ্রবণ করেন নাই দেখিয়া ধানির গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিল রোগী বিড়ং করিয়া বকিতে লাগিল, "ছেড়ে দেও, ভয় কি আমি মামাকে ডেকে দিচ্ছি, মামাং "বলিয়া এত চীৎকার করিয়া উঠিল যে তাহার মাতা চমকাইয়া জাগরিত হইয়া "বাবা অমন কোচ্ছ কেন" বলিয়া নিকটে আসিয়া পড়িল।

মনোহর ত্রস্থ হইয়া 'ধানিং অমন কোচ্ছ কেন বলিয়া ধরিল।

রোগী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল "মামা আমি কিছু করিনি আমায় মাপ কর বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

এই শব্দে জগন্নাথের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া সেও আসিয়া পড়িল, বলপূর্ব্বক রোগীকে শুয়াইয়া দিল! মনোহরকে শুইতে কহিল।

মনোহর মুখে হস্ত দিয়া স্ত্রীলোক মত ক্রন্দন করিতে লাগিল।

জগন্নাথ "ভয় কি ভাল হবে" বলিয়া ভরসা দিল! "আর আমার মাথা হবে" বলিয়া মনোহর গৃহ হইতে

বাহিরে গেল, হস্তে মুখে জল দিয়া পুনশ্চ আসিয়া বসিল, জগন্নাথের শয়ন জন্য অনুরোধ শুনিল না, সমস্ত রাত্র ঠায় জাগরণ করিল।

এইরূপে দুই রাত্র গত হইল; মাধবলাল দুই বেলা স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া যান, শিবশঙ্কর বাবু পীড়ার সংবাদ পাইবা মাত্র দেখিতে আসিলেন, রাজকুমারী সুমতী দুই-বেলা দাসী দ্বারা সংবাদ লন।

বাঁকে সিংহ রোগীকে দেখিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া কহিল, "ভাই সব ফাঁকি, এমনি কোরে ফাঁকি দিতে হয় আমায় ফাঁকি দিলে বেশ কোল্লে, মনোহরকে ফাঁকি দিলে বেশ কোল্লে, শেষে নিজেকে ফাঁকি, ভাই এমন ফাঁকি শিখে-ছিলে, আহা মুখ দেখে বুক ফেটে যায়" বলিয়া ললাটে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিতে২ উঠিয়া বাহিরে গেল।

তৃতীয় দিবসের রাত্রে রোগীর অবস্থা দেখিয়া সকলেই ভরসা হীন হইয়া পড়িল, সর্ব্বাঙ্গ স্থির নেত্রমোদিত, আর প্রলাপ নাই, প্রায় শবতুল্য পড়িয়া রহিয়াছে, বৈদ্য নাড়ী দেখিয়া কহিয়াছেন যে ইহার উপর আর জ্বর আসিলে আর রক্ষা নাই।

মনোহর রোগী ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, এ তিন দিবস আহার নিদ্রা ত্যাগ। প্রায় শেষ রাত্র হইল, মনোহরের একান্ত ক্লান্ত বশতঃ তন্দ্রা আসিল, এমন সময় বোধ হইল যেন ধানি মামা বলিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল।

চমকাইয়া ধানির [illegible] চাহিল, ধানি চাহিয়া রহিয়াছে।

মনোহর ধানি ধানি বলিয়া ডাকিল।

উঁ করিয়া ধানিরাম উত্তর দিল মৃদুস্বরে, কহিল "মামা আমি কোথায়!"

"কেন তোমার ঘরে।"

জগন্নাথ নিকটে বসিয়া ছিল এতদ্‌শ্রবণে তাড়াতাড়ি বৈদ্যকে তুলিয়া আনিল।

রাজবৈদ্য রাজআজ্ঞানুসারে সেই স্থলে রাত্র দিবস অবস্থিতি করিতেন, আসিয়া নাড়ী টিপিলেন, গাত্রে হস্ত দিলেন, ধানিকে কিপ্রকার আছ জিজ্ঞাসা করিলেন, দর্শনৈঃ পর্শনৈঃ প্রশ্নৈঃ ব্যাধিজ্ঞান ত্রিধামতা বচন আবর্ত্তন করিয়া কহিলেন হুঁ এক্ষণে একপ্রকার ভাল বলা যাইতে পারা যায় এক্ষণে কিঞ্চিৎ পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।"

ইত্যবসরে ধানিরামের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইয়া তাহার মাতুলের হস্ত ধরিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "মামা আমায় মাপ কর।" "কি মাপ করিব, পাগল" বলিয়া মনোহরের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল।

বৈদ্য এতদ্দর্শনে রোগীকে অনেক কথা কহান নিষেধ বলিয়া মনোহরকে বাহিরে পাঠাইলেন।

অনন্তর বৈদ্যরাজ বাঁকে সিংহ জগন্নাথ বসিয়া রোগীকে পথ্য দিতেছেন এমত সময় বহির্দ্দেশে মনোহরের রাগ পরবশ কণ্ঠস্বর কর্ণগোচর হইল।

বাঁকে সিংহ বাহিরে আগমন করিয়া দেখেন যে মনোহর একটী অবগুণ্ঠিত স্ত্রীলোককে "এক্ষণি বার হ বেরো" বলিতেছে, মনোহরের মাতা মধ্য স্থলে পড়িয়া মনোহরকে

নিবারণ করিয়া কহিতেছেন, "বাবা কি করিস ও যে রাজ কুমারী সুমতী দিদীর দাসী, ও ধানি কেমন আছে জান্তে এসেছে।"

এতদ্দর্শনে বাঁকে সিংহ শীঘ্র গিয়া মনোহরকে ধরিয়া কহিল "একি ভাই তুমি পাগল হোয়েছ, এর নাম কি?"

ম—কে ভাই বাঁকে! এর নাম কি, কি দেখিতে পাই-তেছ না, এ সেই লক্ষ্মীছাড়ী, এ সেই লক্ষ্মীছাড়ী।

"বটে" বলিয়া বাঁকে সিংহ আশ্চর্য্য হইয়া নিরীক্ষণ করিল চঞ্চলাই বটে "তবে—সে যাহোগ ভাই আর রাগা-রাগির আবশ্যক নাই ও কেও মাপ কর, আর রাগ করিলে কি হবে" বলিয়া মনোহরকে বলপূর্ব্বক স্থানান্তর করিতে চেষ্টা করিল।

মনোহর বাঁকের হস্ত মোচন করিয়া কহিল "দেখ তোমাকে রাজকুমারী পাঠাইয়াছেন এবার তুমি বেঁচে গেলে কিন্তু যদি ধান্মির কাছে যাবে তবে আমি একেবারে মের ফেলিব, কাহার উপরোধ মানিব না" বলিয়া চলিয়া গেল।

মনোহর গমন করিলে পর বাঁকে সিংহ চঞ্চলাকে কহিল "চঞ্চলা আমার সহিত ত কখন সত্য কথা কহ নাই, তোমার মিথ্যা কথায় প্রায় প্রাণ দিয়াছিলাম, আজ একবার সত্যি বল দেখিন, এখানে কেমন কোরে এলি।

চঞ্চলা ক্ষণেক পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ কহিল "রাজা মহাশয় পুরুতঠাকুরের পরামর্শে আমাকে রাজকুমারির নিকট হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, মোহিনী দিদী

সুমতী দিদীর নিকট আমাকে পাঠাইয়াছেন, আমি এক্ষণে তাঁর নিকট থাকি, তিনি কাল থেকে আমাকে আমি কাল অবধি দুবেলা আসিয়া কাজকোরে যাই।" মনোহরের মাতাও উহাতে সায় দিলেন,

"আচ্ছা বোন আর ঠকাঠকি করিসনে, এখন চুপচাপ কোরে থাক, ওদিকে আর আদপে যাসনি" বলিয়া বাঁকে সিংহ চলিয়া গেল।

অনন্তর ধানিরাম ক্রমশঃ আরোগ্য হইতে লাগিল চঞ্চলা প্রত্যহ প্রত্যুষে আসিয়া গৃহ কর্ম্ম সমাধা করিতে লাগিল, মনোহরের উঠিতে বসিতে কটূক্তিতেও ক্ষান্ত হইল না, মুখ বুজিয়া সমস্ত সহ্য করিল, শেষে মনোহর আপনা আপনি লজ্জা পাইয়া ক্ষান্ত হইল।

বাঁকে সিংহ প্রত্যহ ধানিরামের তত্ত্বাবধারণ করিতে আইসেন, ধানিরামের দিন২ সুস্থতা বর্দ্ধন সহ তাঁহার "তায়রে না নায়রে না" ও হাস্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অনন্তর এক দিবস ধানি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলে বাঁকে সিংহ অনেক্ষণ পর্য্যন্ত সুদ্ধ তায়রে না নায়রেনা গান করিয়া আর থাকিতে পারিল না, অনেক প্রকার চক্ষু মটকাইয়া ইষারা টিষারা করিয়া কহিল "ধানি বাবা "তায়রে না" এক মজা হোয়েছে 'নায়রে না।"

ধানিরাম ঈষদ হাস্য করিয়া কহিল "কি হইয়াছে।"

বাঁকে সিংহ হস্ত নাড়িয়া কহিলেন, হাঁ হাঁ বাবা সুদ্ধুই ক্যমহ কর, মজাত জান না "তায়রে না" এখন আমাকে কি দিবে বল দেখি "নায়রে না।"

ধানিরাম কহিলেন কি বলুন না।

বাঁ—হাহা নায়রে না, এখানে কে আছে জান নায়রেনা।

ধা—কে আছে ?

দেখিবে না শুনিবে, দেখ বাবা দেখে জেন তায়রে না ছোয়েঁ যেওনা, এখন তবে নায়রে না কোরে ভাল কোরে বোস্ দেখি, বলিয়া বাঁকে বাহিরে গেল।

ধানিরাম হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল।

বাঁকে সিংহ বাহিরে গমন করিয়া চঞ্চলাকে আস্তেং ডাকিল, চঞ্চলা গৃহ কর্ম্ম করিতে ছিল বাঁকের আহ্বানে নিকটে আসিল।

বাঁকে সিংহ "এইবারে" বলিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া হিড়মিড় করিয়া আকর্ষণ করতঃ গৃহ মধ্যে আনায়ন করিল।

"কি কর তোমার পায়ে ধরি ছেড়ে দেহ, মামা রাগ করিবেন, মামা বার কোরে দেবেন" বলিয়া চঞ্চলা লজ্জায় জড়শড় হইয়া ঘোমটা টানিয়া বসিয়া পড়িল।

কে শ্রবণ করে, বাঁকে সিংহ নায়রে না বলিয়া বলপূর্ব্বক ধানির নিকট লইয়া গেল, ধানিকে সম্বোধন করিয়া কহিল "কেমন বাবা নায়রে না দেখিলে, এখন তায়রে না কর, কিন্তু দেখ বাবা আমাদের যেমন তায়রে না কোরে ছিল তোমাকে যেন তেমনি নায়রে না কোরে দেএ না।"

বাঁকে সিংহ বাহিরে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, ফিরিয়া দেখিল যে মনোহর হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, নিকটে গমন করিয়া তাহার স্কন্ধ ধরিয়া কহিল "ভাই আর হাঁ কোরে দাঁড়ালে কি হবে "বেল পাকিলে কাকের কি"

চল আমরা রাজ বাটীতে গিয়া তায়রে না করিগে, এরা এখন হেথা নায়রে না করুগ ॥ এত বলিয়া বলপূর্ব্বক লইয়া চলিল।

মনোহর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "ভাই তুই বড় বেল্লিক।"

বাঁকে সিংহ হাস্য করিয়া কহিল, "কে জানে ভাই আমাকে ঐ কথা সকলেই বলে, কিন্তু ভাই আমি পরের দুঃখ দেখিতে পারি না, বাগ পেলেই নায়রে না কোরে দি—বলিয়া মনোহরকে লইয়া রাজ বাটীতে গমন করিল।

রাখ গো মিনতি দূতী, আনগে শ্রীরাধিকে।
তুমি জান মম প্রাণ ব্রকভানু বালিকে॥
অন্তরে অন্তর মোর, রাধা ছাড়া কভু নয়,
তিলেক বিচ্ছেদ হোলে পলকে প্রলয় হয়॥
সর্ব্বদা আমারি মনে তার সনে মিলিতে,
গোলকে কমলাভয়ে কৈলাসে শ্রীঅম্বিকে॥

কিয়ৎ দিবসান্তরে বিহার নগরে মহাজনরব, সকলের মুখে হাসি মহারাজধীরাজ বিহারেশ্বর কর্ণদেব লাল মাধবপ্রসাদকে রাজ্যাভিষেক করিবার জন্য আমাত্য কৃপারামকে পাঠাইয়াছেন, সকলের মনে যুদ্ধশঙ্কা সম্পূর্ণ ছিল কিন্তু তাহা না ঘটাতে সকলেই প্রফুল্ল হইল, মন হইতে এক মহা ভার উত্থিত হইল।

লাল মাধবপ্রসাদ আশ্চর্য্য হইয়া আমাত্য রূপারামকে গোপনে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

রূপারাম ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "মহারাজ আপনাকে গোপন করার কোন ফল নাই, আপনি দুই এক দিবসের মধ্যেই এই সম্ভূত শৈথিল্য ভাবের কারণ বুঝিতে পারিবেন, মহারাজ কর্ণদেব যদি এক্ষণে সক্ষম হইতেন তাহা হইলে আর আমাকে এবেসে আসিতে হইত না, নিঃসন্দেহ যুদ্ধ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে জবনেরা মহা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া মহা লুট দরাজ করিতেছে, তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য মহারাজ জয়চন্দ্র স্বীয় সৈন্য সামন্ত একত্র করিতেছেন, মহারাজ কর্ণদেবকে ও তাহার সৈন্য সমস্ত লইয়া আসিতে আজ্ঞা পাঠাইয়াছেন, আপনি যেমন মহারাজের করপ্রদ মহারাজ কর্ণদেব ও তেমনি তাহার করপ্রদ রাজা, আপনকার সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে আর মহারাজ জয়চন্দ্রের আজ্ঞা পালন হয় না, সুতরাং আমাদিগের অনুরোধে ও আপনি বিবেচনা সিদ্ধ ভাবিয়া আপনাকে এই রাজ্য পুনঃ অর্পণ করিয়াছেন, আর আপনারা তাহার প্রধান সামন্ত আপনাদিগের সহিত বিগ্রহ করিতে তিনি সহসা প্রবর্ত্ত হইতে স্বীকার করেন না, কারণ আপনারা যদি গৌড় রাজ্যের আশ্রয়লন তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ, এক্ষণে অপনি বুঝিয়াছেন যে এক্ষণে আত্ম বিচ্ছেদের সময় নয়, জবনেরা এক্ষণে মহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।" এতদ্ শ্রবণে মাধবলাল ক্ষণেক ভাবিয়া কহিলেন "অতি উৎকৃষ্ট পরামর্ষ করিয়াছেন, মহা-

রাজ অতি পারদর্শী মহা জ্ঞানী।” কৃপারাম উত্তর করিলেন, রাজকুমার তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে তাঁহার মত ধীশক্তি সম্পন্ন রাজা আর নাই।

মাধবলাল ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, তাঁহার অমাত্যেরাও ন্যূন নহেন।

সে আপনকার মহত্ত্ব বশতঃ যাহা বলেন বলিয়া কৃপারাম বিদায় লইলেন—

যাহার প্রফুল্ল হইবার বিষয় তিনিই কেবল সম্পূর্ণ প্রফুল্ল নহেন, মুখে হাসি আছে কিন্তু সে হাস্য আন্তরিক নহে, কাষ্ঠ হাস্য মাত্র, রাজা মহীপাল প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে তিনি কখনই মাধবকে তাহার কন্যা সম্প্রদান করিবেন না, “পদ্মের মৃণালে কণ্টক” উপায় কি সস্ত্রীক রাজ্যাভিষেকই তাহার একান্ত ইচ্ছা ও প্রথা কিন্তু কি প্রকারে ঘটে, দুর্ব্বারকে ঘটক করিয়া পাঠাইয়াছেন এখন দুর্ব্বারই ভরসা তিনিই যা করিতে পারেন।

ওদিকে দুর্ব্বার রাজা মহীপালের নিকট গমন করিয়া আপন উগ্র স্বভাব গোপন করিয়া নম্র ভাবে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু কিছুতেই সম্মত করিতে পারিলেন না, রাজ পুরোহিত প্রতি হাত প্রতিবন্ধকতা করিতে লাগিল, তার রাগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন “ভাই তবে আমি একটা শেষ কথা কহিয়া যাই, আপনকার এবম্প্রকার মত পূর্ব্বে অবগত হইলে আমি আর এত কষ্ট করিয়া আপনকার নিকট আসিতাম না, আর আপনি আপনকার এমত সুবিজ্ঞ মন্ত্রীচয় থাকিতে যে এক পুরো-

হিতের এমত বশতাপন্ন হইয়াছেন, তাহা আমি জানিতাম না, কিন্তু মাধবের পিতার দুর্দ্দশা যেন মনে থাকে, তাহার পুরোহিত হইতে তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল ও শেষে বিষ ভক্ষণ করাইয়া প্রাণ লইয়াছিল, আপনকার ও সেই প্রকার ঘটিবার উপক্রম দেখিতেছি, আপনি সাবধান হইয়া চলিবেন তাহা না হইলে আপনাকে ও সেই প্রকারে বিষের জ্বালায় মরিতে হইবেক।

রাজা মহীপাল কহিলেন "সে কি ভাই বিষের জ্বালায় মরিতে হইবেক কি, চতুরজী পাণ্ডা কি বিষ খাওয়াইয়া রাজাকে মারিয়াছিল, এ-ত আমার বিশ্বাস হয় না।"

রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

মন্ত্রী করযোড়ে উত্তর করিল "মহারাজ ভয়ে কি নির্ভয়ে কহিব" রাজা অভয় দান করিলে মন্ত্রী কহিলেন "মহারাজ রাজা শুক্রসেনকে যে চতুরজী পাণ্ডা বিষ প্রয়োগে নষ্ট করিয়াছিলেন তাহা হনুমন্ত আপনি মৃত্যুকালীন সর্ব্ব সমক্ষে ব্যক্ত করিয়া গেছেন, তাহাতে কাহার ও কোন সন্দেহ নাই মহারাজ আমি আপনকার অন্নে প্রতিপালিত প্রায় ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, এক্ষণে আপনকার কার্য্যে আমি মৃত্যুর ভয় রাখি না, শূলেই দিন আর সালেই দিন, উভয়ই আমার পক্ষে সমান, এজন্য মহারাজকে এক কথা অবগত করায়িতে ইচ্ছা করি, যে এই তিন রাজ্যে এই বিবাহতে নিতান্ত ইচ্ছুক ও ইহার অগ্রে আপনকার ও মত ছিল, অন্দরে রাণী মাতার একান্ত ইচ্ছা, আর আমাদিগের সকলেরও ইচ্ছা কিবল পুরোহিত ঠাকুরের নহে, কিন্তু কেন নহে তাহার

আমরা কোন কারণ দেখিতে পাই নাই, বলেন যে রাজকুমার মাধবপ্রসাদ ব্রহ্মহত্যা করিয়াছেন, এ অপবাদ কেবল উনিই দেন এতিন রাজ্যে আর কেহ দেয় না, সে যাহা হউক মহারাজ আমরা এত লোক কি সকলেই এত অজ্ঞ যে এ বিবাহে অহিত দেখিতে পাইতেছিনা, কেবল উনিই বিজ্ঞতা বশতঃ অনিষ্ট দেখিতেছেন, কিন্তু কি অনিষ্ট হইবে তাহা আমাদিগকে কিছুই বলেন নাই, কেবল প্রতিপক্ষতা করিয়া আত্ম ভেদ করিয়াছেন, ও বিগ্রহের বিলক্ষণ রূপ সূত্রপাত করিয়াছেন, কিন্তু কেন যে এমত করিতেছেন তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না—মহারাজ এক্ষণে আমার এই ব্যক্তব্য যদি পুরোহিতঠাকুরের পরামর্শ লইয়া রাজ কার্য্য সমাধা করিতে হয়, তবে আমাকে বিদায় দিন, আমি কাশী যাত্রা করি, তবে পরমেশ্বর করেন যেন আমাকে এই বিজ্ঞদিগের পরামর্শে রাজ্য ছারখার দেখিতে হয় না, মহারাজ এই মহাত্মারা আত্ম সুখ সম্পাদন পরবশ হইয়া এই ভারত ভূমির বর্ণ ভেদ জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ করিয়াছেন, ক্ষত্রীয় বীর্য্য নষ্ট করিয়াছেন, ছারখার করিতে বসিয়াছেন মহারাজ ঐ মহাত্মাদের পরামর্শে আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইবেক, আমি নিতান্ত অজ্ঞ নহি যে উহাদের চাতুরি বুঝিতে পারি না, মহারাজ এক্ষণে আপনকার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন।

এতদ্ শ্রবণে রাজা ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া পারিষদ বর্গের মতামত জ্ঞাত জন্য সভামণ্ডলী নিরীক্ষণ করিলেন, সকলেরই ঐ মত বোধ হইল পুরোহিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

পুরোহিত প্রত্যুত্তর দিবার জন্য ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করতঃ হস্তে পৈতা জড়াইয়া রাজ আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে উপক্রম করিলেন রাজা অঙ্গুলী দ্বারা নিষেধ করিলেন।

লালজী এই অবসরে পুরোহিতের কর্ণেং কহিলেন, "মামা তক্ষণি তো নিষেধ করিয়াছিলাম যে ও বুড়া জোয়ানের সঙ্গে লেগনা ও বুড়া নয় তো পাথরের গুঁড়া ভাঙ্গিতে গিয়ে কিবল আপনার দাঁত ভাঙ্গিলে বৈত নয়, ওর সঙ্গে চাল কলার কর্ম্ম নয়, এখন ছেলে ধোত্তে কেউটে ধরিয়াছ সামলাও।" পুরোহিত কোন উত্তর না দিয়া ম্লান বদনে অপমানিত ভাবে বসিলেন,

রাজা তাহার প্রতি আর দৃষ্টিপাত না করিয়া দুর্ব্বার সিংহকে বসাইয়া সভাসদ প্রতি কহিলেন তোমাদিগের যদি এ পরিণয় এত মঙ্গলকর বোধ হইয়াছিল তবে আমাকে কেন অবগত করা হয় নাই তাহা হইলে আর এত বিতণ্ডা হইত না, এক্ষণে তোমাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছি এ বিবাহ কি তোমাদিগের সর্ব্ববাদী সম্মত।

আজ্ঞা বলিয়া সকলে সম্মতি দিল, লালজী করজোড়ে কহিলেন মহারাজ আমার একটী মতামত আছে।

রাজা হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে ?

"মহারাজ এবিবাহের যখন লগ্ন পত্র হইবেক তখন যেন লেখা হয় যে ব্রাহ্মণদের প্যাড়ার বদলে তাঁড়া না দেন আর মণ্ডার বদলে ডাণ্ডা না চালান মহারাজ তাহার হাত বড় চলে তাহা না করিলে আমাদের পিঠে ধুকড়ি বাঁধিতে হইবেক—সকলে হাসিয়া উঠিল।

রাজা দুর্ব্বার সিংহকে কহিলেন, ভাই আপনিত সকল শ্রবণ করিলেন এক্ষণে সংবাদ প্রেরণ জন্য এক জন দূতকে পাঠাইয়া দিন, আপনাকে অদ্য মেলানি দিব না, ঘটককে পরিতুষ্ট না করিতে পারিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না, লালজী এই অবসরে অন্তঃপুরে গমন করিয়া রাজ্ঞীকে এই শুভ সমাচার দিয়া কহিলেন মা অন্দরের ঘটক বিদায়টা আমি পাই। রাজ্ঞী এই সমাচার লইয়া স্বয়ং রাজকুমারীর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

মোহিনী দুর্ব্বার সিংহের আগমনের কারণ অবগত ছিলেন তাঁহার স্বীয় পিতার ও মনন জানিতেন, সুতরাং নৈরাশ হইয়া গণ্ডে হস্ত দিয়া ভাবিতেছিলেন, রাজ্ঞী বদন চুম্বন করিয়া সুভ সংবাদ দিলেন।

মোহিনী মৃত্যু দেহে প্রাণ পাইলেন, বোধ হইল হস্তে স্বর্গ স্পর্শ করিলেন, ম্লান বদন প্রফুল্ল হইয়া মুখে আর হাসি ধরিল না, মাতৃ সমক্ষে বিবাহ জন্য হাস্য লজ্জাকর জ্ঞান করিয়া হস্ত দিয়া মুখাবৃত করিলেন।

আর লজ্জায় মুখ ঢাকিতে হবে না দুদিন পরে লজ্জা বস্ত্র দিয়া এখন একবারে ঢাকা জাবে বলিয়া রাজ্ঞী বদন হইতে হস্ত মোচন করতঃ মুখ চম্বুন পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

আমার ইতিহাসের এক প্রকার শেষ হইল, কিন্তু কাহার কি হইল না বলিলে পাঠকবর্গে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন তজ্জন্য সংক্ষেপে বলা কর্ত্তব্য।

কিয়ৎ দিবসান্তরে মাধব মোহিনীর বিবাহ ও রাজ্যাভিষেক মহা সমারোহে সমাধা হইল দুই ক্ষুদ্র২ গ্রাম জৌতুক পাইয়াছিলেন, তাহা সুমতীর বিবাহে দিতে হইল—ইতি মধ্যে ধানিরাম ও চঞ্চলার বিবাহ হইল, মনোহর দোকানটী ধানিকে দান করিয়া নলন্দার কোতোয়ালী পদে নিযুক্ত হইলেন।

অনন্তর ইহা কথিত আছে যে বাঁকে সিংহ ও মনোহর দুইটী উপযুক্তা পাত্রী পাইয়া পাণীগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ইহাও কথিত আছে যে মনোহর বাঁকে সিংহের অনুরোধে এই বিবাহে স্বীকার করিয়াছিল, তাহার শ্বশুরের দুই কন্যা দুই পাত্র না পাইলে বিবাহ দিবেন না সুতরাং মনোহর পরম বন্ধুর অনুরোধ ও পাত্রী পরমা সুন্দরী বলিয়া বিবাহ করিয়াছিল।

অনন্তর যবনদিগের সহ মহা যুদ্ধ আরম্ভ হইল মহারাজা জয়পাল স্বীয় সৈন্য সামন্ত লইয়া মহা যুদ্ধ করেন তাহার ফল পাঠক বর্গেরা পুরাবৃত্ত পাঠে জ্ঞাত আছেন মাধবলাল শিবশঙ্কর প্রভৃতি সকলেই সে যুদ্ধে ছিলেন পরাভব হইয়া প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, যে নাগারা ক্রমশঃ মহাপরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অনেক রাজ্য জয় করিয়া শাশন করিতেছে, গৃধ্রকূটে (যাহা এক্ষণে গিরেক বলা হয়) রাজধানী হইয়াছে, যবনেরা অগ্রসর হওয়াতে

মাধবলাল নাগাদিগের সাহায্য জন্য গৃধ্রকূটে গমন করিয়াছিলেন; সেই স্থলে দুই জন রুগ্ন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ মন্দিরের ময়দা ভাঙ্গিছে দেখাইয়া মহন্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ওদের চিনিতে পারেন" মাধব অনেক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া শিহরিয়া উত্তর করিলেন, "এত শাস্তি উচিত হয় না আমার অনুরোধে কিঞ্চিৎ কমাইয়া দিবেন।"

ইহা অপেক্ষা আর কোন সংবাদ নাই তবে পুরাবৃত্তে কথিত আছে যে মাধবলাল যবন দ্বারা পরাভূত হইয়া ঐ নাগাদের আশ্রয় লয়েন, এক্ষণপর্য্যন্ত সান্তাল পর্গনা নামকী অঞ্চলে মাধব ও ঐ নাগাদের বংশ রাজত্ব করিতেছে।

সম্পূর্ণ।